ফাজিলে বেরলভী সমাচার

প্রথম খণ্ড

আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

আহলুস সুন্নাহ মিডিয়া

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ১ম খণ্ড

লেখক: আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক

১ম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০২২

বিনিময় – ৩০০ টাকা

প্রকাশক - আহলুস সুন্নাহ মিডিয়া
পরিবেশক – সাওতুল মদীনা
+8801676673946

FAZILE BERLOVI SHAMACHAR, V1 BY ABU ABDILLAH MUHAMMAD AINUL HUDA. Published by Ahlussunnah Media, Distributed by Sawtul Madina

সূচিপত্র

1. ভুমিকা / ৭
2. দুই ফাজিলের গোস্তাখী বই থেকে / ১১
3. ৩ বছরেও আব্দুশ শাইতানের স্যাটানিক ভার্সেস প্রকাশ হল না / ১৬
4. **সমাচার ১** - একটি শিরকি বয়ান / ১৭
5. **সমাচার ২** - নবুওত খতম না হলে সাইয়িদুনা জিলানী নবী হতেন / ২৩
6. ওয়াহাবীর সাথে বাহাস করলে তরক হবে বড় ফরজ!! ঈমান কি রইল মৌলবীদ্বয়ের? / ২৬
7. **বেরলভিয়ত একটি স্বতন্ত্র দ্বীন / ২৭**
8. ফাজিলে বেরলভীর ঈমান কি রইল নঈমীর ফতোয়ায়?/ ২৭
9. নামাজ না পড়লে কি হল মাথা সব সময় কাবায়!! / ৩১
10. শুরু হয়েছে শুদ্ধি অভিযান / ৩২
11. ওয়াহাবী দেওবন্দীরাও মুরতাদঃ হায়ওয়ানের সাথে মানুষের বিয়ে!! / ৩২
12. **সমাচার ৩** - মাজার থেকে বলা হল মেয়েটাকে রুমে নিয়ে খাহেশ পুরণ করো। / ৩৩
13. **সমাচার ৪** - মুরীদের স্ত্রী সহবাস – পীর হাজির নাজির/ ৩৭
14. **সমাচার ৫** হযরতের পিতা ও দাদা কি বালাকোটি!!! / ৩৭
15. **ভিন্ন পথে ফাজিলে বেরলভী / ৪০**
16. অবস্থান স্পষ্ট করুন / ৪১
17. ইসলামী বিশ্বকোষে ফাজিলে বেরলভী / ৪৩
18. **সমাচার ৬** আম্মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার শানে গোস্তাখী / ৫২
19. **সমাচার ৭** আম্মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার শানে গোস্তাখী
20. তাকফীরীরা দেশ ও জাতির শত্রু / ৫৮
21. **সমাচার ৮** পীর টয়লেটে – পীর মুরিদের স্ত্রী সহবাসে / ৬০

22. **সমাচার ৯** আল্লাহর সাথে লড়াই / ৬২
23. **সমাচার ১০** মাওলানা নূরুল আরিফীন রেজভী সাহেবের জবাব, স্মারকে লেখা ও মিলেমিশে চলার শেষ চেষ্টা / ৬৩
24. **সমাচার ১১** মুরীদের স্ত্রী সহবাস – পীর হাজির নাজির ও শয়তান তাড়ানোর ৩টি হাদিস / ৬৭
25. **"নবীদের ভুলত্রুটি হয়ে যায়" মুফতী সাহেবের জবাব / ৬৯**
26. **সমাচার ১২** শয়তান তাড়ানোর আরেকটি দোয়া / ৭৩
27. **সমাচার ১৩** ভুল তরজমা - বাশারুম মিছলুকুম / ৭৬
28. **সমাচার ১৪** ওয়াহাবীদের মসজিদ ও নামাজ / ৭৭
29. **সমাচার১৫** কাদিয়ানী কানেকশন – বিদ্যমান ইতিহাসের আলোকে / ৭৮
30. **সমাচার ১৬** ফাজিলে বেরলভীর ভুল তরজমা, ফেইস টু ফেইস – মুফতি ইয়ার খান ও ইক্তেদার খান নঈমী / ৭৯
31. **সমাচার ১৭** ভন্ডামীর শেষ কোথায়? মাজারে মেয়ে নিয়ে ফুর্তি / ৮২
32. **সমাচার ১৮** আল্লাহ শব্দের তরজমা খোদা নয় / ৮৩
33. **সমাচার ১৯** পুজা / ৮৪
34. **সমাচার ২০** আখেরী চাহার সম্বাহ – বেরলভীদের বাড়াবাড়ি ও বানোয়াট আমল / ৮৭
35. **পরিশিষ্ট / ১০৪**



باسمه سبحانه وسعدانه، والصلاة والسلام على ذي المجد والمكانة

আলহামদুলিল্লাহ! মক্কা মুকাররামাহ এবং মদীনা মুনাওয়ারার সফর শেষ করে নিউ ইয়র্কের পথে এখন জেদ্দা এয়ারপোর্টে আছি। এই সফরে ফাজিলে বেরলভী সমাচার ১ম খণ্ড লেখা শেষ করলাম। মৌলভী আহমাদ রেযা খান সাহেবের জবাবে এটি আমার চতুর্থ বই[1]। আমার লেখা আরবী আরো কয়েকটি কিতাবে[2] প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা এসেছে। আমি সব সময়ই আশা করছি, আমার লেখা কিতাবগুলি তারা রদ্দ করবেন।

আব্দুল মান্নান নামক জনৈক বেরলভী মৌলভী সহসা জবাব দিবেন বলে ঘোষণা দিলেন ২০১৯ সালের ৮ই অক্টোবর, ৩ বছর পেরিয়ে গেলেও সহসা কিছুই বের হয়নি, হাসানাইন মাল্টি মিডিয়ায় চোখ রাখতে রাখতে চোখ ব্যথা, অবশেষে ইন্নামায় চিতপটাং আরেক বেরলভী মৌলভী আবুল কাশেম ফজলুল হক, মৌলবী আশরাফুজ্জামানের একটি বইর জবাব দিতে পারলেই তিনি সমাচারের জবাব দিবেন ঘোষণা দিলেন। জবাব তো দেয়া হলো "ফিতনায়ে আশরাফুজ্জামান - ওহাবী এবার মৌলবী আহমাদ রেযা খান"। অবশেষে অরিন্দম কহিলা বিষাদে, এই সবের জবাব দেয়া কোন সুচিন্তিত কাজ নয়। যতই অভিনয় করো না কেন, সাধু সাজতে

---

[1] (১)দুই ফাজিলের গোস্তাখী
(২) ফিতনায়ে আশরাফুজ্জামান – ওহাবী এবার মৌলবি আহমাদ রেযা খান
(3) أبو طالب ومسألة الإيمان في الرد على المولوي أحمد رضا خان

[2] (1) الاحتفال بالمولد بين الإفراط والتفريط
(2) السنة قبل الجمعة والأذان قبل الخطبة
(3) الأجوبة السنية على ما أثاره بعض السلفية والبريلوية والديوبندية
(4) الخطبة الحنفية

আর পারবে না। "গোস্তাখে রাসূল যে হয়, কত রূপে কত কথা সে কয়। " পারলে জবাব লিখো "দুই ফাজিলের গোস্তাখী" এখন বহু মানুষের হাতে হাতে।

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আল্লাহর মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি ফিরে যাই।[3]

আমি বেরলভীদের হেদায়েত কামনা করি, দোয়া করি তারা ফিরে আসুন কুরআন সুন্নাহ'র পথে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের সত্য ও সঠিক আকীদার পথে,

﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا﴾

আল্লাহ যাকে সৎপথে চালান, সেই সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনও তার জন্যে পথপ্রদর্শনকারী সাহায্যকারী পাবেন না। [4]

তাদেরকে যথাশীঘ্র তাওবা করে পাইকারী তাকফীর ত্যাগ করে সরল সঠিক সুন্নীয়তের সৈনিক হয়ে সুন্নী বিপ্লবে শরীক হতে আহবান করছি।

"দুই ফাজিলের গোস্তাখী" ও "ফিতনায়ে আশরাফুজ্জামান – ওহাবী এবার মৌলবি আহমাদ রেযা খান" রদ্দে বেরলভিয়তে বাংলা ভাষায় আমার লেখা দুটি বই। কেউ এখনো জবাব দেননি। মৌলবী আহমাদ রেযা খানের জবাবে ঈমানে আবু তালিব[5] বিষয়ে আরবী একটি রিসালাও আমার আছে। আমার জীবদ্দশায় কেউ জবাব দিলে আমার

---

[3] সূরা হুদ ৮৮

[4] সুরা কাহাফ ১৭

[5] أبو طالب ومسألة الإيمان في الرد على المولوي أحمد رضا خان

ভুল প্রমাণিত হলে স্বীকার করে নেব অন্যথায় পালটা জবাব দেব ইনশাআল্লাহ।

ফাজিলে বেরলভী মৌলবী আহমাদ রেযা খান বেরলভীর পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লামা সাইয়িদ আব্দুল হাই বিন ফখর উদ্দীন লক্ষ্ণভী নদভী[6] বলেন,

كان متشدداً في المسائل الفقهية والكلامية، متوسعاً مسارعاً في التكفير، قد حمل لواء التكفير والتفريق في الديار الهندية في العصر الأخير وتولى كبره وأصبح زعيم هذه الطائفة تنتصر له وتنتسب إليه وتحتج بأقواله، وكان لا يتسامح ولا يسمح بتأويلٍ في كفرِ مَنْ لا يوافقه على عقيدته وتحقيقه، أو من يرى فيه انحرافاً عن مسلكه ومسلك آبائه، شديد المعارضة، دائم التعقب لكل حركة إصلاحية.

“ তিনি ছিলেন ফিকহী মাসআলা ও ইলমুল কালামে অত্যন্ত চরমপন্থী, কাফির ফাতওয়াদানে উন্মুখ এবং তাড়াহুড়া প্রবণ। শেষ যমানায় ভারতবর্ষে তাকফীর ও বিভেদ সৃষ্টির পতাকা তিনি বহন করেন এবং এই জাতীয় লেখকদের নেতৃত্বে আসীন হন। তিনি এই তাকফীর ও বিভেদ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকেই সমর্থন করতেন, নিজেকে ওদের একজন হিসেবেই পরিচয় দিতেন এবং তাদের কথাকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করতেন। এই ক্ষেত্রে তিনি মোটেই উদার ছিলেন না। কেউ তার মতের বা ব্যাখ্যার সাথে একমত হতে না পারলেই কিংবা তার বা তার বাপ দাদার মাসলাকের সাথে সামান্য বেমিল দেখলেই তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না এবং এই ব্যাপারে কোন তাবীল / ব্যাখ্যা তিনি গ্রহণ করতেন না। প্রতিটা সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেগে থাকাই ছিল তার ব্রত।

[6] আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভীর পিতা

كان قوي الجدل، شديد المعارضة، شديد الإعجاب بنفسه وعلمه، قليل الاعتراف بمعاصريه ومخالفيه، شديد العناد والتمسك برأيه،

তিনি ঝগড়ায় খুব শক্তিশালী (অতিরিক্ত ঝগড়াটে), বিরোধিতায় খুব কঠোর ছিলেন। নিজেকে নিয়ে এবং নিজের জ্ঞান নিয়ে অত্যন্ত আত্মমুগ্ধ ছিলেন। তার সমসাময়িক আলেম-উলামা এবং বিরোধীদের সামান্যই স্বীকৃতি দিতেন। অত্যন্ত একগুঁয়ে এবং নিজ রায়কে সকল রায়ের উপর কঠোর ভাবে প্রাধান্য দিতেন।

قليل البضاعة في الحديث والتفسير، يغلو كثير من الناس في شأنه فيعتقدون أنه كان مجدداً للمائة الرابعة عشر[7]

হাদিস এবং তাফসিরের ক্ষেত্রে তার ব্যুৎপত্তি ছিল সামান্যই। অনেকেই তার মর্যাদা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, তাকে চতুর্দশ শতকের মুজাদ্দিদ মনে করে!

আলা হযরত সমাচার এবং পরবর্তিতে ফাজিলে বেরলভী সমাচার নামে আমার সিরিজ আলোচনা, যা ফেইসবুক ও ইউটিউবে প্রচারিত হয়েছে, তার লিখিতরূপ হচ্ছে এই গ্রন্থ। ফাজিলে বেরলভী সমাচার অন্তত ১৫ খণ্ড হবে ইনশাআল্লাহ। সকলের দোয়া ও সহযোগিতা চাই।

আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
২৯ অক্টোবর, ২০২২
কিং আব্দুল আজীজ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, জেদ্দা।

---

[7]عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي (ت ١٣٤١هـ)، **الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بـ (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر)**، الجزء الثامن يتضمن تراجم علماء الهند وأعيانها في القرن الرابع عشر الطبقة الرابعة عشرة في أعيان القرن الرابع عشر، ص 1180 – 1180، دار النشر: دار ابن حزم – بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ، ١٩٩٩م عدد الأجزاء: ٨

দুই ফাজিলের গোস্তাখী বই থেকে

পাইকারী তাকফিরী ‘বেরলভিয়্যত’ বা ‘বেরলভিবাদ’ সম্পর্কে আমার তেমন জানাজানি ছিল না। প্রথম জানার আগ্রহ হয় কাতারে লেখাপড়া করাকালীন সময় যখন অভিযুক্ত হতাম আমি বেরলভী বলে। আমি জানতাম না কেন দেওবন্দী ঘরানার আমার সহপাঠিরা আমাকে ‘বেরলভি’ বলে অভিযুক্ত করতেন। কয়েকবার আমাকে অফিসেও ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আকীদা বিষয়ে পরীক্ষায় আমার উত্তরপত্রগুলি অফিসে নিয়ে আবার চেক করা হয়েছে আমার সামনেই। আমি এই কথাও বলতে পারতাম না যে, আমি বেরলভী নই। কারণ “আল-ব্রাইলাভিয়্যাহ” কি জিনিস আমি জানি না।

এই বিষয়ে জানার জন্য আরবী একটি কিতাব কিনলাম। নাম আল-মাউসুআ’তুল মুয়াসসারাহ ফিল আদয়ানি ওয়াল মাযাহিবি ওয়াল আহযাবিল মুআ’সিরাহ”



এই কিতাবে বিভিন্ন দল ও জামাত সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এই কিতাবে ২৯৮ পৃষ্ঠায় “আল-ব্রাইলাভিয়্যাহ” বা বেরলভিবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ২৯৮ থেকে ৩০৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা। পড়লাম পুরাটাই। আমার কাছে মনে হল নিরপেক্ষ আলোচনার চেয়ে বিরুধিতায় একতরফা আলোচনা করা হয়েছে। সব কথা বিশ্বাসও হলোনা। তখনকার সময় সব তথ্য মিলানোও সম্ভব হলো না।

আস্তে আস্তে আসল বেরলভীদের সাথেও পরিচয় ঘটতে লাগলো, বুঝতে শুরু করলাম সেই ছোট বেলায় কুলাউড়া শহরে একটি মাহফিলে আমার গ্রামের মরহুম কারী আব্দুল হান্নান (চেরাগ কারী) সাহেব যখন তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া বলে শ্লোগান দিয়েছিলেন তখন কেন বক্তা মাওলানা আব্দুল করীম সিরাজনগরী সাহেব রাগতঃ চেহারায় উনার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। লেখালেখির সুবাদে বন্ধুত্ব হয়ে উঠল আবুধাবী প্রবাসী বন্ধুবর মাওলানা নুরুল আবসার তইয়বী সাহেবের সাথে। একসময় তাদের তাকফীরী ফতোয়া, সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে তাদের নানান ফাইজলামী সবই জানা হলো। আমাদের শীর্ষস্থানীয় উস্তাদগণ ওদের এইসব বাড়াবাড়িতে পাত্তা দিতেন না, শুধু বলতেন ওরা মাফতূন।
সেই থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বেরলভী, দেওবন্দী সকলের সাথেই স্বাভাবিক সম্পর্ক রেখেই আমার চলা। ফেইসবুকের সুবাদে তইয়বি সাহেবের একটি লেখাও পড়লাম সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ’র বিরুদ্ধে। ২০১৫ সালে যখন আহলুস সুন্নাহ মিডিয়া গঠন হল এবং সালাফীদের বিভিন্ন ফিতনার জবাব দেয়া শুরু করলাম তখন ওরা ছাড়া বাকী সকলের সাথেই আমার সম্পর্ক, আন্তরিকতা আরো গভীর হল। ওয়াটসাপে আহলুস সুন্নাহ মিডিয়ার নামে বিভিন্ন গ্রুপ খুলা হল। গ্রুপ সমূহে মূলধারা আহলে সুন্নাত এবং বেরলভী আহলে সুন্নাত সবাই জায়গা পেলেন। প্রয়োজনমত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এডমিন নেয়া হল। একটি গ্রুপে এড করা হল বন্ধুবর তইয়বিকে। সম্ভবত ২০১৬ সালের কোন এক সময় আমাদের ওয়াটসাপের কোন একটি গ্রুপে বন্ধুবর তইয়বি সাহেব উনার ঐ লেখাটি শেয়ার করেন। শুরু হলো দারুন ঝামেলা। বিভিন্ন এডমিন এবং পরিচিতজন আমাকে দায়ী করতে শুরু করলেন। অভিযুক্ত হয়ে গেলাম আমি। আরো যোগ হলো আমি কোন জবাব দিচ্ছিনা কেন? আমি বললাম সমস্যাটা অনেক পুরাতন, হঠাৎ করে মধ্যখান থেকে

কি বলব! তাছাড়া আমরা মুকাবেলা করছি পুরা সালাফী বিশ্বকে, এইসব ঝামেলায় জড়ালে ওরা হাসবে।
তারপরও দায়মুক্তি হোক আর দায়িত্ববোধ থেকে হোক কয়েকজনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ২টি ভিডিও করা হল "বৃটিশ ভারত দারুল ইসলাম"। আমি বললাম আমাদের মাথায় আঘাত করবেন না, আমরা পাল্টা আঘাত করলে সইতে পারবেন না, কলিজা বড় করে রাখবেন, আমরা শুরু করলে ছোট কলিজা নিয়ে মুকাবেলা করতে পারবেন না। ইত্যাদি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হল বলেই মনে হল, তবে আমি ফিরে গেলাম আমার কাতার জীবনের ঐ গবেষণায় "বেরলভিবাদ" কি? এখন কিতাবও পাওয়া যাচ্ছে। সালাফীবাদ মুকাবেলার সাথে সাথে এই কাজও আমার অব্যাহতভাবে চলতে থাকল সঙ্গোপনে।
ঐ সময় কয়েকজন এডমিন মিলে "আজাদী আন্দোলন" নামে একটি ফেইসবুক পেইজ বা গ্রুপ করলেন তইয়বিদের জবাব দেয়ার জন্য। এডমিন সাইয়িদ আযহার উদ্দীন সাহেব কারো একটি লেখা এই গ্রুপে পোষ্ট করেন। আমার জানা ছিল না। বহুদিন পর ২০১৮ সালের শেষ দিকে সম্ভবত ঐ লেখাটি সামনে চলে আসে। বেরলভী কয়েকজন হযরত আমার কাছে এই বিষয়ে জানতে চান। আমি সত্যটি তুলে ধরি।
খুব সম্ভব ২০১৯ সালের শেষার্ধে সামনে এলো মাওলানা আশরাফুজ্জামান সাহেবের কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ। মাওলানা সদরুল আমীন জগন্নাথপুরী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। এরপর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন মুফতি মাওলানা শাহ আলম সাহেব। আমি সবই দেখছি কিন্তু কিছু বলছিনা। বিভিন্নজন কল দেন, আমার জবাব ছিল উনারা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন দেখা যাক কি হয়। ম্যাসেঞ্জারেও কল আসে, অপরিচিত হলে রেসপন্স করিনা। একদিন কল দিলেন মুফতি মাওলানা শাহ আলম সাহেব। এই বিষয়ে অনেক কথা হল। এই সময় কয়েকদিন যাবত হালিশহর দরবার থেকে একজন কল দিতেন আমি আন্সার দিতাম না। যেদিন শাহ আলম সাহেবের সাথে কথা হচ্ছিল

তার আগের দিনও উনি কল দিয়েছিলেন আমি রেসপন্স করিনি। মুফতি শাহ আলম সাহেবের কাছে জানতে চাইলাম হালিশহর দরবার সম্পর্কে। মুফতি সাহেব জানেন এবং এটাও জানেন উনি আমার সাথে যোগাযোগ করছেন।

পরদিন আবার কল দিলেন উনি। নামটা বলা ঠিক হবে কি না জানিনা। দীর্ঘক্ষন উনি আমার সাথে কথা বললেন। জাযাহুল্লাহু খাইরান। উনি আমাকে উৎসাহিত করলেন এই বিষয়ে এডভান্স হতে।

২০১৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর আমি একটি ভিডিওবার্তা দিলাম বেরলভীদেরকে। শিরোনাম ছিল ‘‘কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ, আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব, ফেতনা দমনে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে আমরা বাধ্য, মারহাবা মুফতি শাহ আলম ও মাওলানা সদরুল আমীন, সত্য প্রকাশে আমরা আপনাদের পাশে’’।

উনাদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করলাম, বললাম ক্ষতিটা উনাদেরই হবে, ফায়দা হবে বালাকোটিদের।

অপেক্ষা করলাম ২২ দিন। উনারা কোন পদক্ষেপ নিলেন না। বাধ্য হয়ে অক্টোবরের ৮ তারিখে শুরু হল ‘‘আলা হযরত সমাচার’’।

যা বেরিয়ে এল তা নিতান্তই দুঃখজনক। কোটি টাকার চ্যালেঞ্জের একটি বরকত হল ‘‘দুই ফাজিলের গোস্তাখী’’। উনারা যদি সেই ২২ দিন সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিতেন আজকে হয়তো তাদের এত লেজেগোবরে অবস্থা হতোনা। শায়খে ইন্নামা, গোপন সুন্নতী, শায়খ বিহারী, ইন্ডিয়ান মুফতি, সিরাজনগরী বাপ-পুত যারাই মুখ খুলেছেন মূর্খতার প্রমাণ দিয়েছেন।

ভুল হয়ে গেলে আমি স্বীকার করি তা প্রমাণিত। তবে আমি সরাসরি কিতাব দেখিয়ে দিচ্ছি। আলা হযরত / ফাজিলে বেরলভী সমাচার সুন্নীয়তের দলীলের নাম।

সমাচারের জবাবের নামে আউল-বাউল ফাউল করেছেন বারবার। জবাবের জবাব কিছুই হয়নি। জবাব একেবারে না দিলে আরো ভালো করতেন, জাতি যদিও আপনাদের এত লেজে-গোবরে-পেশাবে অবস্থা দেখা থেকে বঞ্চিত হত।

যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন সবাই মিলে তাওবা করুন। আপনাদের গোস্তাখী আপনাদের কিতাব থেকে সরাসরি আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি। বানোয়াট সব আকীদা প্রত্যাহার করুন, সুন্নীয়তের আদি ও আসল আকীদায় ফিরে আসুন।

বালাকোট আমাদের কোন আ'ইব নয়, বালাকোট আমাদের অহংকার। শহীদে বালাকোটের রুহানী সন্তানেরা শুধু আঘাত মুকাবেলায়ই করতে জানেনা, পাল্টা আঘাতও করতে জানে।

মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
নিউইয়র্ক
আগস্ট ১, ২০২১

৩ বছরেও আব্দুশ শাইতানের স্যাটানিক ভার্সেস প্রকাশ হল না

মাওলানা আব্দুল মান্নান নামে জনৈক ভদ্রলোক আমার নাম বিকৃত করে ২০১৯ সালের ৬ ও ৮ অক্টোবর তার ফেইসবুক আইডিতে দুটি পোস্ট করেন। প্রোফাইল পিকচারে যেই ছবি আছে সেটা বিখ্যাত একজন বেরলভী আলেমের।

৬ অক্টোবর তিনি পোস্ট করেনঃ

“বদ বাতেন, খবীসী এদের সাথে যোগ দিল আইনুদ্ব দ্বলালাহ”

খবীসী সম্ভবত আবুদাবী প্রবাসী নুরুল আবসার তৈয়বীকে বুঝিয়েছেন। উনার দাবি মিথ্যা, আমি কারো সাথেই যোগ দেইনি বরং উনাদেরেকে ফাজিলে বেরলভী এবং মিয়াজী সমাচারে যথেষ্ট “সম্মান” করা হয়েছে।

৮ অক্টোবর তিনি পোস্ট করেনঃ

“আইনুল হুদা (আইনুদ্ব দ্বলালাহ)র সপ্রমাণ খণ্ডন পুস্তক সহসা বেরুচ্ছে ইনশাআল্লাহ।“ পোস্টের ছবি বইর শেষে পরিশিষ্টে পাবেন। এতক্ষণে আশা করি সকলেই বুঝে গেছেন আমি কেন উনাকে আব্দুশ শাইতান বলতে পারি। ৩ বছরের উপর হয়ে গিয়েছে আব্দুশ শাইতানের স্যাটানিক ভার্সেস এখনো সহসা বের হইল না! ইহা কি আমার প্রতি অবিচার নয়!!

ইসলামে নাম বিকৃত করা হারাম, তবে উনারা তো উনাদের দ্বীন পালন করেন, যা ওসায়া শরীফে হযরত স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং দ্বীনে বেরলভীতে হয়তো নাম বিকৃতি জায়েজ। আর আমি যেহেতু আক্রান্ত আমি কুরআন হাদীসের আইনেই বদলা নিতে পারি।

আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ﴾[8]

বস্তুতঃ যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর।[9]

ফাজিলে বেরলভী সমাচার – ১
একটি শিরকি বয়ান

৮ অক্টোবর ২০১৯

প্রশ্ন করা হয়েছেঃ

غوث ہر زمانہ میں ہوتا ہے؟

গাউস কি সব জামানায় থাকেন?

ফাজিলজীর উত্তরঃ

بغیر غوث کے زمیں وآسمان قائم نہیں رہ سکتے

গাউস ছাড়া জমিন ও আসমান কায়েম থাকতে পারে না।[10]

জমিন ও আসমান কায়েম আছে আল্লাহর হুকুমে, আল্লাহর কুদরতে। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষার জন্য তাঁর কোন সৃষ্টির প্রতি তিনি মুখাপেক্ষী নন। জমি্ন ও আসমান কায়েম থাকার জন্য গাউস পরিচয়ের কারো থাকা অপরিহার্য নয়।

---

[8] سورة البقرة 194

[9] সুরা বাক্বারাহ ১৯৪

[10] মালফুজাতে আলা হযরত, উর্দু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৮, মাকতাবাতুল মাদীনা।

একটি দূর্বল বা জাল হাদিস দিয়ে বিষয়টিকে প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়টি মৌলিক আকীদা সংশ্লিষ্ট, সুতরাং ফাজিলজীর দাবি প্রমাণে দলীল হতে হবে অকাট্য।

قطعي الثبوت قطعي الدلالة

যে উসুলের কথা ফাজিলজী নিজেই বলেছেন তার কিতাবে।

আকীদায়ে তাহাবিয়াতে আছে,

وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ

لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن

সব কিছু তার কুদরত ও ইচ্ছায় প্রবাহিত হয়, এবং তারই ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়, সৃষ্টির কোন ইচ্ছা নেই তবে যা আল্লাহ মনজুর করেন, কেননা আল্লাহ যা চান তাই হয়, আল্লাহ যা চান না তা হয় না।

ফাজিলজীর দাবী প্রমাণে দূর্বল কিংবা জাল যে হাদিস দেয়া হয়েছেঃ

قال الهيثمي: وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :لَا يَزَالُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ بِهِمْ تَقُومُ الْأَرْضُ، وَبِهِمْ تُمْطَرُونَ، وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ . قَالَ قَتَادَةُ :إِنِّي أَرْجُو أَنْ يَكُونَ الْحَسَنُ مِنْهُمْ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ، وَالْبَزَّارُ عَنْ عَنْبَسَةَ الْخَوَاصِّ، وَكِلَاهُمَا لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ[11] .

হায়ছামী বলেনঃ উবাদাহ ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে ৩০ জন থাকবে যাদের উসিলায়

পৃথিবী কায়েম আছে, যাদের কারণে তোমাদেরকে বৃষ্টি দেয়া হয়, যাদের কারণে তোমাদেরকে সাহায্য করা হয়। কাতাদাহ বলেছেন, আমি আশা করি হাসান তাঁদের মধ্যে একজন।

তাবারানী উমার সুত্রে এবং বাজ্জার আম্বাসা আল-খাওয়াস সুত্রে বর্ণনা করেছেন, উভয় আমার কাছে অপরিচিত। অন্য সব সহীহ বুখারীর রাবী। "[12]

সুতরাং সর্বনিম্ন এই হাদিসটি হবে দূর্বল, যা দিয়ে কোন আকীদা সাব্যস্ত হয় না।

প্লাস ফাজিলজীর দাবি এবং এই হাদিসের বর্ণনা এক নয়ঃ

1. ফাজিলজীর দাবিতে জমিন ও আসমান উভয়ের কথা আছে। হাদিসে শুধু জমিনের কথা আছে।
2. ফাজিলজীর দাবিতে গাউসের কথা আছে। হাদিসে এমন কথা নেই, আছে ৩০ জনের কথা। এই ৩০ জন গাউস হবেন তার প্রমাণ কি? ভিন্ন শব্দে অন্যান্য হাদিসে আছে তাঁরা হবেন আবদাল। দুটি গুণের কারণে আল্লাহ তাদেরকে এই মর্যাদা দিবেন।
3. ফাজিলজীর দাবি জমিন ও আসমান বহাল থাকতে পারে না, গাউস ছাড়া। হাদিসে এমন কথা নেই। হাদিসে আছে তাঁদের উসিলায় জমিন টিকে আছে। তারা ছাড়া জমিন টিকবে না এই কথা নেই। একটি উপমা দেয়া যাক। ছেলের কারণে লোকটি টিকে আছে তার মানে কি এই যে, ছেলে না থাকলে লোকটির অস্তিত্ব থাকবে না, বা ছেলে না থাকলে বাপের অস্তিত্ব থাকবে না। কত পিতা আছে তার কোন ছেলেই নেই।
4. بهم تقوم الأرض এবং لا تقوم الأرض إلا بهم এক কথা নয়। যদিও ফাজিলজীর দাবি لا تقوم الأرض والسماء إلا بالغوث ।

[12] মাজমাউজ্জাওয়াইদ, হাদিস ১৬৬৭৩

কারণ তখন জমিন ও আসমান সৃষ্টি করার আগে গাউস সৃষ্টি করা লাজিম হয়ে যায়।

অন্য আরেকটি হাদিস দেখি। ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেন,

عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ :لَمَّا فُتِحَتْ مِصْرُ، سَبُّوا أَهْلَ الشَّامِ، فَأَخْرَجَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ رَأْسَهُ مِنْ تُرْسٍ ثُمَّ قَالَ :يَا أَهْلَ مِصْرَ أَنَا عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ، لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : فِيهِمُ الْأَبْدَالُ، وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ

শাহর ইবনে হাউশাব থেকে, তিনি বলেন যখন মিশর বিজয় হল, শামবাসীদেরকে তারা গালি দিল, তখন আউফ বিন মালিক তাঁর মাথা বের করে বললেন, হে মিশরবাসী! আমি আউফ বিন মালিক, শামবাসীদেরকে গালি দিওনা, আমি রাসূলুল্ললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তাঁদের মধ্যে রয়েছে আবদাল, তাঁদের উসিলায় তোমাদেরকে সাহায্য করা হয়, তাঁদের উসিলায় তোমাদেরকে রিজেক দেয়া হয়। [13]

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ، وَوَثَّقَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، وَشَهْرٌ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ[14].

আরেকটি হাদিস দেখি,

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَا يَزَالُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ إِبْرَاهِيمَ، يَدْفَعُ اللهُ بِهِمْ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، يُقَالُ لَهُمُ الْأَبْدَالُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوهَا بِصَلَاةٍ وَلَا بِصَوْمٍ وَلَا

---

[13] তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর, খঃ ১৮, পৃঃ ৬৫, হাদিস ১২০

[14] মাজমাউজ্জাওয়াইদ, হাদিস ১৬৬৭৬

صَدَقَةٍ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ، فَبِمَ أَدْرَكُوهَا؟ قَالَ :ﷺ بِالسَّخَاءِ وَالنَّصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ

ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সব সময় ৪০ জন লোক থাকবে, তাঁদের অন্তর ইব্রাহীম এর অন্তরের মত, তাঁদের উসিলায় আল্লাহ পৃথিবীবাসীকে রক্ষা করেন, তাদেরকে আবদাল বলা হয়। রাসূলুল্ললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তারা এই মর্যাদা সালাত, সাওম এবং সাদাকার মাধ্যমে লাভ করেনি, তাঁরা বললেন, তাহলে কোন কারণে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বদান্যতা এবং মুসলমানদের মঙ্গলকামীতার কারণে। [15]

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ثَابِتِ بْنِ عَيَّاشٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْكَلْبِيِّ، وَكِلَاهُمَا لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. [16]

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " :لَنْ تَخْلُوَ الْأَرْضُ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِثْلَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، فَبِهِمْ تُسْقَوْنَ، وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، مَا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ آخَرَ. "

قَالَ سَعِيدٌ :وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: لَسْنَا نَشُكُّ أَنَّ الْحَسَنَ مِنْهُمْ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ [17]

আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পৃথিবীতে সব সময় ৪০ জন অবস্থান করেন যারা রাহমানের খলীলের মত, তাদের উসিলায় তোমাদেরকে বৃষ্টি দেয়া হয়, তাদের উসিলায়

---

[15] তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর খঃ ১০, পৃঃ ১৮১, হাদিস ১০৩৯০

[16] মাজমাউজ্জাওয়াইদ, হাদিস ১৬৬৭৫

[17] মাজমাউজ্জাওয়াইদ, হাদিস ১৬৬৭৪

তোমাদেরকে সাহায্য করা হয়, তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে আল্লাহ তার স্থলে অন্যজনকে নিয়ে আসেন।

সাঈদ বলেন, কাতাদাহ বলেছেন, হাসান (বাসরী) তাদের মধ্যে একজন এ ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না।

তাবারানী হাদিসটি আওসাতে বর্ণনা করেছেন, সনদ উত্তম।

এইসব হাদিসের মর্ম কি, যদি হাদিসগুলি প্রমাণিত হয়?

এইসব হাদিসের মর্ম হচ্ছে ওদের কিসমতে তোমাদেরকে দয়া করা হয়। যেমন একটি হাদীসে আছে,

وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا [18]

---

[18] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا . وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ . وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ . وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ " .

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেনঃ হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকেদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। যখন কোন জাতি ওযন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, শাসকের তরফ থেকে অত্যাচার কঠিন বিপদ-মুসীবত এবং যখন যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুস্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো

চতুষ্পদ প্রাণী না হলে তাদেরকে বৃষ্টি দেয়া হতো না।[19]

এখন ফাজিলেরা কি বলবেন

بغیر بہائم کے زمیں و آسمان قائم نہیں رہ سکتے

চতুষ্পদ প্রাণী ছাড়া জমিন ও আসমান কায়েম থাকতে পারে না!!!

ফাজিলে বেরলভী সমাচার – ২ক (১.২)

নবুওত খতম না হলে সাইয়িদুনা জিলানী নবী হতেন

৮ অক্টোবর ২০১৯

ফাজিলজীর কথাঃ নবুওত খতম না হলে সাইয়িদুনা জিলানী নবী হতেন এই কথাটি শুদ্ধ যেহেতু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বেলায় হাদিস আছে,

لو كان بعدي نبيا لكان عمر

আমাদের কথাঃ সাইয়িদুনা জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বেলায় এমন কথা বলা সহীহ নয়, যেহেতু তাঁর কথা হাদীসে আসেনি। উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কথা হাদীসে আছে, তাই উনার ব্যাপারে বলা শুদ্ধ। উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে হাদীসে আছে, এর উপর কিয়াস করে সম্মানিত অন্য কারো ব্যাপারে এই কথা বলাকে শুদ্ধ

বৃষ্টিপাত হতো না। যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাশীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়। যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন।

[19] সুনান ইবনে মাজাহ ৪০১৯ সহীহ

মনে করা জেহালত। আসলে অবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে ফাজিলীরা একসময় উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে হাদীসের উপর ভিত্তি করে তাদের হযরতের ব্যাপারে বলবে, নবুওত খতম না হলে তাদের ফাজিলজী নবী হতেন। অলরেডি তারা কাছাকাছি এসে গিয়েছেন।

1. একজন বলেছেন, উম্মতের মধ্যে ফাজিলজীর তুলনার কেউ নেই। নাউজুবিল্লাহ।
2. আরেকজন বলেছেন, ফাজিলজীর আগের কয়েক শতাব্দী পরের কয়েক শতাব্দীর মধ্যে উনার তুলনার কেউ নেই। নাউজুবিল্লাহ।
3. সাইয়িদুনা মুঈনুদ্দীন চিশতী শুধু মুসলমান বানিয়েছেন, অমুক শুধু এই কাজ করেছেন, তমুক শুধু ঐ কাজ করছেন, আর তারা যা পারেননি সব একত্রে করেছেন ফাজিলজী।
4. আরেকজন বলেছেন, আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, খালিদ বিন ওয়ালীদ প্রমুখ সাহাবীদের বিশেষ বিশেষ সব গুণ একত্রে একমাত্র তাদের ফাজিলজীর মধ্যে আছে। নাউজুবিল্লাহ।
5. আরো বলেছেন, তাদের ফাজিলজীর সমালোচনা করলে কালেমা পড়ে মুসলমান হতে হবে। নাউজুবিল্লাহ।
6. আরেকজন বলেছেন, ফাজিলজী শুধু কলম হাতে ধরেছেন, ফাজিলজীর কিতাব লিখে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নাউজুবিল্লাহ।
7. আরেকজন বলেছেন, কুরআন সুযোগের আপেক্ষায় ছিল কখন ফাজিলজীর সিনায় ঢুকবে। অবশেষে সুযোগ আসল, এক রামাদ্বান মাসে। নাউজুবিল্লাহ।
8. তাদের বহু কিতাবে দাবি করা হয়েছে, তাদের ফাজিলজীর জবানে কলমে বিন্দু পরিমাণ ভুল হওয়া অসম্ভব, যদিও নবীদের কিছু ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়। নাউজুবিল্লাহ।

9. ফাজিলজী নিজে দাবি করেছেন দ্বিতীয়বার হজ্জের সফরে আল্লাহর রাসূল তার মেহমানদারি করেছেন। কেমন মেহমানদারি বুঝাতে গিয়ে তিনি মাজারে দাসী মান্নতের কাহিনী নিয়ে এসেছেন, হে অমুক দেরী করছো কেন, নিয়ে যাও খাহেশ পুরণ করো। তাদের ধর্মে মাজারে দাসী মান্নতও আছে!! বেদুরুস্ত ওরসে তাদের আসক্তির কারণ হয়তো এখানে লুকিয়ে আছে। পিতা মালফুজাতের নামে খাহেশ পুরণে মাজার থেকে নারী সাপ্লাইর কাহিনী ডেলিভারী দিচ্ছেন আর ছেলে তা লিপিবদ্ধ করছেন!! নাউজুবিল্লাহ। অবশ্য এই বিষয় মামুলী, যৌন উত্তেজনায় শ্বাশুড়ির পাজামায় হাত দিয়ে শাশুড়ির শরীরের উত্তাপ অনুভুত না হলে সমস্যা নাই!! শ্বাশুড়ির গায়ে হাত দেয়ার মাসআলায় ফাজিলী শালাফী ভাই ভাই!
10. আরেকজন দাবি করেছেন, ফাজিলজী সরাসরি রাহমানের ছাত্র। নাউজুবিল্লাহ
11. ১৫০০ – ১৮০০ কিতাব লিখেছেন ফাজিলজী। উম্মতের মধ্যে এই কাজ আর কেউ পারেননি। ফাজিলজীর কিতাবের সংখ্যা নিয়ে একেকজনের বক্তব্য একেক ধরনের পাওয়া যায়।
12. চার বছর বয়সে পাজামা ছিলো না পরনে, মহিলাদের দেখে পাঞ্জাবী দিয়ে মুখ ঢাকতে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন লজ্জাস্থান। মৌলবি উবাইদুল হক নঈমীর ভাষায় হযরত কারামত দেখিয়েছেন!
13. **এখন কোনটা বাকী?** ফাজিলজী তো পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। সমাচারের ধাক্কায় ব্রেইক না মারলে এতদিনে তারা হয়তো বলেই ফেলতেন, নবুওত খতম না হলে ফাজিলজী নবী হতেন। আর দলীল? উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে নবীজীর হাদিস।

সমাচার ২খ (২.২)

ওয়াহাবীর সাথে বাহাস করলে তরক হবে বড় ফরজ!! ঈমান কি রইল মৌলবীদ্বয়ের?

১০ অক্টোবর ২০১৯

শুহাদায়ে কারবালা মাহফিল কেন আজ কলংকিত?

মৌলভী আশরাফুজ্জামান, ঘোষণা দিলেন ভারত উপমহাদেশে ওয়াহাবীবাদের আমদানীকারক সাইয়িদ আহমাদ (শহীদ রাহিমাহুল্লাহ)। ১ কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ দিয়ে বাহাসে বসার আহবান করলেন। বললেন, চট্রগ্রামে আসুন মেহমানদারী করবো, আহলান সাহলান জানাবো।

অথচ ফাজিলজীর কিতাবে ওয়াহাবীদের সাথে বাহাসে বসতে মানা করা হয়েছে।[20] আবার মৃত্যুর আগে ওসিয়তনামায় বলেছেন, তার কিতাবাদিতে যা প্রকাশিত তাই হচ্ছে তার দ্বীন ও মাযহাব এবং উহার উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকা প্রত্যেক ফরজ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। সাইয়িদ আহমাদ শহীদকে যারা শহীদ মানে, উনার নামের শেষ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলে, আবু নাওশাদ নঈমী তাদের মেহমানদারী করা নাজায়েজ বলেছেন।[21]

মৌলভী আশরাফুজ্জামানের ঈমান কি রইল? আশরাফুজ্জামান সাহেবের সাথে সঙ্গ দেয়ার পর ঈমান কি রইল আবু নাওশাদ নঈমীর?

---

[20] মালফুজাতে আলা হযরত, বাংলা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৬

[21] পরিশিষ্টে স্ক্রীনশর্ট দেয়া আছে।

বেরলভিয়্যত একটি স্বতন্ত্র দ্বীনঃ

ওসিয়তনামায় ফাজিলজী বলেন,

“রেজা হুসাইন, হাসানাইন রেজা ও আপনারা সবাই প্রীতি ও ঐক্যতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন। যতটুকু সম্ভব শরীয়তের অনুসরণ পরিত্যাগ করবেন না। আর আমার দ্বীন ও মাযহাব যা আমার কিতাবাদী হতে প্রকাশিত উহার উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকা প্রত্যেক ফরজ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফরজ।“[22]

“আমার দ্বীন” এই কথা নিয়ে আপত্তি উত্থাপিত হলে জবাব দেয়া হয়েছিল “দ্বীনী আল-ইসলাম” হাদিসাংশ দিয়ে। দলীল মিলল না। হাদীসে আছে “দ্বীনী আল-ইসলাম”, ওসিয়তনামায় তো “দ্বীনী আমার কিতাব”!

ফাজিলে বেরলভীর ঈমান কি রইল আবু নাওশাদ নঈমীর ফতোয়ায়?

মৌলভী আবু নাওশাদ নঈমী লিখেন,

“সৈয়দ আহমদ যে কুফুরী করেছে তাতে জররাহ পরিমাণ সন্দেহ নেই।“

অথচ ফাজিলজী সাইয়িদ আহমাদ শহীদকে কাফির বলেননি, বরং বলেছেন, উনাকে বুজুর্গ মানলে কেউ ওয়াহাবী হবে না যদি সে সিরাতের মুস্তাকিমের কুফুরিয়াতকে কুফুরিয়াত স্বীকার করে উনাকে বুজুর্গ মানে। এখন মৌলভী আবু নাওশাদ নঈমীর ফতোয়ায় যার কুফুরীতে জররাহ পরিমাণ সন্দেহ নেই, জেনেশুনে এমন কাউকে কাফির না বলার কারণে ফাজিলজীর ঈমান কি রইল?

---

[22] মুহাম্মাদ শামশুল আলম নঈমী, জীবন ও কারামত, পৃষ্ঠা ১৫৩।
-ওসায়া শরীফ, উর্দু, পৃষ্ঠা ১২

ফাজিলজী সাইয়িদ আহমাদ শহীদকে যদিও কাফির বলেননি, তবে একজন সাইয়িদের শানে গোস্তাখী করার কারণে তাকে জবাবদিহি করতে হবে বলে আমি মনে করি।
মালফুজাতে ফাজিলে বেরলভী দেওবন্দীদেরকে মুরতাদ বলেছেন, আবার তামহীদে ঈমানে বলেছেন তিনি তাদেরকে মুসলমানই মনে করেন। এখন তিনি যদি রুজু না করে থাকেন তাহলে এইসব প্রলাপের পর তার কি ঈমান রইল?
আমি আগেও বলেছি, ফাজিলজীর রুজু মেনে নিলে তাকফীরী মুল্লাদের মুখ কিছুটা কালো হবে তবে জাতি একটি বড় ফিতনা থেকে মুক্তি পাবে। একজন আলেম তার কোন ফতোয়া থেকে রুজু করতেই পারেন। কিন্তু কি আর করার আছে! তাকফীরী মুল্লারা এই কথা মানতে নারাজ। তারা বরং তাদের ফাজিলজী থেকে আরো কয়েক চামচ এগিয়ে!!
তাকফীরের মাসআলাতেও শালাফী ফাজিলী ভাই ভাই
তারা ছাড়া এই বিশ্বজাহানে আর মুসলমান নাই।

যে যত বেশী কাপের ফতোয়া দিতে পারবে সে তত বড় আল্লামা!
মৃত মানুষকে নিয়ে ইতরামি করে জেলে গিয়ে মুচলেকা দিয়ে বের হলে গাজীয়ে মিল্লাত!

মৌলভী আবু নাওশাদ নঈমীর ফতোয়াঃ

“সাফ কথা – যে বা যারা জেনে শুনে সুস্থ মস্তিষ্কে সৈয়দ আহমদ রায় ব্রেলভীকে “শহীদ” মনে করে এবং নামের শেষে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলে ও লিখে তাদের উপর কলেমা, নিকাহ তাজদীদ (সংস্কার) করা আবশ্যক। এদের পিছনে ইক্তিদা জায়েজ নেই। কেউ না জেনে ইক্তিদা করে ফেললে তার উপর ইয়াদা বা পুনরায় আদায় করে নেয়া ওয়াজিব। এ জাতীয় লোকগুলোর সাথে বিয়ে শাদী বৈধ নয়, তাদেরকে তাজীম করা, মেহমানদারী করা জানাযায় উপস্থিত

হওয়া, অসুস্থ অবস্থায় এদের সেবা করা জায়েজ নেই। **(তবে ভোটের সময় তাদের খেদমতে হাজির হয়ে দোয়া চাওয়া যাবে)** একজন কাফেরকে শহীদ মনে করার অর্থ হল, সে তাকে ইমানদার মেনে নিয়েছে। আবার তার জন্য (রহ,) বলে আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত দাবী করেছে। যা শরীয়তের দৃষ্টিতে চরম আপত্তিকর। কারণ

من استخف بجنابه ﷺ فهو كافر ملعون في الدنيا والآخرة

যে ব্যক্তি নবীজী আক্বা আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের শানে কটূক্তি করল, নবীজীকে হেয় প্রতিপন্ন করল সে ব্যক্তি ইহ ও পর উভয় জগতে কাফির ও অভিশপ্ত। সৈয়দ আহমদ যে কুফুরী করেছে তাতে জররাহ পরিমাণ সন্দেহ নেই। অতএব একজন কাফেরকে "শহীদ" উল্লেখ করে মুমিন মনে করা কোন যৌক্তিকতা নেই। "

আমাদের জবাবঃ

সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র কোন লেখনী নেই। সিরাতে মুস্তাকিমের লেখক ইসমাইল দেহলভী। তাকভিয়াতুল ঈমান উনার কিতাব নয়, মাওলানা সাইয়িদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন। মৌলভী ফাজিলে বেরলভী এই দুই কিতাবের লেখক হিসাবে ইসমাইল দেহলভীকেই উল্লেখ করেছেন। এই ২ কিতাবে ৭০ থেকে ৭০ হাজার কুফুরী আছে বলার পরও তিনি তাকে কাফির বলেননি। বুঝা গেল মৌলভী রেযা খানের কাছেও বিষয়গুলি অকাট্য এবং সন্দেহমুক্ত ছিলো না।

এখন মৌলভী আবু নাওশাদদের যদি এই দুই কিতাবের দায় সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'কেই দিতে হয়, ফাজিলজীর মতেই অভিযোগগুলো অকাট্য ও সন্দেহ মুক্ত নয়। অকাট্য ও সন্দেহ মুক্ত না হলে কাউকে কাফির বলা যায় না তাই ইমামু আহলিত্তাকফীর মৌলভী রেযা খান ইসমাইল দেহলভীকে কাফির বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

কিন্তু দয়াল নবীজীর শানে মৌলভী রেযা খানের গোস্তাখীর অভিযোগ অকাট্য ও সন্দেহ মুক্ত। যে কিতাবগুলো থেকে তার গোস্তাখী প্রমাণ করা হয়েছে সে কিতাবগুলো সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত মৌলভী খানের। অভিযোগগুলো সুনির্দিষ্ট। যে কারণে ভারত ও বাংলাদেশের সকল ফাজিল মিলেও "দুই ফাজিলের গোস্তাখী" বইর যথাযথ জবাব এই পর্যন্ত দিতে পারেনি।

সুতরাং এবার মৌলবী আবু নাওশাদ নঈমীর ফতোয়া থেকে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র নাম সরিয়ে সেখানে মৌলভী রেযা খানের নাম বসিয়ে ফতোয়াটির যথাযথ মূল্যায়ন করা যাক। আসুন দেখি কেমন দেখায়ঃ

"সাফ কথা – যে বা যারা জেনে শুনে সুস্থ মস্তিষ্কে মৌলভী রেযা খানকে "সুন্নী" মনে করে এবং নামের শেষে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলে ও লিখে তাদের উপর কলেমা, নিকাহ তাজদীদ (সংস্কার) করা আবশ্যক। এদের পিছনে ইক্তিদা জায়েজ নেই। কেউ না জেনে ইক্তিদা করে ফেললে তার উপর ইয়াদা বা পুনরায় আদায় করে নেয়া ওয়াজিব। এ জাতীয় লোকগুলোর সাথে বিয়ে শাদী বৈধ নয়, তাদেরকে তাজীম করা, মেহমানদারী করা জানাযায় উপস্থিত হওয়া, অসুস্থ অবস্থায় এদের সেবা করা জায়েজ নেই। একজন কাফেরকে "সুন্নী" মনে করার অর্থ হল, সে তাকে ইমানদার মেনে নিয়েছে। আবার তার জন্য (রহ,) বলে আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত দাবী করেছে। যা শরীয়তের দৃষ্টিতে চরম আপত্তিকর। কারণ

من استخف بجنابه ﷺ فهو كافر ملعون في الدنيا والآخرة

যে ব্যক্তি নবীজী আক্বা আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের শানে কটূক্তি করল, নবীজীকে হেয় প্রতিপন্ন করল সে ব্যক্তি ইহ ও পর উভয় জগতে কাফির ও অভিশপ্ত। মৌলভী রেযা খান যে কুফুরী করেছে তাতে জররাহ পরিমাণ সন্দেহ নেই। অতএব একজন কাফেরকে "সুন্নী" উল্লেখ করে মুমিন মনে করা কোন যৌক্তিকতা নেই। "

সমাচার – ২গ (৩.২)

নামাজ না পড়লে কি হল, উনার মাথা সব সময় কাবায়!!

ফাজিলজী বলেনঃ কেউ হুজুর সৈয়দ গাউসুল আজম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে হুজুর সৈয়দি কদিব আলবান মুসিলী কুদ্দিসা সিররুহুর অভিযোগ করেন যে, তাকে কখনো নামাজ পড়তে দেখেন নাই। তিনি বলেন, তাকে কিছু বলোনা, তার মস্তক সর্বদা কাবা ঘরে সিজদারত। [23]

ফাজিল বিভিন্ন ওয়াইজ পেয়েছি, ওয়াজ করে কিন্তু নামাজ পড়ে না। ফাটাফাটি ওয়াজে ওয়াইজের সোফা আহত, কিন্তু ফজরের সময় ওয়াইজ ঘুমে। ৮/৯টায় ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করে বিদায়। মনে হয় তাদের মাথাও সব সময় কাবা ঘরে সিজদারত!!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হল, কাবা ঘরে সব সময় মাথা রাখার মর্যাদা রাসূলের হাসিল হলো না, হয় কিছু পীর ও মুরীদের!!

যুদ্ধের ময়দানে আহত হয়েও সালাত আদায় করেছেন, কারবালায় জোহরের সালাত ইমাম হয়ে জামাতের সাথে আদায় করেছেন ইমাম সাইয়িদুনা হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আগে মাথাগুলি কাবায় পাঠিয়ে দেয়ার সুযোগ তাদের হল না।

অবশ্য জনৈক ফাজিলী বলেছেন, ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নামাজ পড়ার অভিনয় করেছিলেন, নামাজ পড়েননি, কারণ তার অজু ছিল না! শালাফী বলেছিল, হাসাইন হুসাইনকে ইমাম বলবেন না। অজু ছাড়া নামাজের অভিনয়ের বানোয়াট কাহিনী শালাফী বানাতে পারেনি, বানালো ফাজিলী।

---

[23] মালফুজাতে আলা হযরত, বাংলা, পৃঃ ১৮৪ - ১৮৫

সমাচার – ২ঘ (৪.২)

শুরু হয়েছে শুদ্ধি অভিযান

আমরা লক্ষ্য করছি কিছু কিছু শুদ্ধি অভিযান শুরু হয়েছে। রাঈ কে বানানো হয়েছে দাঈ। বিষয়টি অবশ্যই পজিটিভ। যদিও ঐ লাইনের শেষ মাথায় এখনো রয়েছে আসল অভিযোগটি। তবে কিতাবে কোন চ্যাঞ্জ আনার সময় নোট দিলে ভালো হয়। কিছু কিছু বক্তা শুধরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছেন। জাযাহুমুল্লাহু খাইরান।

সমাচার – ২ঙ (৫.২)

ওয়াহাবী দেওবন্দীরাও মুরতাদঃ হায়ওয়ানের সাথে মানুষের বিয়ে!!

ফাজিলজীর ঐতিহাসিক ফতোয়া, ওয়াহাবী দেওবন্দীরা মুরতাদ। ইনসান হাইওয়ান কারো সাথে তাদের বিয়ে শাদী জায়েজ নাই। বিয়ে হলে সন্তানাদি হলে ওরা জারজ হবে। [24]

ফাজিলজী বলেনঃ

ایسے ہی وہابی، قادیانی ودیو بندی، نیچری، چکڑالوی جملہ (یعنی سب) مرتدین ہیں کہ ان کے مرد یا عورت کا تمام جہان میں جس سے نکاح ہوگا مسلم ہو یا کافر اصلی یا مرتد، انسان ہو یا حیوان محض باطل اور زنائے خالص ہوگا اور اولاد ولد الزنا[25]

অনুরূপ ওয়াহাবী, কাদিয়ানী, দেওবন্দী, প্রকৃতি পুজারী সবাই মুরতাদ (ধর্ম ত্যাগী) ইত্যাদির নারী ও পুরুষদের সাথে বিবাহ হতে পারে না, এদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া স্পষ্ট ব্যভিচার[26]

---

[24] মালফুজাতে আলা হযরত

[25] ملفوظات اعلی حضرت • حصہ دوم • ص ۳۰۱ مکتبہ المدینہ دعوت اسلامی

[26] মালফুজাতে আলা হযরত, বাংলা, পৃঃ ২০২

বাংলা অনুবাদে খেয়ানতঃ বাংলা অনুবাদে ফাজিলেরা খেয়ানত করেছেন। হয়তো বুঝতে পেরেছেন ফতোয়াটা বেশী বেখাপ্পা হয়ে গিয়েছে তাই কয়েকটি কথা তারা বাদ দিয়েছেন। উর্দুতে আছেঃ

جس سے نکاح ہوگا مسلم ہو یا کافر اصلی یا مرتد ، انسان ہو یا حیوان محض باطل

ওদের বিবাহ পুরা জাহানে মুসলিম হোক কিংবা কাফের, আসলি হোক অথবা মুরতাদ, ইনসান হোক অথবা হায়ওয়ান যার সাথেই বিবাহ হোক বাতিল বলে গণ্য হবে।

এই ফতোয়াকে সামনে রেখে আমাদের কথা হচ্ছেঃ ফাজিলদের যারা দেওবন্দীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তাদের বিবাহ হালাল করার একমাত্র পথ হচ্ছে তারা হায়ওয়ান থেকে নিকৃষ্ট بَلْ هُمْ أَضَلُّ নতুবা তাদের বিবাহ বৈধ হওয়ার কোন পথ আমরা দেখছিনা।

ফাজিলে বেরলভী সমাচার - ৩

মাজার থেকে বলা হল মেয়েটাকে রুমে নিয়ে খাহেশ পুরণ করো।

১০ অক্টোবর ২০১৯

মালফুজাতে আলা হযরতঃ

সংকলক : দ্বিতীয়বারের উপস্থিতিতে যে সব পুরস্কার মহানবী থেকে পেয়েছেন তা উল্লেখ করতঃ **ইরশাদ করেন,** তিনি স্বয়ং নিজের অতিথিদের মেহমানদারী করেন । হুযুর তো হুযুর হুযুরের উম্মতের আউলিয়াদেরও এই শান। হযরত সৈয়্যদি আহমদ বদভী কবির যার খোশরোজ শরীফ মিশরে হয়। মাজার শরীফে তার খোশরোজ শরীফের দিন প্রতি বছর জামাত হয় এবং তার মিলাদ পড়া হয়। ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী কুদ্দিসা সিররুহু আবশ্যকভাবে প্রতি বছর উপস্থিত হতেন। নিজ গ্রন্থেও খুবই প্রশংসা করেছেন। কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী মজলিশের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিন দিন ব্যাপী

মজলিস হত। একদা তাঁর বিলম্ব হয়। তিনি সর্বদা একদিন পূর্বে উপস্থিত হতেন। ঐ বার শেষ দিন পৌঁছেন। যে সব আউলিয়া মাজারে মুরাকাবা রত ছিলেন তারা বলেন, দু'দিন ধরে কোথায় ছিলেন? হযরত মাজার মোবারক থেকে পর্দা তুলে বলছেন, আবদুল ওয়াহাব এসেছে, আবদুল ওয়াহাব এসেছে? তিনি বলেন, হুযুরের আমার আসার অবগতি হয় কী? তাঁরা বলেন, অবগতি কিভাবে? হুযূর তো বলছেন, যতই দুর থেকে কোন মানুষ আমার মাজারে আসার ইচ্ছা করে না কেন আমি তার সঙ্গে হই। তাকে হেফাজত করি। যদি তার এক টুকরো রশি চলে যায় আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। (অতঃপর বলেন) তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল এবং তিনিও তাঁর জন্য নিবেদিত ছিলেন । তাই হযরতের তার প্রতি বিশেষ ভালবাসা ছিল। আল্লাহর কাছে তার সম্মান ও অবস্থান কী রূপ তাহলে তাকে দেখতে হবে। তার হৃদয়ে আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা কী রূপ, ঐ পরিমাণ তার মর্যাদা ও আল্লাহর কাছে হবে। হযরত সৈয়্যদি আবদুল ওয়াহাব শীর্ষস্থানীয় অলি ছিলেন। হযরত সৈয়্যদি আহমদ বদভী কবির এর মাজার শরীফে অনেক বেশী জমায়েত ও জনজট হতো। উক্ত সমাবেশে আসার পথে এক বণিকের দাসীর উপর দৃষ্টি পড়ল । তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। হাদিসে আছে-

النظرة الأولى لَكَ وَالثَّانِيَةُ عَلَيْكَ.

প্রথম দৃষ্টি ক্ষমা দ্বিতীয় দৃষ্টিতে জবাব দিহিতা আছে।
অর্থাৎ প্রথম দৃষ্টিতে কোন পাপ হবে না। দ্বিতীয় দৃষ্টিতে পাপ হবে। যাক তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন তবে মহিলাটি তার পছন্দনীয় হয় । যখন তিনি মাজারে আসেন এরশাদ করেন, আবদুল ওয়াহাব! ঐ কৃত দাসীটি কি পছন্দীয় হয়েছে? আরজ করি, হ্যাঁ, নিজ শাইখের কাছে কোন কথা গোপন না রাখা উচিৎ। ইরশাদ করেন, ঠিক আছে, আমি উক্ত দাসী তোমাকে দান করেছি। এখন আমি নিরব, দাসী তো বণিকের আর হুযুর দান করেছেন। তৎক্ষণাৎ উক্ত বণিক উপস্থিত হন এবং তিনি দাসীকে মাজার শরীফে মান্নত করে দেন। খাদেমকে

ইশারা করেন, তিনি তাঁকে উৎসর্গ করেন। এরশাদ করেন, আবদুল ওয়াহাব; এখন বিলম্ব কেন? অমুক কক্ষে নিয়ে যাও এবং নিজ প্রবৃত্তি/ প্রয়োজন পূর্ণ কর। [27]

ওরা কতটুকু অন্ধ হয় একটি প্রমাণ দেখুন। সমাচারে কিতাব দেখানো হয়েছে। তারপর একজন অন্ধের মন্তব্যঃ

"এটা তো আলা হযরতের বক্তব্য নয়। এটা সংকলকের বক্তব্য। লেখাই আছে এটা? কেন প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছেন? তথ্য গোপন করে ভুলভাবে উপস্থাপন করছেন? আজব!!!!"

আসলে অন্ধ নয়, অন্ধের অভিনয় করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অপচেষ্টা করেছে মাত্র। দেখুন প্রথম ২ লাইন

"সংকলক : দ্বিতীয়বারের উপস্থিতিতে যে সব পুরস্কার মহানবী থেকে পেয়েছেন তা উল্লেখ করতঃ ইরশাদ করেন, তিনি স্বয়ং নিজের অতিথিদের মেহমানদারী করেন । হুর তো হুযুর হুযুরের উম্মতের আউলিয়াদেরও এই শান। হযরত সৈয়্যদি আহমদ বদভী কবির যার ....."

ইরশাদ কে করেন? সংকলক?

দাসী মান্নতের এই কাহিনীকে হালাল প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হবে। দাস-দাসীকে ইসলাম মুক্ত করেছে, এই প্রথাকে ইসলাম কখনো উৎসাহিত করেনি। যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে আলাদা। আর যে কোন অবস্থায় মাজারে দাসী মান্নতের কোন নজীর ইসলামে নেই। ভণ্ডরা এই পথে তাদের ভণ্ডামীকে হালাল করে নিতে চায়।

দুই ফাজিলের গোস্তাখী বইটি দেখুন

---

[27] মালফুজাতে আলা হযরত, বাংলা, পৃঃ ২৪৪ – ২৪৫

গোস্তাখে রাসূল অনেক বড় আলেম হতে পারে কিন্তু কখনো ইমামে আহলে সুন্নাত হতে পারেনা।

ফাজিলে বেরলভী তার হজ্জের সফরে রাসূলের মেহমানদারীর তুলনা দিতে গিয়ে মাজারে দাসী মান্নত ও দাসীর সাথে যৌনমিলনের একটি রোমান্টিক কাহিনী বর্ণনা করে রাসূলের শানে স্পষ্ট গোস্তাখী করেছেন। দাসী মান্নত ও ভোগের কাহিনী সত্য না মিথ্যা সেটা তো পরের কথা।
আল্লাহর রাসূলের মেহমানদারীর উপমা দেয়ার আর কিছু ছিল না?

দেখুন মালফুজাতে আলা হযরত বাংলা, পৃষ্ঠা ২৪৪ ও ২৪৫।

কি বুঝাতে চেষ্টা করছেন ফাজিলে বেরলভী? তিনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন নবীজীও এইভাবে মেহমানদারি করেন!! ফাজিলে বেরলভীর মত লোকদের জন্য কবর শরীফ থেকে নারী ভোগের ব্যবস্থা করে দেন!!!! নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। লা’নাতুল্লাহি আলাল কাজিবীন।

কেউ কেউ বলেছিলেন যে এটা তো সংকলকের কথা!! ম্যাজিক দেখানোর দিন শেষ। প্রথম ৩ লাইন পড়ুন, ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

ফাজিলে বেরলভী সমাচার – ৪

মুরীদের স্ত্রী সহবাস – পীর হাজির নাজির

১১ অক্টোবর ২০১৯

ফাজিলে বেরলভী বলেনঃ সৈয়্যদি আহমদ সজলমাসির দু'জন স্ত্রী ছিলেন। সৈয়্যদি আবদুল আজিজ দাব্বাগ বলেন, রাতে তুমি এক স্ত্রীর জাগ্রত অবস্থায় অন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছ এটি উচিৎ নয়। আরজ করি, হুযুর, সে ঐ সময় নিদ্রা যাচ্ছিল। তিনি বলেন, নিদ্রিত ছিল না, নিদ্রাবস্থায় জেনে নিয়েছিল। আরজ করি, হুযূর কিভাবে জানলেন? বলেন, যেখানে সে শায়িত ছিল সেখানে অন্য কোন পালংও ছিল? আরজ করি, হ্যাঁ, একটি পালং শূন্য
ছিল। আমি তাতে শায়িত ছিলাম কোন সময় পীর মুরিদ থেকে পৃথক বা দূরে থাকেন না। [28]

মিকয়াসে হানাফিয়্যাত কিতাবে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাও স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় হাজির নাজির থাকেন বলা হয়েছে।[29] পরিশিষ্টে কিতাবের ছবি দেখুন।

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ৫

হযরতের পিতা ও দাদা কি বালাকোটি!!!

অক্টোবর ১২, ২০১৯

হযরতের দাদাঃ মুফতি রেযা আলী খান
জন্মঃ ১৮০৯ মৃত্যুঃ ১৮৬৫

[28] মালফুজাতে আলা হযরত ১৫৩
[29] মিকয়াসে হানাফিয়্যাত, পৃঃ ২৮২

ডঃ মুহাম্মাদ হাসান লিখিত কিতাবের ৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় হযরতের দাদা রিদ্বা আলী খান সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

মুজাহিদে জঙ্গে আযাদী / স্বাধীনতা সংগ্রামের মুজাহিদঃ

ইমামুল উলামা মাওলানা রিদ্বা আলী খান জায়্যিদ আলিমে বা আমল এবং জামানার পরিচিত মুফতি হওয়ার সাথে সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামের জলীলুল কদর মুজাহিদও ছিলেন। তিনি সমস্ত জীবন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতা করেন, তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন মহান রাহনমা ছিলেন, উনার সংগ্রামী মেজাজ এবং কর্মকান্ড ইংরেজ সাম্রাজবাদের রাতের ঘুম এবং দিনের শান্তি হারাম করে দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তারজুমানে আহলে সুন্নত লিখছেঃ

মাওলানা রিদ্বা আলী খান স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন মহান কর্নধার ছিলেন, সমস্ত জীবন ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, তিনি একজন দক্ষ সৈনিকও ছিলেন, লর্ড হোস্টিং উনার নাম শুনলে কাঁপত, বৃটিশ জেনারেল হাডসন উনার মাথার মূল্য ৫০০ রুপি ঘোষণা করেছিল, কিন্তু সারা জীবনে সফল হতে পারেনি। যখন তিনি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন তখন তারা উনাকে বন্দী করতে এসে ২৫টি ঘোড়া চুরি করে নিয়ে যায়, কারণ তিনি তার সমস্ত ঘোড়া মুজাহিদীনদেরকে বিনা মুল্যে দিয়েছিলেন বৃটিশদের আশ্রয়কেন্দ্রে রাতে হামলা করার জন্য।

ইমামুল উলামা নিজেও সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামে শরীক হয়েছেন এবং লেখনী ও বয়ানের মাধ্যমে জনগণ বিশেষ করে মুসলমানদের স্বাধীনতার চেতনাকে জাগ্রত করে তুলেন। ইংরেজ দমনের জন্য বানানো জেহাদ কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন ইমামুল উলামা রিদ্বা আলী খান। উলামায়ে কেরামের জেহাদের ফতোয়ায় জনগণের মধ্যে খুব অনুপ্রেরনা সৃষ্টি হল এবং মুসলমানরা শাহাদাতের জযবায় জেহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ল।

হযরতের পিতাঃ মাওলানা নকী আলী খান

জন্মঃ ১৮৩০ মৃত্যুঃ ১৮৮০

মাওলানা নকী আলী খান সম্পর্কে ডঃ মুহাম্মাদ হাসান তাঁর বইর ৯৪-৯৫ পৃষ্ঠায় লিখেনঃ

মুজাহিদে জঙ্গে আযাদী / স্বাধীনতা সংগ্রামের মুজাহিদ

মাওলানা নকী আলী বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দেশে ইংরেজী হুকুমতের প্রতি মারাত্মক নফরত ছিল। তিনি আমৃত্যু ইংরেজদের বিরোধীতা করেছেন এবং ইংরেজী হুকুমতের জড় উপড়ে ফেলার জন্য হামেশা সচেষ্ট ছিলেন, প্রিয় মাতৃভুমিকে ইংরেজের শোষন ও স্বৈরাচার থেকে আযাদীর জন্য তিনি কলমি ও জবানী জবরদস্ত জেহাদ করেছেন। এই বিষয়ে চন্দা শাহ হুসাইনী লিখেনঃ

মাওলানা রিদ্বা আলী খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইংরেজদের বিরুদ্ধে কলমি ও জবানী জেহাদে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন, মাওলানার ইল্মী দক্ষতা ও প্রখরতায় খুব ভীত ছিল, উনার পুত্র মাওলানা নকী আলী খানও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদে মশগুল ছিলেন, হিন্দুস্তানের উলামায়ে কেরামের মধ্যে মাওলানা নকী আলী খানের অনেক উচু অবস্থান ছিল, ইংরেজদের বিরুদ্ধে উনার অনেক আজিমুশ্বান ত্যাগ রয়েছে।

দেশ থেকে ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করার জন্য উলামায়ে কেরাম একটি কমিটি বানালেন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সক্রিয় জেহাদ শুরু করার জন্য জেহাদ কমিটি জেহাদের ফতোয়া দিলেন, ঐ জেহাদ কমিটিতে ইমামুল উলামা মাওলানা রিদ্বা আলী খান, আল্লামা ফজলে হক খয়েরাবাদী, মুফতী ইনায়েত আহমদ কাকুরভী, মাওলানা নকী আলী খান বেরলভী, মাওলানা শাহ আহমাদুল্লাহ শাহ, মাওলানা সাইয়িদ আহমাদ মাশহাদী বাদায়ুনী বেরলভী, জেনারেল বখত খান প্রমুখ নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাওলানা নকী আলী খান ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য মুজাহিদীনদেরকে উপযুক্ত স্থান সমূহে ঘোড়া পৌঁছে দিতেন, তিনি তাঁর ইংরেজ বিরুধী বক্তব্যে মুসলমানদের মধ্যে জেহাদের জোশ পয়দা করেন, বেরেলীর জেহাদ কামিয়াব হয়, ইংরেজদেরকে মুসলমানরা উপযুক্ত শিক্ষা দেন এবং বেরেলী ছেড়ে যেতে বাধ্য করেন।

বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহিমাহুল্লাহ’র নেতৃত্বঃ

থানা ভবনে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (১৮১৪ – ১৮৯৫) রাহিমাহুল্লাহকে সুন্নীদের নেতা মনোনীত করা হয়। ১৮৫৭ সালের মে মাসে হাজী সাহেবের বাহিনীর সাথে বৃটিশ সেনাদের যুদ্ধ হয়।

ভিন্ন পথে ফাজিলে বেরলভীঃ

আলা হযরত নেটওয়ার্ক থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত ডঃ মুহাম্মাদ হাসানের বই مولانا نقی علی خان رحمہ اللہ علیہ حیات اور علمی وادبی کارنامے থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, ১৮৫৭ সালের বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধ সহ অন্যান্য বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে হযরতের পিতা ও দাদার সক্রিয় ভুমিকা ছিল। ১৮৫৬ সালে জন্ম নেয়া ফাজিলে বেরলভী বড় হয়েই পিতা ও দাদার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন, বৃটিশ বিরোধী জেহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, তিনি বরং কাদিয়ানী ও মূলধারা সালাফীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৮৮০ সালে তার পিতার মৃত্যুর বছর ঐতিহাসিক ইল্মী খেয়ানত করে “ই’লামুল আ’লাম বি আন্না হিন্দুস্থান দারুল ইসলাম” বই লিখে বৃটিশ ভারতকে দারুল ইসলাম বলে ঘোষণা দিলেন।

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ৫ ক

অবস্থান স্পষ্ট করুন

আলা হযরত কনফারেন্স '১৯
আগত উলামায়ে কেরামের প্রতি আহবান
অক্টোবর ১২, ২০১৯

1. কোনটা সঠিকঃ আপনাদের কারো মতে আলা হযরত সাইয়িদ আহমাদ শহীদকে কাফির বলেছেন, কারো মতে বলেননি।
2. যদি তাকে আপনারা কাফির বলেন তাহলে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহর কয়েক কোটি অনুসারীদের ব্যাপারে আপনাদের সুচিন্তিত ফতোয়া কি? তারাও কি কাফির?
3. আপনারা সবাই কি একমত যে, সাইয়িদ আহমাদ শহীদ ওয়াহাবী ছিলেন?
4. সাইয়িদ আহমাদ শহীদ ওয়াহাবী হলে তার অনুসারীরা ওয়াহাবী না সুন্নী?
5. যদি সাইয়িদ আহমাদ শহীদ ওয়াহাবী হোন তাহলে আলা হযরতের ভাষায় ওরা সবাই মুরতাদ, আপনারাও কি একমত?
6. যদি সকলেই ওয়াহাবী হয়, আলা হযরতের ভাষায় মুসলিম অথবা কাফের, আসলী অথবা মুরতাদ, ইনসান অথবা হায়ওয়ান যার সাথেই এদের বিয়ে হোক না কেন, বিয়ে বাতিল, লীলাখেলা যা হবে সব জিনা হবে, সন্তান হলে জারজ হবে। এখন আপনারা বলেন আমরা কি করব? আমরা কি বিয়ে শাদী করবোনা? আমাদের কোন পুরুষ যদি টেম্পরারী

কিছু সুযোগ নিতে চায়, আপনাদের কারো মাজারে কি ব্যবস্থা আছে?

7. আপনারাদের স্ত্রী সহবাসের সময় এই বিশ্বাস নিয়েই কি ঘটনা ঘটান যে, তখন সেখানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনাদের পীর, পীরের পীর, পীরের পীরের পীর সকলেই হাজির নাজির? এই মহা মহা সম্মেলনের মধ্যেই কি আপনারা লীলা খেলা চালিয়ে যান?
8. আপনাদের ফতোয়ায় যারা ওয়াহাবী তাদের কারো কারো কাছে আপনাদের কেউ কেউ মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন, আপনাদের নাতি নাতনি ওরাও কি জারজ?
9. মাওলানা জুবাইর সাহেবকে আপনারা মুরতাদ ফতোয়া দিয়েছেন, উনার মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক, উনার অনুসারী সবাই কি মুরতাদ?
10. আপনারাও কি বিশ্বাস করেন গাউস ছাড়া আসমান জমীন টিকবেনা?
11. আপনারাও কি বিশ্বাস করেন ইয়ারখান নঈমীর মত নবীদের ভুল ত্রুটি হয়ে যায়? আপনাদের উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তাহলে আপনাদের ফতোয়ায় আপনাদেরকে কাফির বলা যাবে না কেন? আর যদি আপনাদের উত্তর হয় "না" তাহলে ইয়ারখান নঈমীকে কাফির ফতোয়া দিচ্ছেন না কেন?
12. আজকের সম্মেলনে আরো কিছু নতুন মুরতাদের একটি ঘোষণা কি দেয়া যায় না?
13. আজকের সম্মেলনে মেহমানদের মধ্যে আমাদের জানামতে কারো কারো সনদে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ সাহেবের অনুসারী বা দেওবন্দী একাধিক উলামায়ে কেরাম আছেন। দেওবন্দীরাও আপনাদের হজরতের কাছে মুরতাদ। মুরতাদের ছাত্র কি মুরতাদ নন যদি ছাত্র ওয়াহাবী উস্তাজকে ইমানদার মনে করেন? মুরতাদ হলে এক মুরতাদকে

মেহমান করার অপরাধে আপনাদেরকে কেন মুরতাদ ফতোয়া দেয়া যাবেনা?

14. আপনারাও কি বিশ্বাস করেন নবুওত খতম না হলে সাইয়িদুনা জিলানী নবী হতেন? যদি বলেন হ্যাঁ, তাইলে আপনারা কি এই কথাও বলবেন নবুওত খতম না হলে আলা হযরত নবী হতেন?
15. কোন পীর যদি কাদিয়ানীদেরকে মুসলমান মনে করেন আপনারা ঐ পীরকে কি বলবেন?
16. আলা হযরত বলেছেন ইসমাইল দেহলভীর ৭০ বা ৭০ হাজার কুফুরী প্রমাণিত অকাট্য দলীলে মুতাওয়াতির সুরতে। অবশেষে তিনি তাকে কাফির ফতোয়া দেননি। অকাট্য দলীলে মুতাওয়াতির সুরতে ৭০ হাজার কুফুরী প্রমাণিত হওয়ার পর কাফির ফতোয়া না দেয়া কি কুফুরী নয়? এই কারণে আলা হযরতকে কেন কাফির ফতোয়া দেয়া যাবেনা?

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ৫ খ
ইসলামী বিশ্বকোষে ফাজিলে বেরলভী

আহমাদ রিদা খান বেরেলবী

আহমাদ রিদা খান বেরেলবী হিযবুল আহনাফ নামক সংগঠনের নেতা এবং সাধারণভাবে বেরেলবী জামাআতের নেতা নামে বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তাঁহার ফেরকা ভারতে ও পাকিস্তানে বেরেলভী ফেরকা এবং বাংলাদেশে রেজবী নামে আখ্যায়িত। তাঁহার

জন্ম ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরিলী শহরে ১২৭২ হি. / ১৪ জুন, ১৮৫৬ খৃ.। পিতার নাম নাকী আলী খান ও পিতামহ রিদা আলী খান। উভয়ে ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী আলিম ছিলেন। মাতা আমন মিয়া, পিতা আহমাদ মিয়া এবং পিতামহ আহমাদ রিদা নাম রাখেন। তিনি নিজে আবদে মুসতাফা নাম ধারণ করেন।

আহমাদ রিদা খান অত্যন্ত শীর্ণদেহী, কৃষ্ণকায় এবং কর্কশভাষী ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হাসনায়ন খান তাহার সম্পর্কে লিখেন প্রথমে তিনি অত্যন্ত গৌরবর্ণের ছিলেন। কঠোর সাধনা তাঁহার গাত্রবর্ণ পরিবর্তিত করিয়া দেয়। তাঁহার চেহারার জৌলুস নষ্ট হইয়া যায় (আলা হযরত বেরেলারী, পৃ. ২০ : হায়াতে আলা হযরত, পৃ. ৩৫ : আল-বেরলভিয়্যাহ পৃ. ১৪)।

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ বাড়ীতেই মির্জা গুলাম আহমাদ কাদিয়ানীর অগ্রজ মির্যা গুলাম কাদির বেগ - এর নিকট এবং তারপর বিভিন্ন ধরনের বিদ্যা পিতা নাকী খানের নিকট অর্জন করেন (সাওয়ানিহ আ'লা হযরত, পৃ ৯৮-৯৯)।

সায়্যিদ আল - রাসূল শাহ - এর নিকট হাদীছ প্রভৃতি শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন ও সনদ গ্রহণ করেন (১২৯৪ হি) (আনওয়ারে রিদা, পৃ. ৩৫৬)। কিন্তু এই সংক্রান্ত তাহার নিজের বর্ণনা হইতেছে, শাবান ১২৮৬/১৮৬৯ সালে তের বৎসর বয়সে আমার কিতাবী শিক্ষা অর্জন সমাপ্ত হয়। ঐদিন আমার উপর নামাযও ফরয হয় এবং আমি শরী'আতের বিধান পালনে মনোযোগী হই।

১২৯৪/১৮৭৮ সালে আপন পিতাসহ তিনি হযরত শাহ আলে রাসূল মাহারবী (মৃ. ১৮৮০ খৃ.) - এর নিকট গমন করিয়া কাদিরিয়া তারীকায় বায়'আত গ্রহণ করেন। পীর সাহেব প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে ইজাযত বা খিলাফত দিয়া দেন। ১২৯৫ হি. প্রথমবার এবং ১৩২০ হি. দ্বিতীয়বার তিনি হজ্জ পালনের সৌভাগ্য অর্জন করেন। আল্লামা খালিদ মাহমুদ তদীয় গ্রন্থ সিরিজ মুতালাআয়ে বেরীলিয়াত এর ১ ম খণ্ডের শুরুতে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়া লিখেন

এবং তাঁহার অনুসারিগণকে তাহা অনুসরণের তাকিদ দেন এইভাবেঃ আমার দীন ও মাযহাব আমার গ্রন্থসমূহে বিধৃত । ইহার উপর কঠোরভাবে কায়েম থাকা অবশ্য কর্তব্য " (ওয়াসায়া শারীফ , পৃ . ৮) । এই দলের চিন্তাধারার মূল বিষয় তিনটিঃ (১) এই দলের অনুসারিগণ ব্যতীত অবশিষ্ট মুসলমানগণ কাফির । (২) ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্থিত প্রতিটি আন্দোলনের বিরোধিতাকরণ (৩) গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত প্রথাদি (রুসম ও রেওয়াজ) শারঈ দলীল দ্বারা সমর্থিত ।
আহমাদ রিদা খানের প্রধান ও প্রথম টার্গেট ছিলেন দেওবন্দী সংগ্রামী আলিমগণ । তিনি কুফরী ফতোয়ার অভিযান সর্বপ্রথম শুরু করেন ১৩১১ হিজরী সালে । তাঁহার সমস্ত ইশতিহার ও পুস্তিকায় লিখেন , নদওয়াতু উলামার সবচেয়ে বড় কুফরী হইতেছে , তাঁহারা ওহাবী ও গায়র মুকাল্লিদগণকেও নিজেদের সহিত মিলিত করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহারা ইসমাঈল শহীদ দেহলাবীকে নিজেদের শ্রেষ্ঠ নেতারূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন । অথচ তিনি অনেক কারণে তাহাদের চেয়েও বড় কাফির তাঁহার সাল্লু সুয়ুফিল হিন্দিয়া , আল - কাওকাবাতুশ শিহাবিয়্যা প্রভৃতি পুস্তকে এই সব বক্তব্য রহিয়াছে (মুহাযারা বর মাওযূ রিদাখানিয়ৎ , পৃ . ১৩) ।
নাদওয়াতুল উলামার বিরুদ্ধে আহমাদ রিদা খানের এই একতরফা ফতোয়া এক দশক পর্যন্ত চলার পর তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেন এবং প্রকাশ করেন তাঁহার প্রথম দেওবন্দ ফাতাওয়া আল মু'তামাদ আল মুসতানাদ। যাজাতে মাওলানা কাসেম নানুতুবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গাহী, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. প্রমুভ দেওবন্দী আলিম সম্পর্কে তিনি লিখিলেন,

یہ ایسے کافر اکفرین جوکوئی ان کے کفر میں شک وشبہ کرے وہ بھی قطعی کافر اور جہنمی ہے۔

"ইহারা এমন চরম কাফির, যে ব্যক্তি তাহাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করিবে সেও নিশ্চিত কাফির ও জাহান্নামী। (ফাতাওয়া রিজভিয়্যা, পৃ. ৯০)

তিনি যাহাদের কুফরী সম্পর্কে ফাতওয়া দিয়াছেন, তাহাদের কয়েক জনের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল:
(১) মাওলানা কাসিম নানুতবী
(২) আল্লামা মুহাদ্দিস রাশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী (র)
(৩) মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)
(৪) শায়খুল হাদীছ খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র)
(৫) শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান
(৬) আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী
তিনি বলেন , যে ব্যক্তি দেওবন্দীদের কাহারও পিছনে নামায আদায় করে সেও মুসলমান নহে " (প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭) ।
" যে ব্যক্তি তাহাদের আকীদা বিশ্বাসে বিশ্বাসী সেও কাফির , মুরতাদ (প্রাগুক্ত, ৬ খ., পৃ. ৪৩, বালিগুন নুর শিরোনামে) ।
যে ব্যক্তি দেওবন্দের প্রশংসা করে বা দেওবন্দীদের আকীদা - বিশ্বাসকে ফাসিদ বলিয়া মানে না , তাহাদেরকে অপছন্দ করে না , তাহাদের ইসলাম হইতে খারিজ হওয়ার জন্য উহাই যথেষ্ট ” (ফাতওয়া রিযবিয়্যা , ৬ খ. পৃ. ১১০)
জীবনে মরণে পর্যন্ত দেওবন্দীদের সহিত মুসলমানদের মত করিয়া উঠাবসা করা, লেনদেন করা, এমনকি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাহাদেরকে খেদমত করার বা খেদমত নেওয়ার সুযোগদানও হারাম । তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকা ওয়াজিব। (প্রাগুক্ত, পৃ ৯৫)
আহমাদ রিদা খান একইরূপ বক্তব্য ও ফাতওয়া দিয়াছেন নাদওয়ার আলিমগণ সম্পর্কে: নদভীরা দাহরিয়্যা (নাস্তিক) , মুরতাদ (তাজাসুবু আহলিস সুল্লাহ , পৃ . ৯০) " নদওয়া মারাত্মক , সাংঘাতিক । তাহাদের সকলেই জাহান্নামী " , মলফুযাত , পৃ . ২০১ ।
আল্লামা ইহসান ইলাহী যাহীর (শহীদ) বলেন , দেওবন্দী , নাদবী , শায়খ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাবের অনুসারীবর্গ এবং সালাফী আহলে হাদিস এই চারি প্রকারের লোকের সকলেই বেরেলভীদের

দৃষ্টিতে ওয়াহহাবী -কাফির । তাঁহাদের সকলের ব্যাপারেই আহমাদ রিদা খান বেরেলবী ও তদীয় অনুসারিগণের ঢালাও মন্তব্য হইতেছে

ان الوهابية وزعمائهم كفرة لوجوه كثيرة ونطقهم بالشهادة ليس بكاف عن الكفر

" ওয়াহহাবীগণ ও তাঁহাদের নেতৃবৃন্দ সকলেই কাফির অসংখ্য কারণে। তাহাদের কলেমা শাহাদাত পাঠ কুফরের পরিপন্থী নহে " (অর্থাৎ কলেমা পাঠেও তাহাদের কুফরী দূর হয় না) । (আল - বেরীলবীয়ুন আকাইদ ও তারীখ , পৃ . ১৯৪ , ইদারাতু তারজুমানিস - সুন্নাহ , লাহোর , ষ্ঠ সং , ১৯৮৪ .। আহমাদ রিদা খানের আল - কাওকাবাতু'শ - শিহাবিয়্যা ফী কুফরিয়্যাতি আবিল ওয়াহাবিয়্যা, পৃ . ১০ - এর বরাতে) ।

ওয়াহহাবিরা মুরতাদ , কাফির , মুনাফিক । তাহারা কলেমা শাহাদত পাঠ করিয়া ইসলামের কথা মুখে প্রকাশ করে মাত্র (দ্র . আহকামে শারীয়াত , পৃ . ১১২ , করাচী) । ওয়াহহাবীরা ইবলীসের চেয়েও অধম , ফাসিদ ও বিভ্রান্ত , কেননা শয়তান মিথ্যা বলে না , কিন্তু উহারা মিথ্যা বলে (ঐ , পৃ . ১১৭)। ওয়াহহাবীদের পিছনে নামায একান্তই বাতিল (দ্র . ফাতওয়া রিদবিদ্যা খ . পূ . ২১৮) ওয়াহাবিরা কাফির ও মুরতাদ । যে ব্যক্তি তাহাদের জানাযা পড়িবে সেও কাফির হইয়া যাইবে (দ্র . মলফুযাত পৃ. ৭৬) ।

আহমাদ রিদা খান বলেন , সর্বাধিক জঘন্য কাফির হইতেছে মাজুসী অর্থাৎ অগ্নি উপাসক পারসিকরা । য়াহুদী - খৃষ্টানদের তুলনায় তাহাদের কুফরী জঘন্যতর , হিন্দুদের কুফরী মজুসীদের চেয়েও অধিক । আর ওয়াহহাবীদের কুফরী হিন্দুদের চেয়েও অধিকতর জঘন্য (আহকামে শারীয়াত , পৃ . ২৩৭) ।

আহলে হাদীছ সম্প্রদায় যেহেতু কোন নির্দিষ্ট ইমামের ইজতিহাদ বা মাযহাবের অনুসরণের পরিবর্তে সরাসরি হাদীছ অনুসরণের পক্ষপাতী – এইজন্য তাহাদের প্রতিও আহমাদ রিদা খান অত্যন্ত খড়গহস্ত ছিলেন । তিনি বলেন , " আহলে হাদীছ মাত্রই কাফির - মুরতাদ" (দামানে বাগ সুবহানুস সাব্বুহ পৃ . ১২৫-২৬) ।

মওলানা আবুল কালাম আযাদ , মৃত্যু ১৯৫৮. (দ্র .) সম্পর্কে রিদা খানের মূল্যায়ন , " তিনি মুরতাদ ছিলেন এবং তাঁহার প্রণীত তাফসীর গ্রন্থ তারজুমানুল কুরআন নাপাক গ্রন্থ ।
আল্লামা স্যার মুহাম্মদ ইকবাল (মৃ . ১৯৩৮) সম্পর্কে বলেন , " ইবলীস মুলহিদ (ধর্মদ্রোহী) দার্শনিক ইকবালের মুখ দিয়া কথা বলে " (তাজানুবু আহলিস সুন্নাহ, পৃ . ৩৪০) । মুহম্মদ আলী জিন্নাহ কাফির ও মুরতাদ। তাঁহার আকীদা -–বিশ্বাস কুফরি।
১০২৩ হি . সালে আহমাদ রিদা খান হারামায়ন শারীফায়নের ' আলিমগণকে দেওবন্দী নাদবী আলিমগণ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য নিয়া তাহাদেরকে রাসূলূল্লাহ (স) -এর প্রতি অশ্রদ্ধাশীল বলিয়া বুঝাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ফাতওয়ার স্বাক্ষর করাইয়া আনিয়াছিলেন । মওলানা হুসায়ন আহমদ মাদানী (র) তখন মদীনা শারীফের মসজিদে হাদীছের দরস নিতেন এবং সেখানে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন । আহমাদ রিদা খানের উচ্চ চাতুর্যের সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি সেখানকার আলিমগণকে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়া বলায় তাঁহারা উহার পাল্টা স্বাক্ষর করিয়া বেরেলবী চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দেন । এইভাবে মওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী আহমাদ রিদা খানের উক্ত ঘৃণ্য চাতুর্যের বিবরণ ও জবাব সম্বলিত আশ - শিহাবুছ ছাকিব আলা রুউসিল মুশতারিকীনাল - কাযিব শিরোনামে বিংশ শতাব্দীর ২০-৩০ - এর দশকেই প্রকাশিত হইয়া দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তোলেন। মোটকথা , কোন মুসলিম আলিম , সমাজ সংস্কারক , শিক্ষাবিদ বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা দল আহমাদ রিদার কুফরী ফাতওয়ার আক্রমণ হইতে রেহাই পান নাই । উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ আলিম মওলানা সায়্যিদ আবদুল হাই লক্ষ্নবী আহমাদ রিদা খান সম্পর্কে যথার্থই লিখিয়াছেন,

كان متشدداً في المسائل الفقهية والكلامية، متوسعاً مسارعاً في التكفير، قد حمل لواء التكفير والتفريق في الديار الهندية في العصر الأخير وتولى كبره وأصبح زعيم هذه الطائفة تنتصر له وتنتسب إليه وتحتج بأقواله، وكان لا يتسامح ولا يسمح بتأويلٍ في كفرِ مَنْ لا

يوافقه على عقيدته وتحقيقه، أو من يرى فيه انحرافاً عن مسلكه ومسلك آبائه، شديد المعارضة، دائم التعقب لكل حركة إصلاحية.

“ তিনি ছিলেন ফিকহী মাসআলা ও ইলমুল কালামে অত্যন্ত চরমপন্থী, কাফির ফাতওয়াদানে উন্মুখ এবং তাড়াহুড়া প্রবণ। শেষ যামানায় ভারতবর্ষে তাকফীর ও বিভেদ সৃষ্টির পতাকা তিনি বহন করেন এবং এই জাতীয় লেখকদের নেতৃত্বে আসীন হন। তিনি এই তাকফীর ও বিভেদ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকেই সমর্থন করতেন, নিজেকে ওদের একজন হিসেবেই পরিচয় দিতেন এবং তাদের কথাকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করতেন। এই ক্ষেত্রে তিনি মোটেই উদার ছিলেন না। কেউ তার মতের বা ব্যাখ্যার সাথে একমত হতে না পারলেই কিংবা তার বা তার বাপ দাদার মাসলাকের সাথে সামান্য বেমিল দেখলেই তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না এবং এই ব্যাপারে কোন তাবীল / ব্যাখ্যা তিনি গ্রহণ করতেন না। প্রতিটা সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেগে থাকাই ছিল তার ব্রত। (নুযহাতুল খাওয়াতির, ৮ খ. পৃ. ৩৯; আল বেরেলিউন, পৃ. ১৫৮।।। জালালাবাদী সাহেবের অনুবাদ আংশিক সংশোধন করা হয়েছে)

((**আইনুল হুদাঃ** আল্লামা সাইয়িদ আব্দুল হাই লকনবী নদভী রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন,

ثم انصرف إلى تكفير علماء ديو بند (أي بعد تكفير علماء لكهنو)، كالإمام محمد قاسم النانوتوي والعلامة رشيد أحمد الكنكوهي والشيخ خليل أحمد السهارنفوري ومولانا أشرف علي التهانوي ومن والاهم، ونسب إليهم عقائد، هم منها برآؤ، ونص على كفرهم وأخذ على ذلك توثيقات علماء الحرمين الذين لا يعرفون الحقيقة، ونشرها في مجموعة سماها حسام الحرمين على منحر أهل الكفر والمين قال فيها من شك في كفرهم وعذابهم فقد كفر

এরপর তিনি দেওবন্দের আলেমদের তাকফিরের দিকে মনোনিবেশ করেন (অর্থাৎ লক্ষ্ণৌর আলেমদের তাকফিরের পরে)। যেমন ইমাম মুহাম্মাদ কাসিম নানুতুভি, আল্লামা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, শায়খ খলিল আহমদ সাহারনপুরী, মাওলানা আশরাফ আলী থানভি, এবং যারা তাদের সমর্থন করেছেন, তাদের সবাই। তিনি তাদের উপর এমন আকীদা আরোপ করেছেন, যা থেকে তারা মুক্ত ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে তিনি লিখিতভাবে কুফরি ফতোয়া দিয়ে এর পক্ষে হারামাইনের আলিমদের সমর্থন নিয়েছেন। হারামাইনের আলিমরা প্রকৃত অবস্থা জানতেন না। এই ফাতওয়া তিনি হুসামুল হারামাইন আলা মানহারি আহলিল কুফরি ওয়াল মাইন নামে একটি সংকলন হিসাবে প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি বলেন, যে তাদের কুফর এবং আজাব সম্পর্কে সন্দেহ করবে সেও কুফরি করল।

وكان يعتقد بأن رسول الله ﷺ كان يعلم الغيب علماً كلياً، فكان يعلم منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة بل إلى الدخول في الجنة والنار جميع الكليات والجزئيات، لا تشذ عن علمه شاذة، ولا تخرج من إحاطته ذرة، وكان يعبر عنه بقوله علم ما كان وما يكون

তাঁর আকীদা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানেন, সম্পুর্ণরুপে। তিনি সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এমনকি জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত আংশিক এবং সামগ্রিক সমস্ত জ্ঞান রাখেন। কোনো কিছুই তার জ্ঞান থেকে ছুটে যায় না, একটি পরমাণুও তাঁর জ্ঞানের আওতামুক্ত নয়। এই বিষয়টি বুঝাতে তিনি বলতেন, "ইলমু মা কানা ওয়া মা য়াকূনু" অর্থাত অতীত ও ভবিষ্যতের ইলম।

كان قوي الجدل، شديد المعارضة، شديد الإعجاب بنفسه وعلمه، قليل الاعتراف بمعاصريه ومخالفيه، شديد العناد والتمسك برأيه،

তিনি ঝগড়ায় খুব শক্তিশালী (অতিরিক্ত ঝগড়াটে), বিরোধিতায় খুব কঠোর ছিলেন। নিজেকে নিয়ে এবং নিজের জ্ঞান নিয়ে অত্যন্ত আত্মমুগ্ধ ছিলেন। তার সমসাময়িক আলেম-উলামা এবং

বিরোধীদের সামান্যই স্বীকৃতি দিতেন। অত্যন্ত একগুঁয়ে এবং নিজ রায়কে সকল রায়ের উপর কঠোর ভাবে প্রাধান্য দিতেন।

قليل البضاعة في الحديث والتفسير، يغلو كثير من الناس في شأنه فيعتقدون أنه كان مجدداً للمائة الرابعة عشر

হাদিস এবং তাফসিরের ক্ষেত্রে তার ব্যুৎপত্তি ছিল সামান্যই। অনেকেই তার মর্যাদা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, তাকে চতুর্দশ শতকের মুজাদ্দিদ মনে করে। .[30]))

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র দরদ ছিল না। খাঁটি ইসলাম প্রতিষ্ঠাও তাহার লক্ষ্য ছিল না। ভারতের মুসলিমগণের দুরবস্থা তাঁহার অন্তরে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে নাই। তিনি তাহার তথাকথিত ইশকে রাসূল - এর দাবি সম্বলিত কবিতা চর্চা, জশনে জুলুস, ফাতিহাখানী ইত্যাকার ছোটখাট ব্যাপার লইয়া ব্যাস্ত থাকিতেন। এইগুলিই ছিল তাঁহার ইসলাম সেবার নমুনা। ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি তাহার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল না বা এই ব্যাপারে তাঁহার কোন কর্মসূচীও ছিল না । বরং এইগুলি লইয়া যাহারা মাথা ঘামাইয়াছেন, তাহাদের বিরোধিতা করিয়াই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে।

....

[30]عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي (ت ١٣٤١هـ)، **الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى بـ (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر)**، الجزء الثامن يتضمن تراجم علماء الهند وأعيانها في القرن الرابع عشر الطبقة الرابعة عشرة في أعيان القرن الرابع عشر، ص 1180 – 1180، دار النشر: دار ابن حزم – بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ، ١٩٩٩م عدد الأجزاء: ٨

১৩৪০ হিজরীর ২৫ সফর তারিখে (১৯২১ খৃ.) ৬৮ বৎসর বয়সে আহমাদ রিদা খান ফুসফুসের ঝিল্লীর প্রদাহ জনিত ব্যথায় মারা যান ।

গ্রন্থপঞ্জী: বরাত নিবন্ধ গর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে । **লেখক:** আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী [31]

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ৬

আম্মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার শানে গোস্তাখী

১৩ অক্টোবর ২০১৯

হাদাইকে বখশিশ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬ -৩৭, ফাজিলে বেরলভী আম্মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার শানে একটি কবিতা লিখেন। এই কবিতায় আম্মাজানের শারীরিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে মারাত্মক গোস্তাখী করেন। এই বিষয়ে দুই ফাজিলের গোস্তাখী বইতে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। ৩৭ পৃষ্ঠায় মারাত্মক আপত্তিজনক দুটি লাইন হলঃ

تنگ و چست انکا لباس اور وہ جوبن کا ابھار

مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لیکر

یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن مرے دل کی صورت

کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بروں سینہ وبر

ফাজিলজী আম্মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার শারিরীক সৌন্দর্য এবং গায়ের কাপড়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেন ‘‘তং ও চুস্ত উনকা লিবাস’’ অর্থাত উনার পোশাক ছিল টাইটফিট। এরপর আম্মার কোমর ও

---

[31] ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ৩, পৃ. ৫৭২-৫৭৭

উন্নত বুকের বর্ণনা দিয়ে যৌবনের মুখরোচক শব্দে আম্মাজানকে চিত্রায়িত করেন। নাউজুবিল্লাহ।

তাদের কেউ কেউ স্বীকার করেন না যে, হাদাইকে বখশিশ ৩য় খণ্ড আছে। যেমন সিরাজনগরী চাপাবাজ মুরব্বি সাহেব। উনি হয়তো মনে করেন উনার কাছে যে কিতাব নেই সে কিতাবের অস্তিত্বই নেই। এই শ্রেণীর বুজুর্গদের গালে একটি সজোরে চপেটাঘাত হচ্ছে "ফায়সালায়ে মুকাদ্দাসাহ" উর্দু কিতাব। যে কিতাবটি লেখাই হয়েছে এই বিষয়টি খুলাসা করার জন্য। লেখক তাদেরই একজন। বইর ছবি দেখুন পরিশিষ্টে।

হাদাইকে বখশিশ ৩য় খণ্ড হযরতজীর মৃত্যুর ২ বছর পর অর্থ্যাৎ ১৯২৩ সালে ছাপা করেন মাওলানা মাহবুব আলী খান। ১৯৫৫ সালে জনৈক দেওবন্দী আলেম কাজিম আলী সাহেব আপত্তি তোলার আগ পর্যন্ত ৩২ বছর বেরলভীদের কাছে এই বইটি ছিল, তাদের কাছে বিষয়টি আপত্তিকর বলে বিবেচিত হয়নি!!!

"ফায়সালায়ে মুকাদ্দাসা"র ফায়সালা হল এই দুই লাইনের লেখক স্বয়ং ফাজিলে বেরলভী, তবে ভুলবশতঃ স্থানান্তর হয়ে গিয়েছে। এই দুই লাইন বুখারী ও মুসলিমে হাদিসে উম্মে জার' সম্পর্কিত। আম্মা আয়েশার মানকাবাতে এই দুই লাইন ভুলে ছাপা হয়ে গিয়েছে। স্পষ্ট মিথ্যাচার। কারণ হাদিসে উম্মে জার' এ ১১জন মহিলার কেউ কেউ তাদের স্বামীদের বর্ণনা দিয়েছেন, তাদের নিজেদের শারিরীক বর্ণনা কেউ দেননি। আসুন দেখি প্রথমে হাদিসটি -

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا. قَالَتِ الأُولَى زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ، غَثٌّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ، لاَ سَهْلٍ فَيُرْتَقَى، وَلاَ سَمِينٍ فَيُنْتَقَلُ. قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِي لاَ أَبُثُّ خَبَرَهُ، إِنِّي

أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ. قَالَتِ الثَّالِثَةُ زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ. قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لاَ حَرٌّ، وَلاَ قُرٌّ، وَلاَ مَخَافَةَ، وَلاَ سَآمَةَ. قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلاَ يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ، قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلاًّ لَكِ. قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ. قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ. قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيلاَتُ الْمَسَارِحِ، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ. قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ فَمَا أَبُو زَرْعٍ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلاَ أُقَبَّحُ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ، أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ، ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ، بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا، جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ لاَ تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلاَ تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَلاَ تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا، قَالَتْ خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا وَأَخَذَ خَطِّيًّا وَأَرَاحَ

عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا وَقَالَ كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ. قَالَتْ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَىْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ ". [32]

'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ১১ জন মহিলা এক স্থানে একত্রিত বসল এবং সকলে মিলে এ কথার ওপর একমত হল যে, তারা নিজেদের স্বামীর ব্যাপারে কোন কিছুই গোপন রাখবে না।

প্রথম মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে অত্যন্ত হাল্কা-পাতলা দুর্বল উটের গোশতের মত যেন কোন পর্বতের চুড়ায় রাখা হয়েছে এবং সেখানে উঠা সহজ কাজ নয় এবং গোশতের মধ্যে এত চর্বিও নেই, যে কারণে সেখানে উঠার জন্য কেউ কষ্ট স্বীকার করবে।

দ্বিতীয় জন বলল, আমি আমার স্বামী সম্পর্কে কিছু বলব না, কারণ আমি ভয় করছি যে, তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেষ করা যাবে না। কেননা, যদি আমি তার সম্পর্কে বলতে যাই, তা হলে আমাকে তার সকল দুর্বলতা এবং মন্দ দিকগুলো সম্পর্কেও বলতে হবে।

তৃতীয় মহিলা বলল, আমার স্বামী একজন দীর্ঘদেহী ব্যক্তি। আমি যদি তার বর্ণনা দেই (আর সে যদি তা শোনে) তাহলে সে আমাকে তালাক দিবে। আর যদি আমি কিছু না বলি, তাহলে সে আমাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখবে। অর্থাৎ তালাকও দেবে না, স্ত্রীর মত ব্যবহারও করবে না। চতুর্থ মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে তিহামার রাতের মত মাঝামাঝি- অতি গরমও না, অতি ঠান্ডাও না, আর আমি তাকে ভয়ও করি না, আবার তার প্রতি অসন্তুষ্টও নই।

পঞ্চম মহিলা বলল, যখন আমার স্বামী ঘরে ঢুকে তখন চিতা বাঘের মত থাকে। যখন বাইরে যায় তখন সিংহের মত তার স্বভাব থাকে এবং ঘরের কোন কাজের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলে না।

---

[32] صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ ، حديث 5189

৬ষ্ঠ মহিলা বলল, আমার স্বামী যখন খেতে বসে, তখন সব খেয়ে ফেলে। যখন পান করে, তখন সব শেষ করে। যখন নিদ্রা যায়, তখন একাই চাদর বা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। এমনকি হাত বের করেও আমার খবর নেয় না।

সপ্তম মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে পথভ্রষ্ট অথবা দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন এবং চরম বোকা, সব রকমের দোষ তার আছে। সে তোমার মাথায় বা শরীরে অথবা উভয় স্থানে আঘাত করতে পারে।

অষ্টম মহিলা বলল, আমার স্বামীর স্পর্শ হচ্ছে খরগোশের মত এবং তার দেহের সুগন্ধ হচ্ছে যারনাব (এক প্রকার বনফুল)-এর মত।

নবম মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে অতি উচ্চ অট্টালিকার মত এবং তার তরবারি ঝুলিয়ে রাখার জন্য সে চামড়ার লম্বা ফালি পরিধান করে (অর্থাৎ সে দানশীল ও সাহসী)। তার ছাইভষ্ম প্রচুর পরিমাণের (অর্থাৎ প্রচুর মেহমান আছে এবং মেহমানদারীও হয়) এবং মানুষের জন্য তার গৃহ অবারিত। এলাকার জনগণ তার সঙ্গে সহজেই পরামর্শ করতে পারে।

দশম মহিলা বলল, আমার স্বামীর নাম হল মালিক। মালিকের কী প্রশংসা আমি করব। যা প্রশংসা করব সে তার চেয়ে ঊর্ধ্বে। তার অনেক মঙ্গলময় উট আছে, তার অধিকাংশ উটকেই ঘরে রাখা হয় (অর্থাৎ মেহমানদের যবাই করে খাওয়ানোর জন্য) এবং অল্প সংখ্যক মাঠে চরার জন্য রাখা হয়। বাঁশির শব্দ শুনলেই উটগুলো বুঝতে পারে যে, তাদেরকে মেহমানদের জন্য যবাই করা হবে।

একাদশতম মহিলা বলল, আমার স্বামী আবূ যার‘আ। তার কথা আমি কী বলব। সে আমাকে এত অধিক গহনা দিয়েছে যে, আমার কান ভারী হয়ে গেছে, আমার বাজুতে মেদ জমেছে এবং আমি এত সন্তুষ্ট হয়েছি যে, আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি। সে আমাকে এনেছে অত্যন্ত গরীব পরিবার থেকে, যে পরিবার ছিল মাত্র কয়েকটি বকরীর মালিক। সে আমাকে অত্যন্ত ধনী পরিবারে নিয়ে আসে, যেখানে ঘোড়ার হরেষাধ্বনি এবং উটের হাওদার আওয়াজ এবং শস্য

মাড়াইয়ের খসখসানি শব্দ শোনা যায়। সে আমাকে ধন-সম্পদের মধ্যে রেখেছে। আমি যা কিছু বলতাম, সে বিদ্রূপ করত না এবং আমি নিদ্রা যেতাম এবং সকালে দেরী করে উঠতাম এবং যখন আমি পান করতাম, অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে পান করতাম। আর আবূ যার'আর আম্মার কথা কী বলব! তার পাত্র ছিল সর্বদা পরিপূর্ণ এবং তার ঘর ছিল প্রশস্ত। আবূ জার'আর পুত্রের কথা কী বলব! সেও খুব ভাল ছিল। তার শয্যা এত সংকীর্ণ ছিল যে, মনে হত যেন কোষবদ্ধ তরবারি অর্থাৎ সে অত্যন্ত হালকা-পাতলা দেহের অধিকারী। তার খাদ্য হচ্ছে ছাগলের একখানা পা।

আর আবূ যার'আর কন্যা সম্পর্কে বলতে হয় যে, সে কতই না ভাল। সে বাপ-মায়ের সম্পূর্ণ বাধ্য সন্তান। সে অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী, যে কারণে সতীনরা তাকে হিংসা করে। আবূ যার'আর ক্রীতদাসীরও অনেক গুণ। সে আমাদের গোপন কথা কখনো প্রকাশ করত না, সে আমাদের সম্পদকে কমাত না এবং আমাদের বাসস্থানকে আবর্জনা দিয়ে ভরে রাখত না। সে মহিলা আরও বলল, একদিন দুধ দোহন করার সময় আবূ যার'আ বাইরে বেরিয়ে এমন একজন মহিলাকে দেখতে পেল, যার দু'টি পুত্র-সন্তান রয়েছে। ওরা মায়ের স্তন্য নিয়ে চিতা বাঘের মত খেলছিল (দুধ পান করছিল)। সে ঐ মহিলাকে দেখে আকৃষ্ট হল এবং আমাকে তালাক দিয়ে তাকে বিয়ে করল। এরপর আমি এক সম্মানিত ব্যক্তিকে বিয়ে করলাম। সে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ত এবং হাতে বর্শা রাখত। সে আমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকারের গৃহপালিত জন্তু থেকে এক এক জোড়া আমাকে দিয়েছে এবং বলেছে, হে উম্মু যার'আ! তুমি এ সম্পদ থেকে খাও, পরিধান কর এবং উপহার দাও। মহিলা আরও বলল, সে আমাকে যা কিছু দিয়েছে, তা আবূ যার'আর একটি ক্ষুদ্র পাত্রও পূর্ণ করতে পারবে না (অর্থাৎ আবূ যার'আর সম্পদের তুলনায় তা খুবই সামান্য ছিল)। 'আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, ''আবূ যার'আ তার

স্ত্রী উম্মু যার‘আর জন্য যেমন আমিও তোমার প্রতি তেমন (তবে আমি কক্ষনো তোমাকে তালাক দিব না)।[33]

কবিতার দুই লাইনের কোন অস্তিত্ব নাই এই হাদিসে। তাছাড়া “ফায়সালায়ে মুকাদ্দাসা”’র দাবী ঐ দুই লাইন আম্মা আয়েশার শারিরীক সৌন্দর্যের বিষয়ে নয় বরং ঐ ১১জন মহিলার বিষয়ে। আচ্ছা মহিলাদের শারীরিক সৌন্দর্য বিবৃত করে অশ্লীল কবিতা লেখে কোন শ্রেণীর মানুষ? ফাজিলজী কি ঐ শ্রেণীর কেউ?
“ফায়সালায়ে মুকাদ্দাসা’র ফায়সালা কোনভাবেই প্রমাণিত হয়নি। আর হলেও অশ্লীল কবিতা লেখা অসুস্থ মানসিকতার পরিচয়। গোস্তাখী আম্মার শানেই করা হয়েছে আর আম্মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার শানে গোস্তাখী রাসূলের শানে গোস্তাখী।

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ৭
আম্মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার শানে গোস্তাখী
১৪ অক্টোবর ২০১৯
(রিপিট করা হচ্ছে না)

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ৭ ক
তাকফীরীরা দেশ ও জাতির শত্রু

মৌলভী আবু নাওশাদ নঈমীর ফতোয়াঃ
“সাফ কথা – যে বা যারা জেনে শুনে সুস্থ মস্তিষ্কে সৈয়দ আহমদ রায় ব্রেলভীকে “শহীদ” মনে করে এবং নামের শেষে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলে ও লিখে তাদের উপর কলেমা, নিকাহ তাজদীদ

[33] সহিহ বুখারী ৫১৮৯, সহিহ মুসলিম ২৪৪৮

(সংস্কার) করা আবশ্যক। এদের পিছনে ইক্তিদা জায়েজ নেই। কেউ না জেনে ইক্তিদা করে ফেললে তার উপর ইয়াদা বা পুনরায় আদায় করে নেয়া ওয়াজিব। এ জাতীয় লোকগুলোর সাথে বিয়ে শাদী বৈধ নয়, তাদেরকে তাজীম করা, মেহমানদারী করা জানাযায় উপস্থিত হওয়া, অসুস্থ অবস্থায় এদের সেবা করা জায়েজ নেই। **(তবে ভোটের সময় তাদের খেদমতে হাজির হয়ে দোয়া চাওয়া যাবে)** একজন কাফেরকে শহীদ মনে করার অর্থ হল, সে তাকে ইমানদার মেনে নিয়েছে। আবার তার জন্য (রহ,) বলে আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত দাবী করেছে। যা শরীয়তের দৃষ্টিতে চরম আপত্তিকর। কারণ

من استخف بجنابه ﷺ فهو كافر ملعون في الدنيا والآخرة

যে ব্যক্তি নবীজী আক্বা আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের শানে কটূক্তি করল, নবীজীকে হেয় প্রতিপন্ন করল সে ব্যক্তি ইহ ও পর উভয় জগতে কাফির ও অভিশপ্ত। সৈয়দ আহমদ যে কুফুরী করেছে তাতে জররাহ পরিমাণ সন্দেহ নেই। অতএব একজন কাফেরকে "শহীদ" উল্লেখ করে মুমিন মনে করা কোন যৌক্তিকতা নেই। "

আমাদের কথাঃ

1. তাকফীরীরা দেশ ও জাতির শত্রু
2. তাকফীরী আলেমদেরকে ওয়াজে দাওয়াত দেবেন না
3. তাকফীরী আলেমদের ওয়াজ শুনতে যাবেন না
4. ফ্রী গাড়ি পাঠালেও ওদের ওয়াজ শুনতে যাবেন না
5. তাকফীরীদেরকে কোন হাদিয়া, চাদা দেবেন না
6. তাকফীরীদের মাদ্রাসায় ছাত্র দেবেন না
7. আলেম না হলে তাকফীরীদের বই পড়বেন না
8. তাকফীরীদেরকে মসজিদের ইমাম রাখবেন না
9. তাকফীরীদেরকে মাদ্রাসায় শিক্ষক রাখবেন না
10. তাকফীরীদের ওরসে মেয়েলোক নিয়ে যাবেন না

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ৮

পীর টয়লেটে – পীর মুরিদের স্ত্রী সহবাসে

ফাজিলদের আকীদা হল মুরীদের স্ত্রী সহবাসের সময়ও তাদের পীর হাজির নাজির থাকেন। এই বানোয়াট আকীদার কোন ভিত্তি নেই কুরআন হাদিসে। দলীল দিতে না পেরে তারা সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র কারামত সম্পর্কে একটি বইর একটি পৃষ্ঠা তারা প্রচার করেছেন। বইর নাম সৈয়দ আহমদ শহীদ। এতে আছেঃ

“লোকটি শরাবের পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দিবে এমন সময় দেখলেন দাঁতে অঙ্গুলী চেপে সৈয়দ আহমদ (রঃ) দাঁড়িয়ে আছেন তার সামনে। তখনই তিনি দাঁড়ালেন এবং শরাব পান না করার প্রতিজ্ঞা করে পেয়ালা ফেলে দিলেন। তার পর দেখলেন, সৈয়দ সাহেব ওখানে নাই। মনে মনে ভাবলেন হয়তো তাঁর চোখে ধাধা লেগেছে। সৈয়দ সাহেব তো ওখানে আসেননি।

তার পর আবার খাদিমকে ডেকে বললেন, এক পেয়ালা নিয়ে আয়। খাদিম নির্দেশমত এক পেয়ালা শরাব নিয়ে আসে।

এবারে শরাবের পেয়ালায় চুমুক দিতে উদ্যত হওয়ামাত্র দেখালেন, সৈয়দ সাহের পূর্বের মত দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তৎক্ষনাৎ পেয়ালাটি ফেলে দিলেন। সৈয়দ সাহেবকে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সৈয়দ সাহেব লাপাত্তা। অতঃপর একটি কামরায় এসে তিনি সব দরজা জানালা বন্ধ করে শরাব তলব করেন। কিন্তু পেয়ালা হাতে তুলতেই দেখলেন, সৈয়দ সাহের পূর্বের মত দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি পেয়ালাটা ফেলে দিয়ে সৈয়দ সাহেবকে ডাকতে ডাকতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু সৈয়দ সাহেব অদৃশ্য হয়ে গেছেন। শেষ পর্যন্ত পায়খানায় প্রবেশ করে শরাব পানের চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেখান থেকেও দেখলেন যে সৈয়দ সাহেব পূর্বের মত দাঁড়িয়ে আছেন। অতঃপর লোকটি শরাব পান ত্যাগ করে তৌবা করেন।“

তারা এই পৃষ্ঠা দিয়ে লিখলেন, তর্ক করার দরকার কি? তাদের পীর যদি পায়খানায় হাজির হতে পারে অন্যের বেলায় আপত্তি কেন?

আমার কথা হচ্ছে, তোমাদের পীর তো আর কাউকে শরাব পানে বাধা দিতে হাজির হচ্ছেন না, তোমাদের পীর হাজির হচ্ছেন মুরীদ ও স্ত্রীর লীলাখেলা দেখতে। আমরা জানি এই সময় শয়তান উপস্থিত হয়ে যায়, তাই শয়তান তাড়ানোর বিভিন্ন দোয়া দরূদ আমরা সবাইকে শিখাচ্ছি। সাইয়িদ আহমদ শহীদ তো হাজির থাকার দাবি করেননি!

ফাজিলে বেরলভী বলেনঃ সৈয়্যদি আহমদ সজলমাসির দু'জন স্ত্রী ছিলেন। সৈয়্যদি আবদুল আজিজ দাব্বাগ বলেন, রাতে তুমি এক স্ত্রীর জাগ্রত অবস্থায় অন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছ এটি উচিৎ নয়। আরজ করি, হুযুর, সে ঐ সময় নিদ্রা যাচ্ছিল। তিনি বলেন, নিদ্রিত ছিল না, নিদ্রাবস্থায় জেনে নিয়েছিল। আরজ করি, হুযূর কিভাবে জানলেন? বলেন, যেখানে সে শায়িত ছিল সেখানে অন্য কোন পালংও ছিল? আরজ করি, হ্যাঁ, একটি পালং শূন্য ছিল। আমি তাতে শায়িত ছিলাম কোন সময় পীর মুরিদ থেকে পৃথক বা দূরে থাকেন না। [34]

মিকয়াসে হানাফিয়্যাত কিতাবে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাও স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় হাজির নাজির থাকেন বলা হয়েছে।[35] পরিশিষ্টে কিতাবের ছবি দেখুন।

---

[34] মালফুজাতে আলা হযরত ১৫৩

[35] মিকয়াসে হানাফিয়্যাত, পৃঃ ২৮২

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ৯

আল্লাহর সাথে লড়াই

অক্টোবর ১৪, ২০১৯

- তাবীলই যখন করিবেন, এত এত তাকফীরী ফতোয়া প্রসব করিয়াছিলেন কেন?
- মিশন অব্যাহত থাকবে যতদিন তাকফীরীদের কাপের কাপের বলার সখ না মিটেছে।
- তাকফীরীদের সাথে কথা হবে বিদ্যমান তাকফীরী ফতোয়ার ভিত্তিতে।
- এই তাকফীরীদেরকে মুকাবেলা করার জন্য আমরা আমাদের সন্তানদের হাতে দলীল তুলে দিতে চাই।
- অহংকারীর অহংকার চুরমার করে দিতে হবে, হিংসুকের হিংসা জ্বালিয়ে ছাই করে দিতে হবে, তাকফীরীদের ভন্ডামী বে নেকাব করে দিতে হবে। সুন্নী বিপ্লবে আপনিও শামিল হোন।

ফাজিলে বেরলভী তার হাদাইক বাখশীশ, ২য় খণ্ড ২৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেনঃ

خدا سے لیں لڑائی وہ ہے معطی

نبی قاسم ہے تو موصل ہے یا غوث

ফারহাঙ্গে জাদীদ উর্দু-বাংলা অভিধানে লড়াই শব্দের অর্থ লিখা হয়েছেঃ যুদ্ধ, লড়াই, ঝগড়া, সন্ত্রাস।

মুখলেস বেদাতী নামক জনৈক সালাফী শায়খ আল্লাহকে হুমকি দিতে গিয়ে বলেছিল, জাকের নায়েকের যারা বিরোধীতা করে তাদেরকে

জান্নাত দিলে আল্লাহর সাথে তারা ঝগড়া করবে। এই হযরত তো দুনিয়াতেই শুরু করে দিয়েছেন!!!

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ১০

মাওলানা নূরুল আরিফীন রেজভী সাহেবের জবাব স্মারকে লেখা ও মিলেমিশে চলার শেষ চেষ্টা

অক্টোবর ১৪, ২০১৯

আলা হযরত স্মারকে আমার নামে একটি লেখা ছাপা হয়েছিল। লেখাটি আমি লিখিনি। তারা কেউ লিখে আমাকে দেখিয়েছেন, আমি কোন আপত্তি করিনি। তাদের সাথে মিলেমিশে চলার শেষ চেষ্টা হিসাবে আমি আপত্তি করিনি। আমি কিছুটা আশাবাদীও ছিলাম। তাদের উচ্চ পর্যায়ের কারো কারো সাথে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র ব্যাপারে কথাও হয়েছিল। তারা আমার সাথে একমত হয়েছিলেন যে, ফাজিলে বেরলভী সাইয়িদ আহমাদ শহীদকে কাফির বলেননি, তারাও বলেন না। আমি বলেছিলাম তাইলে আপনারা প্রকাশ্যে এই কথা বলেন না কেন? জবাব দিয়েছিলেন, চট্রগ্রামের আকাবীর গণের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বলা যাবে না।

মাওলানা নূরুল আরিফীন রেজভী সাহেবের ভয়েস শুনিয়ে আমি যে কথাটি সমাচারে বলেছিলামঃ

আমি আলা হযরতকে কাফির বলিনা, আর বললে বলার সুযোগ আছে। আলা হযরতকে কাফির বললে আপনার যতটুকু কষ্ট হয়,
সাইয়িদ আহমদ শহীদকে কাফির বললে আমাদের ততটুকুই কষ্ট হয়।

- তাবীলই যখন করিবেন, এত এত তাকফীরী ফতোয়া প্রসব করিয়াছিলেন কেন?
- মিশন অব্যাহত থাকবে যতদিন তাকফীরীদের কাপের কাপের বলার সখ না মিটেছে।
- তাকফীরীদের সাথে কথা হবে বিদ্যমান তাকফীরী ফতোয়ার ভিত্তিতে।
- এই তাকফীরীদেরকে মুকাবেলা করার জন্য আমরা আমাদের সন্তানদের হাতে দলীল তুলে দিতে চাই।
- অহংকারীর অহংকার চুরমার করে দিতে হবে, হিংসুকের হিংসা জ্বালিয়ে ছাই করে দিতে হবে, তাকফীরীদের ভন্ডামী বে নেকাব করে দিতে হবে। সুন্নী বিপ্লবে আপনিও শামিল হেন।

স্মারকের লেখাটি হচ্ছে

আ'লা হযরত রহ.
শায়খ আব্বু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা
প্রিন্সিপাল দারুস সুন্নাহ লতিফিয়া, নিউইয়র্ক, আমেরিকা।

১৯৮৭ সালের দিকে যখন কাতারের রাজধানী দোহার "মা'হাদুল আইম্মাহ ওয়াল খুতাবা ইনিস্টিটিউটে" অধ্যয়ন করছিলাম, তখনই প্রথমবারের মত আ'লা হযরত রহ. এর নাম শুনেছিলাম। কিন্তু এ শোনাটা ছিল ভিন্ন মতাবলম্বীদের কাছ থেকে। একই ইনিস্টিটিউটের ভারত-পাকিস্তানের দেওবন্দীপন্থী শিক্ষার্থীরা মিথ্যাচার করে নবাগতদের আ'লা হযরত সম্পর্কে 'নেগেটিভ ধারণা প্রচার করেছিল। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বিদামতে, "তাকবিলুল ইবহামাইন তথা প্রিয়নবী ﷺ এর নাম মোবারক শ্রবণ করার পর বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করা 'মুস্তাহাৰ'। আমি যখন এ বিষয়ে অনুসন্ধান করছিলাম, তখন মুস্তাহাব প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট তথ্যসূত্র পাইনি।

তবে যা পেয়েছি, তা নিয়ে নানা মতামত রয়েছে এবং অপূর্ণাঙ্গ মনে হল।
একদিন আলা হযরতের একটি রিসালাহ আমার হস্তগত হল। আর "তাকবিলুল ইবহামাইন মুস্তাহাৰ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য অসংখ্য রেফারেন্সযুক্ত হাদিস পেয়ে যাই।
আলা হযরতের ছোট-বড় প্রায় প্রতিটি কিতাবই এমন তথ্যসমৃদ্ধ। আমি যে ক'টি কিতাব পড়েছি, তাতে আমার এই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে। একথা আজ দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল যে, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহ জগদ্বিখ্যাত আলেম হওয়ার পাশাপাশি একজন উচ্চস্থরের আরেফ বিল্লাহ, আশেকে রাসূলও ছিলেন। তিনি ইশকে রাসূল ও আউলিয়ায়ে কিরামের শান-মান বিষয়ক কোনো ছাড় দিতেন না। তাঁর জীবনের কঠোর পরিশ্রম আর সাধনার মূলে ছিল ঐ ইশকে রাসূল ﷺ ও প্রিয় নবী ﷺ এর শান-মানের বিপরীত কিছু দেখলে তিনি কঠোর থেকে কঠোরতর ভাষায় তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতেন। এবং এ ব্যাপারে কারো কোনো সমালোচনার তোয়াক্কা করতেন না।
আলোচনা-সমালোচনা কিয়ামত অবধি চলবে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজে আ'লা হযরত রহ. সম্পর্কে নানা মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। অতীতেও এরূপ অনেকেই করেছিল, যেগুলোর কোনো ভিত্তি নাই। আ'লা হযরতকে জানা ও বুঝার জন্য তাঁর লিখিত বই পড়ুন, আপনার চোখ খুলে যাবে। তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের অসারতা এমনিতেই প্রমাণিত হয়ে যাবে।
মিলাদ-কিয়ামপন্থী তথা সুন্নি যে কোনো স্কলার, আলিম, মাশায়েখ ও ব্যক্তিত্বের বিরোধীতা করার আগে শতবার চিন্তা করা উচিৎ। বিরোধীতার কারণে বিরোধীতা পরিহারের আহ্বান করছি। "জিনকে হার হার আদা সুন্নাতে মোস্তফা, এইসে পীরে তরিকত পে লাখো সালাম।

এই লেখা যে আমার ছিলো না তার প্রমাণ

1. আমি লাইভে এই কথা বারবার বলেছি, তাদের কেউ আপত্তি করেননি, তাদের কাছে কোন প্রমাণ থাকলে এখনো দিতে পারেন।
2. আমার নামের শুরুতে "শায়খ" শব্দ লেখা হয়েছে, যা আমি কখনো লিখিনা।
3. দুই ফাজিলের গোস্তাখী বইতে কাতার জীবনের স্মৃতি চারণ করেছি। লেখক আমার কাছ থেকে কিছু শুনেছিলেন আর লিখতে গিয়ে নিজের মত করে লিখেছেন।
4. তাকবীলে ইবহামাইন আকীদার কোন মাসআলা নয়। বানোয়াট আকীদার ফ্যাক্টরিতে সব কিছুকেই আকীদা বানিয়ে ফেলা হয়।
5. আমার লেখা কখনো এত শর্ট হয় না।
6. ফাইনাল কথা হচ্ছে লেখাটি আমার ছিলো না। তারা কেউ লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে ছাপিয়ে দিয়েছেন।

স্মারকে আমার নামে ছাপা হওয়া লেখা যদি কারো কাছে দলীল হয়, আমার সমাচারগুলি কেন দলীল হবে না।

এখন বলবেন অমুক হস্তির বয়ান বা লেখনী বুঝতে হলে তমুক হস্তি হতে হবে। এই সব হস্তিদেরকে তাইলে চিড়িয়াখানায় রাখুন!

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ১১

মুরীদের স্ত্রী সহবাস – পীর হাজির নাজির ও শয়তান তাড়ানোর ৩টি হাদিস

অক্টোবর ১৫, ২০১৯

ফাজিলে বেরলভী বলেনঃ সৈয়্যদি আহমদ সজলমাসির দু'জন স্ত্রী ছিলেন। সৈয়্যদি আবদুল আজিজ দাব্বাগ বলেন, রাতে তুমি এক স্ত্রীর জাগ্রত অবস্থায় অন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছ এটি উচিৎ নয়। আরজ করি, হুযুর, সে ঐ সময় নিদ্রা যাচ্ছিল। তিনি বলেন, নিদ্রিত ছিল না, নিদ্রাবস্থায় জেনে নিয়েছিল। আরজ করি, হুযূর কিভাবে জানলেন? বলেন, যেখানে সে শায়িত ছিল সেখানে অন্য কোন পালংও ছিল? আরজ করি, হ্যাঁ, একটি পালং শূন্য
ছিল। আমি তাতে শায়িত ছিলাম, **কোন সময় পীর মুরিদ থেকে পৃথক বা দূরে থাকেন না।** [36]

ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেনঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّي فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَ يُفَارِقُكُمْ إِلاَّ عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ

ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা নগ্নতা হতে বেঁচে থাক। কেননা তোমাদের এমন সঙ্গী আছেন (কিরামান-কাতিবীন) যারা পেশাব-পায়খানা ও স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের সময় ছাড়া অন্য কোন

[36] মালফুজাতে আলা হযরত ১৫৩

সময় তোমাদের হতে আলাদা হন না। সুতরাং তাদের লজ্জা কর এবং সম্মান কর।[37]

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ مَسْتُورٌ عَلَيْهِ، هَبَّتِ الرِّيحُ فَكَشَفَتِ الثَّوْبَ عَنْهُ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا بِالْبَرَازِ، فَتَغَيَّظَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ، وَاسْتَحْيُوا مِنَ الْكِرَامِ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ، وإِذَا كَانَ فِي الْخَلَاءِ قَالَ: وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : فَإِذَا اغتَسَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَوَارَ بِالِاغْتِسَالِ إِلَى جِدَارٍ، أَوْ إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ، أَوْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ أَخُوهُ[38]."

হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, হুদাইবিয়াতে নবী ﷺ পর্দার ভেতরে ছিলেন, এমন সময় বাতাসে পর্দা সরে যায়, একজন লোক উলঙ্গ হয়ে গোসল করছিলেন, আল্লাহর নবী ﷺ রাগান্বিত হয়ে সবাইকে জমায়েত করে বলেন, হে লোক সকল আল্লাহকে ভয় করো এবং কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাদের ব্যাপারে লজ্জাশীল হও, কেননা ফেরেশতারা তিন সময় ব্যতীত সব সময় তোমাদের সাথে থাকেনঃ যখন কেন তার স্ত্রী সহবাস করে, যখন সে টয়লেটে যায়। (রাবী) বলেন তৃতীয়টা আমি ভুলে গিয়েছি। নবী ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ গোসল করে সে যেন দেয়ালের পাশে, অথবা কোন উটের পাশে নিজেকে গোপন করে গোসল করে, অথবা তার ভাই যেন তাকে পর্দা করে রাখে। [39]

---

[37] তিরমিযী ২৮০০

[38] أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف، ج1 ص535، حديث 1140، الناشر: دار التأصيل الطبعة: الثانية، ١٤٣٧ هـ - ٢٠١٣ م عدد الأجزاء: ١٠

[39] মুসান্নাফ ইবনে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস ১১৪০

এই দুই হাদিস থেকে প্রমাণিত কিরামান কাতিবীন ফেরেশতারাও স্ত্রী সহবাসের সময় হাজির থাকেন না, অথচ ফাজিলদের পীর গোষ্ঠী ঐ সময় হাজির (উপস্থিত) ও নাজির (দর্শক) থাকেন।
এই সময় শয়তান আসে তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ শয়তান তাড়ানোর দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেনঃ

روى البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَرُزِقَا وَلَدًا، لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দেখ, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর কাছে আসে, আর তখন বলে, বিসমিল্লাহ। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের প্রভাব থেকে দূরে রাখ। আর আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখ। অতঃপর তাদেরকে যে সন্তান দেয়া হবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। [40]

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ১১ ক
“নবীদের ভুলত্রুটি হয়ে যায়” মুফতী সাহেবের জবাব

অক্টোবর ১২, ২০১৯
আমার একজন প্রিয় মানুষ আমাকে উদ্দেশ্য করে ফেইসবুকে একটি পোস্ট করেন। উনার নাম (মুহতারাম) মুফতী জসীম উদ্দীন আযহারী। উনি লিখেনঃ
জনাব,মাও মুহাম্মদ আইনুল হুদা! সালামবাদ কালাম হচ্ছে; আপনার একটি ইলমি খিয়ানত, নযরে সানি প্রসংগে।

[40] বুখারী ৩২৭১

মাওলানা সাহেব! عصيان ও خطأ، نسيان ইত্যাদি শব্দসমূহের ব্যবহার, অর্থ ও হুকুম সম্পর্কে আলিম সমাজ ভালো ভাবে জ্ঞাত। বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই।
আল্লাহর বাণী ﴿قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾ আয়াতে نسيان এর ব্যাখ্যায় মুফতি ইয়ার খান নাঈমী (রহ) লিখেছেন " শরিয়তের দৃষ্টিতে ভুলে যাওয়ার উপর গুনাহ বর্তায় না, সুতরাং আপনিও ক্ষমা করুন। এ থেকে বুঝা গেলো যে **সম্মানিত নবীগণের সামান্য ভুল-ক্রটি হয়ে যায়** .... (রূহ)। লেখক 'রূহ' বলতে তাফসিরে রূহুল বয়ানকে বুঝিয়েছেন। যার লেখক আল্লামা ইসমাঈল হক্কী(রহ:)।
আসুন এবার সুরায়ে কাহাফের ৭৩ নং ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইসমাঈল হক্কী কি বলেছেন দেখিঃ
وفى الآية تصريح بأن النسيان يعترى الأنبياء عليهم السلام للإشعار بأن غيره تعالى معيوب غير معصوم، ولكن العصيان يعفى غالبا فكيف بنسيان قارنه الاعتذارُ

মুফতি ইয়ার খান নাঈমী শুধুমাত্র ইসমাঈল হক্কীর এ ইবারতের সারমর্ম তুলে ধরেছেন। আপনি একবারের জন্যও বলেননি যে, এর মূল কনসেপ্ট আল্লামা হক্কীর! কারণ আপনি ইমোশনাল। আপনার টার্গেট যদি মুফতি ইয়ার খান নাঈমী হয়ে থাকে, আমার বলার কিছুই নেই।তবে রুহুল বয়ানের লেখককে কিছু বলবেন কি না? এখানে আপনার কোনো ইলমি খিয়ানত হয়েছে কি না? উল্লেখিত ইবারতের অনুবাদসহ হুকুম কাম্য।

আমার জবাব

“সম্মানিত নবীগণের সামান্য ভুল-ক্রটি হয়ে যায়”

১. আসলেই কি এই কথা রুহুল বায়ানে আছে?
২. ইয়ার খান নঈমী এই কথা সমর্থন করেছেন না রদ করেছেন? রদ না করলে এ কথা তারই কথা।

৩. মুফতী সাহেব তার আলোচনায় এ কথাই তার আকীদা কি না, পরিস্কার না করলেও তিনি অন্তত রদ করেননি। সুতরাং এ কথাই তারও আকীদা কি না, জাতি জানতে চায় পরিস্কার শব্দে।

৪. মুফতী সাহেবের কথাতেই প্রমাণ রুহুল বায়ানে এই কথা এই ভাবে নেই। যে কারণে তিনি "সারমর্ম" "কন্সেপ্ট" শব্দ ব্যবহার করেছেন।

৫. মুফতী সাহেব যে এই কয়েক লাইনের তরজমা করতে পারবেন, আমরা ভাল করেই জানি। আমরা আশাবাদী তিনিই তরজমাটা করে দেবেন।

৬. ধরে নিলাম, এই কথা এই ভাবেই আছে রুহুল বয়ানে, তার মানে কি এটাই আপনাদের আকীদা এবং আপনারা এই আকীদাকেই সমর্থন করেন?

৭. আপনারা কি এখন মাওলানা মওদূদী ও মুজাফফারের কথাকেও ডিফেন্ড করবেন যে, কন্সেপ্টা এসেছে রুহুল বায়ান থেকে, সুতরাং আগে যা বলা হয়েছে, সব ফেলনা !!!

৮. ইবারত দিলেন আপনি, অনুবাদটাও করে দিন দয়া করে, সব স্পষ্ট হয়ে যাবে, সকলের বুঝে আসবে ইনশাআল্লাহ।

আরবী শব্দ "নিসয়ান" বা ভুলে যাওয়া আর ভুলক্রুটি কি একই কথা মুফতী সাহেব! "নবীদের ভুলক্রুটি হয়ে যায়" এই কথার প্রমাণ আপনি রুহুল বায়ান থেকে দিতে পারেননি মুফতী সাহেব! এবং আপনি এই কথা খুব ভালো করেই জানেন।

আসুন মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঈমী সাহেবের তাফসীরে নূরুল ইরফান এর ইবারতটা কিছু আগে থেকে দেখিঃ

"টীকা-১৬৩। আমার স্মরণ ছিলো না যে, আপনি আমার নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। আর আমারও এ ওয়াদা ছিলো।

শরীয়তের দৃষ্টিতে ভুলে যাওয়ার উপর গুনাহ্ বর্তায় না। সুতরাং আপনিও ক্ষমা করুন।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, সম্মানিত নবীগণের সামান্য ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়। এ কথাও বুঝা যায় যে, পীরের উচিত যেন লোকজনকে তাড়াহুড়া করে মুরীদ বানানোর প্রতি বেশি আগ্রাহী না হন; বরং সত্যিকার মুরীদের পরীক্ষা নেওয়া চাই। (রূহ)”[41]

মুফতী সাহেব! রুহুল বায়ানে ভুলে যাওয়ার কথা আছে, ভুত্রুটির কথা নাই।

মুফতী সাহেব! আসুন দেখি সুরা নসরের তাফসীরে মাওলানা মাওদুদী সাহেব কি বলেছিলেন,

“অর্থাৎ তোমার রবের কাছে দোয়া করো। তিনি তোমাকে যে কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা করতে গিয়ে তোমার যে ভুল-ত্রুটি হয়েছে তা যেন তিনি মাফ করে দেন।“

মুফতী সাহেব! আপনার হযরত বললে ঠিক আর মাওলানা মাওদুদী সাহেব বললে অপরাধ এই নীতি কোন দলীলে?

[41] কানযুল ঈমান – নুরুল ইরফান, বাংলা, পৃ ৭৯৮ টিকা ১৬৩

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ১২

শয়তান তাড়ানোর আরেকটি দোয়া

অক্টোবর ১৬, ২০১৯

ইমাম বুখারী রেওয়ায়েত করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ وَاللَّهِ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَىَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ ". قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ " أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ ". فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ سَيَعُودُ. فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَىَّ عِيَالٌ لاَ أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ " أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ ". فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ. قَالَ دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا. قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ، يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ " مَا هِيَ ".

قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، وَكَانُوا أَحْرَصَ شَىْءٍ عَلَى الْخَيْرِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ". قَالَ لاَ. قَالَ " ذَاكَ شَيْطَانٌ ".

আবূ হুরাইরাহ (رضى الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমাযানের যাকাত হিফাযত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এক ব্যক্তি এসে আঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে উপস্থিত করব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুব অভাবগ্রস্ত, আমার যিম্মায় পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। তিনি বললেন, আমি ছেড়ে দিলাম। যখন সকাল হলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ হুরাইরা, তোমার রাতের বন্দী কি করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার, পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়, তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। ‘সে আবার আসবে’ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ উক্তির কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে পুনরায় আসবে। কাজেই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে এল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্র সামগ্রী নিতে লাগল। আমি ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা, আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার

উপর পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসব না। তার প্রতি আমার দয়া হল এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ হুরাইরাহ! তোমার বন্দী কী করল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তার তীব্র প্রয়োজন এবং পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, খবরদার সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। তাই আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় রইলাম। সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে অবশ্যই নিয়ে যাব। এ হলো তিনবারের শেষবার। তুমি প্রত্যেকবার বল যে, আর আসবে না, কিন্তু আবার আস। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব। যা দিয়ে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম, সেটা কী? সে বলল, যখন তুমি রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী (اللهُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। তখন আল্লাহর তরফ হতে তোমার জন্যে একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। কাজেই তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, গত রাতের তোমার বন্দী কী করল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে আমাকে বলল যে, সে আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দেবে যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই বাক্যগুলো কী? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি তোমার বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী (اللهُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) প্রথম হতে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে এবং সে আমাকে বলল, এতে আল্লাহর তরফ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর

পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না। সাহাবায়ে কিরাম কল্যাণের জন্য বিশেষ লালায়িত ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, এ কথাটি তো সে তোমাকে সত্য বলেছে। কিন্তু হুশিয়ার, সে মিথ্যুক। হে আবূ হুরাইরাহ! তুমি কি জান, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলেছিলে। আবূ হুরাইরাহ (رضی اللہ عنہ) বললেন, না। তিনি বললেন, সে ছিল শয়তান।[42]

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ১৩

ভুল তরজমা - বাশারুম মিছলুকুম

অক্টোবর ১৭, ২০১৯

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾[43]

এই আয়াতের অনুবাদে ফাজিলে বেরলভী লিখেন,

تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں[44]

বাংলা অনুবাদে বলা হয়েছে,

"আপনি বলুন (প্রকাশ্য মানবীয় আকৃতিতে তো) আমি তোমাদের মত, আমার কাছে অহী আসে। [45]

আমাদের কথাঃ রাসূল শুধু সুরতে বাশার নন, হাকিকতেও তিনি বাশার। তবে তিনি তাঁর মত, তিনি আমাদের কারো মত নন। উক্ত অনুবাদে রাসূলের বাশারিয়্যতকে অস্বীকার করা হয়েছে। এই অনুবাদের মর্ম হল রাসূল বাশার সুরতে এসেছেন, হাকিকতে তিনি

---

[42] বুখারী ২৩১১

[43] سورة الكهف 110

[44] কানযুল ঈমান উর্দু

[45] কানযুল ঈমান বাংলা

বাশার নন। যেমন জিবরীল আলাইহিস সালাম হযরত মারয়াম আলাইহাস সালাম এর কাছে বাশার সুরতে এসেছিলেন,

﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾[46]

আসলে তিনি বাশার নন।

কেউ যদি এই বিশ্বাস করে রাসূল বাশার নন শুধু সুরতে বাশার তাইলে কুফুরী হবে।

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ১৪

ওয়াহাবীদের মসজিদ ও নামাজ

অক্টোবর ১৮, ২০১৯

৩টি প্রশ্ন ও ফাজিলে বেরলভীর উত্তরঃ

وہابیہ کی نماز؟

عرض : وہابیہ کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے؟

ارشاد : نہ اُن کی نماز نماز ہے نہ اُن کی جماعت جماعت۔

وہابیہ کی مسجد؟

عرض : وہابیوں کی بنوائی ہوئی مسجد، مسجد ہے یا نہیں؟

رشاد : کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے۔

وہابي مؤذّن کی اذان کا اعادہ

عرض : وہابی مؤذن کی اذان کا اعادہ کیا جائے یا نہیں؟

ارشاد: جس طرح اُن کی نماز باطل اسی طرح اذان بھی، ہاں

---

[46] সুরা মারয়াম ১৭

تعظیماً اللہ کے نام پر جل شانہ اور نامِ اقدس (یعنی نبی کریم صلی
اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے نام مبارک) پر درود شریف پڑھے۔[47]

প্রশ্ন: ওয়াহাবীদের জামায়াত ত্যাগ করতঃ পৃথক নামায পড়তে পারে?
উত্তর : না তাদের নামায নামায় না তাদের জামাত জামাত।
প্রশ্ন : ওয়াহাবীদের তৈরীকৃত মসজিদ মসজিদ কি না?
উত্তর : কাফেরদের মসজিদ ঘর সাদৃশ্য ।
প্রশ্ন : ওয়াহাবী মুয়াজ্জিনের আজান পুণরায় দিতে হবে কী দিতে হবেনা?
উত্তর : যেভাবে তাদের নামায বাতিল অনুরূপ আযানও। হ্যাঁ, আল্লাহর নামের উপর জাল্লাশানুহু এবং পবিত্র নামের উপর দরূদ পড়বে ।[48]

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ১৫

কাদিয়ানী কানেকশন – বিদ্যমান ইতিহাসের আলোকে

অক্টোবর ১৮, ২০১৯

মৌলভী আশরাফুজ্জামান বিদ্যমান ইতিহাসের আলোকে সাইয়িদ আহমাদ রাহিমাহুল্লাহকে ভারতে ওয়াহাবীবাদের আমদানীকারক প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে তাদের ইমাম মৌলভী আহমাদ রেযা খানকেই ওয়াহাবী বানিয়ে ফেলেছেন। [49] এই সূত্রে বিদ্যমান

---

[47] মালফুজাত, উর্দু, পৃ ১৬৭, মাকতাবাতুল মাদীনা, দাওয়াতে ইসলামী।
[48] মালফুজাত আলা হযরত, বাংলা, পৃঃ ৯২
[49] দেখুন আমার বই "ফিতনায়ে আশরাফুজ্জামান, ওহাবী এবার মৌলবি আহমাদ রেযা খান।

ইতিহাসের আলোকেই আমরা পেয়েছি ফাজিলজীর কাদিয়ানী কানেকশন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত "ইসলামী বিশ্বকোষে" বলা হয়েছেঃ

তিনি (ফাজিলে বেরলভী মৌলভী আহমাদ রেযা খান) প্রাথমিক শিক্ষা নিজ বাড়িতেই মির্জা গুলাম আহমাদ কাদিয়ানীর অগ্রজ মির্জা গুলাম কাদির বেগ এর নিকট এবং তারপর বিভিন্ন ধরনের বিদ্যা পিতা নকী খানের নিকট অর্জন করেন।[50]

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ১৬

ফাজিলে বেরলভীর ভুল তরজমা

ফেইস টু ফেইস

ইয়ার খান ও ইক্তেদার খান নঈমী

অক্টোবর ১৯, ২০১৯

নবী শুয়াইব আলাইহিস সালাম এর মেয়ের বিবাহ বিষয়ে কুরআনে করীমে এসেছে,

﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾[51]

ফাজিলে বেরলভীর উর্দু তরজমাঃ

کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں اس مہر پر کہ تم اٹھ برس میری ملازمت کرو[52]

---

[50] ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, ৫৭২ পৃষ্ঠা

[51] সুরা কাসাস ২৬

[52] কানযুল ঈমান ও খাজাইনুল ইরফান, উর্দু, সুরা কাসাস, পৃঃ ৭২০

বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে,
বললো, আমি চাচ্ছি আমার দু কন্যার একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে, এ মহরের উপর যে, তুমি আট বৎসর যাবত আমার নিকট চাকুরী করবে। [53]

এই বিষয়ে একটি প্রশ্নের উত্তরে **ইক্তেদার আহমাদ খান নঈমী কাদিরী বাদায়ুনী** লিখেনঃ

جواب : یہ ترجمہ ہر اعتبار سے نا مناسب ہے نہ تو قرآن مجید میں اس کی گنجائش ہے نہ یہ کسی لفظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے ۔ ہر زوجہ کے جو اصول ضوابط ہیں یا شرائط ہیں یہ ترجمہ اُن کے بھی خلاف ۔ علاوہ ازیں فقہ حنفی کے بھی خلاف ہے جب کہ انحضرت خود حنفی المسلک ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پھیلی شریعتوں میں یا حضرت شعیب علیہ السلام کی شریعت میں اس طرح مہر کا لینا دینا جائز یا مروج تھا ۔ اس لیے کہ پھر اس کے ثبوت کے لیے کوئی دلیل چاہیے اور اگر ایسا ہوتا تو قرآن مجید میں ضرور کوئی وضاحت ہوتی عَلٰی آن تا جرنی نہ ہوتا ، نی کی نسبت تو حضرت شعیب کی طرف ہے نہ کہ زوجہ کی

এই অনুবাদ সকল বিবেচনায় বেমুনাসিব, কুরআন মজীদে এই অনুবাদের কোন সুযোগ নেই, কোন শব্দের অনুবাদ এটা হতে পারে না। প্রত্যেক স্ত্রীর যে সব উসূল অথবা শর্তাদি রয়েছে এই অনুবাদ তারও বিরোধী। বরং হানাফী ফিকহেরও বিরোধী। এবং যেহেতু আঁ হযরত (ফাজিলে বেরলভী) স্বয়ং হানাফী মাসলাকের অনুসারী। এটাও বলা যাচ্ছে না যে, পূর্বের শরীয়তে কিংবা হযরত শুয়াইব আলাইহিস সালাম'র শরীয়তে এই ধরণের মোহরের লেনদেন প্রচলিত ছিল। এই কারণে এটা প্রমাণের জন্য দলীল প্রয়োজন। আর যদি এমন হতো কুরআন মজীদে নিশ্চয় কোন স্পষ্টীকরণ থাকতো। 'আলা আন তাজুরানী' হতো না। 'নী'র নিসবত তো হযরত শুয়াইব'র দিকে, স্ত্রীর দিকে নয়! '

[53] কানযুল ঈমান ও খাজাইনুল ইরফান, বাংলা, সুরা কাসাস, পৃঃ ৭০৪

একটু পরে আরো বলেন,

اعلیٰ حضرت تو اب موجود نہیں جو وضاحت فرمائیں ۔ بہر کیف میں یہ ماننے پر تیار نہیں کہ یہ لفظ خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہو جو سراسر فقہ حنفی کے خلاف ہے بلکہ اس طرح کا مہر تو باقی ائمہ ثلاثہ کے بھی خلاف ہے۔ .... بہر کیف یہ مسئلہ غلط ہے [54]

আলা হযরত তো বর্তমানে নেই যে তিনি স্পষ্ট করবেন। যাহোক, আমি একথা মানতে প্রস্তুত নই যে, স্বয়ং আলা হযরত এ কথা লিখেছেন যা সরাসরি ফিকহে হানাফী বিরোধী, বরং এই ধরণের মোহর তো অন্য তিন ইমামেরও বিরোধী, ... যা হোক, এই মাসআলা ভুল।

মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঈমী তার তাফসীরে নঈমীতে একটি আপত্তির জবাব দিতে গিয়ে বলেন,

جواب: موسی علیہ الصلواۃ کا شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانا مہر نہ تھا بلکہ شرط نکاح تھی شرط نکاح کچھ اور ہے مہر کچھ اور اس لئے انہوں نے فرمایا تھا علی ان تا جرنی ثمانی حجج : علی شرط کیلئے آتا ہے نہ کہ معاوضہ کیلئے نیز مہر مال ہوتا ہے نہ کہ خدمت بہر حال وہ شرط نکاح تھی[55]

মূসা আলাইহিস সালাত কর্তৃক শুয়াইব আলাইহিস সালাম'র ছাগল রাখালী করা মোহর ছিলো না, বিবাহের শর্ত ছিল। বিবাহের শর্ত কিছু আর মোহর অন্য কিছু। এই কারণে তিনি বলেছেন علی ان تا جرنی ثمانی حجج , 'আলা' শর্তের জন্য আসে, বিনিময়ের জন্য নয়। তাছাড়া মোহর সম্পদ হয়, খেদমত নয়। যাহোক, উহা বিবাহের শর্ত ছিল।

---

[54] صاحبزادہ اقتدار احمد خان نعیمی قادری بدایونی - **تنقیدات علی مطبوعات** ص ۳۰۲۹ نعیمی کتب خانہ گجرات پاکستان

[55] حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی **اشرف التفاسیر تفسیر نعیمی** سورہ النساء ص ۵۵۶ مکتبہ اسلامیہ اردو بازار لاہور

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ১৭

ভন্ডামীর শেষ কোথায়?
মাজারে মেয়ে নিয়ে ফুর্তি

অক্টোবর ২১, ২০১৯

সমাচার ৩ দেখুন, আমরা এখানে আবার রিপিট করছি না।

আহমাদ আল-বাদাভী ৫৯৬-৬৭৫ হিঃ
ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী ৮৯৮-৯৭৩ হিঃ

আহমাদ আল-বাদাভীর ওফাতের ২২০ বছর পর জন্ম ইমাম শা'রানীর।

রাসূল ﷺ র মেহ মানদারীর উপমা দিতে গিয়ে নোংরা এই কাহিনী উপস্থাপন রাসূলের শানে গোস্তাখী এবং নোংরা মানসিকতার পরিচয় দেয় এবং মাজার কেন্দ্রীক নারীবাজী এবং মাজারে নজর মান্নতকে উৎসাহিত করে। মাজারগুলোতে এই নজর মান্নতের যে ব্যবসা, নিজ চোখে না দেখলে বুঝা মুশকিল।

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ১৮

আল্লাহ্ শব্দের তরজমা খোদা নয়

অক্টোবর ২১, ২০১৯

আল্লাহর বাণী

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ﴾[56]

এই আয়াতের তরজমায় ফাজিলে বেরলভী "আল্লাহ" শব্দের তরজমা "খোদা" করেছেন, যা মুফতী আহমাদ ইয়ারখান নঈমীর ভাষায় সঠিক নয়। অথচ বেরলভীদের কত বড়াই কানযুল ঈমান নিয়ে। ফাজিলে বেরলভী আয়াতের তরজমা করেন এভাবে,

اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو

কানযুল ঈমান বাংলা অনুবাদে আবার খোদা শব্দ পরিবর্তন করে "আল্লাহ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঈমী তার রাসাইলে নঈমিয়ায় বলেন,

ج - خدا رب کا نام نہیں بلکہ اس کی صفت یعنی مالک کا ترجمہ ہے - خدا کی صفت کا ترجمہ ہر زبان میں کرنا جائز ہے مگر نام کے لئے ضروری ہے- کہ وہ عربی یا عبرانی زبان کا ہو[57]

খোদা রবের নাম নয়, বরং তার সিফাত অর্থাৎ মালিক এর অনুবাদ। খোদার সিফাতের অনুবাদ যে কোনো ভাষাতেই জায়েজ, কিন্তু নামের জন্য জরুরী হচ্ছে আরবী অথবা হিব্রু হতে হবে।

---

[56] سورة البقرة 154

[57] رسائل نعیمیہ ص ۳۸۷

রাসূল ﷺ কে খোদাওন্দে আরব বলা যাবে

প্রশ্নঃ হুজুরে আকদাস ﷺ কে খোদাওন্দে আরব বলে সম্বোধন করতে পারবে কী?

উত্তরঃ পারবে। খোদাওন্দে আরব অর্থ আরবের অধিপতি। [58]

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ১৯

পুজা

অক্টোবর ২২, ২০১৯

বেরলভীদের দাবি হল, কানযুল ঈমান সেরা তরজমা। কানযুল ঈমান ও খাজাইনুল ইরফান এ কিছু তুলনা মূলক আলোচনাও করেছেন। তার মধ্যে সুরা ফাতেহার এই আয়াত নিয়েও আলোচনা করেছেন।

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

এই কিতাবের শেষ দিকে পরিশিষ্টে ছবি দেয়া আছে। সবাই তরজমা করেছেন আমরা তোমার ইবাদত করি, বন্দেগী করি, কেবলমাত্র ফাজিলে বেরলভী অনুবাদ করেছেন আমরা তোমার পুজা করি। ইবাদত কিংবা বন্দেগী থেকে পুজা শব্দটির ব্যবহার উত্তম হল কেন বুঝে আসেনি। পুজা একটি পরিভাষা। হিন্দুরা পুজা করে মুসলমানরা ইবাদত করে। পুজা শব্দটি যে উত্তম বা উপযুক্ত নয় তার প্রমাণ তারাই দিয়েছেন। কানযুল ঈমানের বাংলা অনুবাদে ইবাদত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ উর্দুতে পুজা আছে, বাংলাতেও পুজা শব্দ ব্যবহার হয়।

ফাজিলে বেরলভীর উর্দু তরজমা

ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں

[58] মালফুজাতে আলা হযরত, বাংলা, পৃঃ ৯৯

কানযুল ঈমানের আরো কয়েক জায়গায় ইবাদতের স্থলে পুজা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

পুজা

উইকিপিডিয়াতে পুজা সম্পর্কে বলা হয়েছে,

পূজা (সংস্কৃত: পূজা) হিন্দুদের পালনীয় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। হিন্দু ধর্মতে, দেবতাগণ, বিশিষ্ট ব্যক্তি অথবা অতিথিদের পূজা করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। স্থান ও কালভেদে বিভিন্ন প্রকার পূজানুষ্ঠান এই ধর্মে প্রচলিত। যথা, গৃহে বা মন্দিরে নিত্যপূজা, উৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা অথবা যাত্রা বা কার্যারম্ভের পূর্বে কৃত পূজা ইত্যাদি।

পূজানুষ্ঠানের মূল আচারটি হল দেবতা ও ব্যক্তির আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য তাঁদের উদ্দেশ্যে বিশেষ উপহার প্রদান। পূজা সাধারণত গৃহে বা মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। পূজার বিভিন্ন প্রকারভেদও রয়েছে।

দুর্গাপূজা বা কালীপূজার মতো উৎসবগুলি প্রকৃতপক্ষে পূজাকেন্দ্রিক উৎসব।

বিভিন্ন পুজা

ঘরের পূজা

অনেক হিন্দু গৃহেই নির্দিষ্ট ঠাকুরঘর বা উপাসনাস্থল রয়েছে। ঠাকুরঘরে দেবদেবীর ছবি বা মূর্তি রাখা থাকে। এই ঘরেই কুলদেবতা (পারিবারিক দেবতা) ও ইষ্টদেবতার (নিজস্ব দেবতা) নিত্যপূজা হয়ে থাকে। ঘরের নিত্যপূজা খুব সাধারণভাবে করা হয়ে থাকে। এই পূজায় দেবতার উদ্দেশ্যে ধূপ, দীপ, জল ও ফল উৎসর্গ করা হয়। পূজার পর ছোটো করে আরতিও করা হয়ে থাকে। পূজার সময় জপধ্যান ও দেবদেবীর মন্ত্র ও স্তবস্তুতি পাঠের প্রথা রয়েছে।

মন্দিরের পূজা

মন্দিরের পূজা বিস্তারিতভাবে করা হয়ে থাকে। অনেক মন্দিরেই দিনে একাধিকবার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজা সাধারণত পুরোহিত সম্পাদনা করে থাকেন। তাছাড়া, মন্দিরের দেবতা অতিথি দেবতা নন, তিনি মন্দিরের অধিবাসী। তাই তাঁর পূজায় সেই দিকটির কথা মনে রাখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মন্দিরে সকালে দেবতাকে জাগরিত করা হয়, তাঁকে আবাহন করা হয় না। অঞ্চল ও সম্প্রদায় ভেদে মন্দিরের পূজায় নানান প্রথা লক্ষিত হয়। মন্দিরের পূজায় পুরোহিতই সকলের হয়ে পূজা নিবেদন করেন।

উপচার

ঘরের বা মন্দিরের পূর্ণাঙ্গ পূজায় একাধিক উপচার বা পূজাদ্রব্য দেবতাকে উৎসর্গ করার প্রথা রয়েছে। এই উপচারগুলি অঞ্চল, সম্প্রদায় বা সময় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়।[১] পূজার কয়েকটি সাধারণ উপচার হল আবাহন, আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নান বা অভিষেক, বস্ত্র, অনুলেপনা বা গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, চাঁদমালা, মালা, বিল্বপত্র, প্রণাম ও বিসর্জন।

কয়েকটি প্রসিদ্ধ পূজা

1. দুর্গাপূজা
2. কালীপূজা
3. সরস্বতী পূজা
4. শিবরাত্রি
5. দোলযাত্রা
6. রথযাত্রা
7. সত্যনারায়ণ পূজা
8. গণেশ চতুর্থী
9. জন্মাষ্টমী

10. গম্ভীরা পূজা

এতকিছুর পরও তারা যদি পুজাই করতে চান কি আর করার আছে! আমরা মুসলমানরা ইবাদতই করব।

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ২০

আখেরী চাহার সম্বাহ – বেরলভীদের বাড়াবাড়ি ও বানোয়াট আমল

অক্টোবর ২৩, ২০১৯

যতটুকু জেনেছি আখেরী চার সম্বাহ নিয়ে বেরলভীদের মধ্যে অনেক বাড়াবাড়ি ও বানোয়াট আমল রয়েছে। কিছুটা নমুনা আমরা দেখব তাদের মুখপত্র মাসিক তরজুমানে। এরপর দেখব এই বিষয়ে মাওলানা আহমাদ রেযা খান বেরলভী এবং মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঈমী সাহেবদ্বয় কি বলেন।

মাসিক তরজুমান

আখেরী চাহার সম্বাহ : সফর মাসের শেষ বুধবার অতি গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়। হুজুর সাইয়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি ইহুদীগণ যাদু করেছিল এবং এর বাহ্যিক প্রভাব তাঁর দেহ মোবারকের বহির্ভাগে ক্রিয়াশীল হওয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।
অতঃপর হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম আল্লাহর হুকুমে তাঁর হাবীবকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। অতঃপর প্রভাব নষ্ট করার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ সফর মাসের শেষ বুধবার সুস্থতা বোধ করেন এবং গোসল করেন। নিম্নে বর্ণিত কার্যদ্বারা এ দিন উদযাপন করা অত্যন্ত উপকারী ও ফলদায়ক। সারা বৎসরের বালা-

মছিবত, রোগ-শোক থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে এ আমল অত্যন্ত ফলপ্রদ বলে সূফী সাধক ও আলেমগণ মত প্রকাশ করেন।

আমল : শেষ বুধবার সূর্যোদয়ের পূর্বে গোছল করা উত্তম। অতঃপর সুর্যোদয়ের পর দোহার নামাযান্তে দুই রাকাত নফল নামায পড়া যায়। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর এগারবার সূরা ইখলাস বা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, সালাম ফিরানোর পর সত্তরবার বা ততোধিক দরূদ শরীফ পাঠ করে নিম্নের দু'আ তিনবার পাঠ করবেন-

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছাররিফ আন্নী ছূআ হাযাল ইয়ামা ওরা আছিমনী মিন ছূয়িহী ওয়ানাযযিনী আম্মা আছাবা ফীহি মিন নাহু ছাতিহী ওয়া কুরবাতিহী বিফাযলিকা এয়া দাফিয়াশ শুরুরি ওয়া এয়া মালিকান নুশুরি এয়া আরহামার রাহিমীন; ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহিল আমজাদি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম।

এ দিন নিম্নের আয়াতে সালাম প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর পাঠ করে সিনায় ফুঁক দিলে এবং কলা পাতায় বা কাগজে লিখে তা পানীয় জলে দিয়ে তা পান করলে আল্লাহর রহমতে বহু রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

আয়াতে সালাম

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِيْنِ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسَيْنَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

এ দিন গোসল করার পর একটি পবিত্র ও পরিষ্কার পাত্রে পানি নিয়ে কলাপাতা বা কাগজে নিম্নের দু'আ ও নক্সা লিখে পাত্রের পানিতে ডুবিয়ে অতঃপর কোমর পর্যন্ত পানিতে দাঁড়িয়ে মাথার উপর পানি ঢালবেন। আল্লাহর ফজলে রোগ-ব্যাধি থেকে এর দ্বারা নিরাপদ থাকবেন।

দু'আ ও নক্সা

بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إن اللهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُوْلَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غفورا

4	9	2
3	5	7
8	1	6

আখেরী চাহার সম্বা সম্পর্কে ফকীহগণের অভিমত

জাওয়াহেরুল কুনুজ ৫ম খন্ডের ৬১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ছফর মাসের শেষ বুধবার সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল করা উত্তম। সূর্যোদয়ের পর দুই রাকাত নফল নামায পড়া ভাল।

নিয়ম: প্রথম রাকাতে 'কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলক এবং দ্বিতীয় রাকাতে ''কুলিদ উল্লাহা আওয়িদুর রহমান' থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। সালাম ফিরানোর পর নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে-
আল্লাহুম্মাছরাফ আন্নী শাররা হাযাল ইয়াউমা' ওয়াছিমনী মিন শাউমিহি ওয়াজতানিবনী আম্মা আখাফু ফীহি মিন নহুছাতিহী ওয়া কুরবাতিহী বিফাদলিকা ইয়া দাফিয়াশ শুরুরি ইয়া মালিকান নুশুরি ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অনুরূপভাবে ‘জাওয়াহেরে কানজ, ৫ম খণ্ড, ৬১৭ পৃষ্ঠায় আছে, মাহে ছফরের শেষ বুধবার 'সপ্তসালাম' লিখে তা পানিতে ধুয়ে পানিটুকু পান করবে। আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী সাহেব তার মজমুয়ায়ে ফতওয়ায়ও একথা উল্লেখ করেছেন। “তাযকিরাতুল আওরাদ" কিতাবে উল্লেখ আছে-

যে ব্যক্তি আখেরী চাহার সম্বার প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের পর আয়াতে রহমত (সাত সালাম) পাঠ করে নিজের শরীরে ফুঁক দেয় বা তা পানের উপর লিখে ধুয়ে পান করে, আল্লাহ পাক তাকে সব রকম বালা মুছিবত ও রোগব্যাধি হতে নিরাপদ রাখবেন।

“আনওয়ারুল আউলিয়া" কিতাবে বর্ণিত আছে- যে ব্যক্তি আখেরী চাহার সম্বার দিন দুই রাকাত নফল নামায আদায় করবে আল্লাহ পাক তাকে হৃদয়ের প্রশস্ততা দান করবেন। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর এগার বার সূরা ইখলাস নামায শেষে ৭০বার দরূদ শরীফ পড়বে (আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আছহাবিহী ওয়াসাল্লাম) অথবা প্রতি রাকাতে ৩ বার সূরা ইখলাস দ্বারা নামায শেষ করে ৮০ বার সূরা আলাম নাশরাহলাকা, সূরা নছর, সূরা ত্বীন ও ইখলাস পড়বে।[59]

মাওলানা আহমাদ রেযা খান সাহেব বলেন,

জাওয়াবঃ আখেরী চাহার শম্বার কোন ভিত্তি নেই। (হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত না হলে তাকে ভিত্তিহীন বলা হয়-অনুবাদক)। ওই দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোগ্য লাভ করার কোন প্রমাণ মিলে না বরং যে রোগে ওফাত শরীফ হয়েছে তার সূচনা সে দিন থেকে ধরা হয়। আর একটি হাদীসে মারফু এসেছে-

---

[59] মাসিক তরজুমান, সফর ১৪৩৯, অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৭, পৃঃ ১০-১১

آخرُ أربعاء من الشهر يومُ نحسٍ مستمر

(এ মাসের শেষ বুধবার হচ্ছে ঘটমান অকল্যানের দিন।) আরো বর্ণিত রয়েছে হযরত সায়্যিদুনা আইয়ুব আলা নবীয়্যানা আলাইহিস সালাম ওয়াত তাসলীম ওই দিনই রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। ওই দিনকে অশুভ মনে করে মাটির বাসন-কোসন ভেঙ্গে ফেলা গুনাহ। তা সম্পদ নষ্ট করা। প্রকৃতপক্ষে এ সব কথা-বার্তা ভিত্তিহীন ও অনর্থক। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(আ'লা হযরত রহঃ আখেরী চাহার শম্বা সম্পর্কে সাধারণ লোকের মাঝে প্রচলিত কুপ্রথা ও কুধারণার বিরোধিতা করেছেন। তাও দলীলের ভিত্তিতে। তাঁর বক্তব্যে প্রচলিত বরকতময় গোসল সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য পাওয়া যায় না। অনুবাদক)[60]

মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঈমী বলেন,

সফর মাসের আখেরী বুধবার সম্পর্কে যে রেওয়ায়েতটি প্রসিদ্ধ অর্থাৎ ঐদিন নাকি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরোগ্যের গোসল করেছিলেন, সেটা নিছক ভুল মাত্র। সঠিক রেওয়ায়েত হচ্ছে সফরের সাতাশ তারিখ রোগাক্রান্ত হন অর্থাৎ জ্বর ও মাথার ব্যথা শুরু হয় এবং ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার পর্দার অন্তরালে চলে যান। মাঝখানে কোন আরোগ্য লাভ করেননি। কুরআনখানি, ফাতিহা যখনই করা হোক না কেন, কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু ঘরের ঘটিবাটি ভেঙ্গে ফেলা সম্পদের অপচয় হেতু হারাম। [61]

[60] মাওলানা আহমাদ রেযা খান বেরলভী, আহকামে শরীয়ত, বাংলা, পৃঃ ১৭৫। অনুবাদক, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল।

[61] মুফতি আহমাদ ইয়ার খান নঈমী, ইসলামী জিন্দেগী, বাংলা, পৃঃ ৪৩-৪৪। অনুবাদক, অধ্যাপক লুতফুর রাহমান

আফসোস! বরকতময় গোসল শরীফ সহ আরো নানা বানোয়াট আমল যা মাসিক তরজুমানে উল্লেখ করা হয়েছে, বেরলভীদের দুই ইমামের কেউ বলেননি। কিন্তু চলছে মসলকে আলা হযরতের নামে।

জাল হাদীসঃ ফাজিলে বেরলভী বলেছেন, আর একটি হাদীসে মারফু এসেছে-

آخرُ أربعاء من الشهر يومُ نحسٍ مستمر

(এ মাসের শেষ বুধবার হচ্ছে ঘটমান অকল্যানের দিন।)
এই হাদিসটি আমার জানামতে জাল।[62]

---

[62] قال محفوظ بن ضيف الله شيحاني: تخريج حديث: آخِرُ أَرْبِعَاءَ فِي الشَّهْرِ، يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ

(موضوع): رواه القاضي وكيع في "الغُرَر من الأخبار"، وابن مرْدَويه في "تفسيره"، والخطيب البغدادي في "تاريخه" أيضاً، لكن بلفظ: من الشَّهر، عن ابن عبَّاس رضي الله عنه مرفوعاً.

وسنده ضعيف جداً، فيه مَسلَمة بن الصَّلْت، وهو: متروك الحديث، وفيه أيضاً من لا يُعرف حاله في الحديث، بالإضافة إلى عِلَّة أخرى وهي: الانقطاع.

وهذا الحديث أورده الحافظ ابن الجوزي في "الموضوعات" وقال عنه: لا يصّح، وأقرَّه السُّيوطي في "اللآلئ المصنُوعة"، وفي "الجامع الكبير"، ووافقهما الغُماري في "المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي".

وقال الإمام الذَّهبي في كتابه "مختصر الموضوعات": فيه مَسلَمة وهو متروك.

وقال عنه الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان": حديث منكر.

وقال الحافظ السَّخاوي في "المقاصد الحسنة": طرقه كلّها واهية.

মুফতি আহমাদ ইয়ার খান নঈমীর ভূলতথ্যঃ
নঈমী সাহেব বলেন,
“সঠিক রেওয়ায়েত হচ্ছে সফরের সাতাশ তারিখ রোগাক্রান্ত হন অর্থাৎ জ্বর ও মাথার ব্যথা শুরু হয় এবং ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার পর্দার অন্তরালে চলে যান।“

সফর মাসের ২৭ তারিখ যদি বুধবার হয়, কোন ভাবেই ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার হয় না। নিম্নের চার্টটি দেখুন,

---

وقال الإمام الشَّوكاني في "الفوئد المجموعة": رواه ابن مردَويه، وفي إسناده متروك.

وقال أيضاً في نفس الموضع: رواه الخطيب وفي إسناده كذاب.

والحديث موضوع كما جزم بذلك الإمام ابن الجوزي، والعلاَّمة الألباني، والدكتور بشار عوّاد البغدادي في تحقيقه: لتاريخ بغداد، والعلاَّمة المفسر الطاهر بن عاشور نقلاً عن بعض الأئمة، وأقرَّه على ذلك العلامة الدكتور بكر أبو زيد في "معجم المناهي اللفظية"، وغيرهم.

قلت: وفي هذا الحديث الموضوع دعوة ظاهرة إلى التَّشاؤم والتَّطير؛ حتَّى أنَّ من آثاره السَّيئة في بعض البلاد الإسلامية أنَّ بعض النَّاس يتشاءمون بهذا اليوم، ويتحاشونَ فيه السَّفر، وعقد الزواج، وعيادة المريض، وجميع الأمور المرجو فيها الخير؛ وهذا أمر قبيح جداً، واعتقاد باطلٌ ومذموم، إذ ليس في الأيام نحس ولا شؤم

সফর ৩০ দিন

বুধবার	২৭ সফর
বৃহস্পতিবার	২৮ সফর
শুক্রবার	২৯ সফর
শনিবার	৩০ সফর
রোববার	১ রবিউল আউয়াল
সোমবার	**২ রবিউল আউয়াল**
মঙ্গলবার	৩ রবিউল আউয়াল
বুধবার	৪ রবিউল আউয়াল
বৃহস্পতিবার	৫ রবিউল আউয়াল
শুক্রবার	৬ রবিউল আউয়াল
শনিবার	৭ রবিউল আউয়াল
রোববার	৮ রবিউল আউয়াল
সোমবার	**৯ রবিউল আউয়াল**
মঙ্গল বার	১০ রবিউল আউয়াল
বুধবার	১১ রবিউল আউয়াল
বৃহস্পতিবার	১২ রবিউল আউয়াল

সফর ২৯ দিন

বুধবার	২৭ সফর
বৃহস্পতিবার	২৮ সফর
শুক্রবার	২৯ সফর
শনিবার	১ রবিউল আউয়াল
রোববার	২ রবিউল আউয়াল
সোমবার	**৩ রবিউল আউয়াল**
মঙ্গলবার	৪ রবিউল আউয়াল
বুধবার	৫ রবিউল আউয়াল
বৃহস্পতিবার	৬ রবিউল আউয়াল
শুক্রবার	৭ রবিউল আউয়াল
শনিবার	৮ রবিউল আউয়াল
রোববার	৯ রবিউল আউয়াল
সোমবার	**১০ রবিউল আউয়াল**
মঙ্গল বার	১১ রবিউল আউয়াল
বুধবার	১২ রবিউল আউয়াল
বৃহস্পতিবার	১৩ রবিউল আউয়াল

অসুস্থতা – সুস্থতা – অসুস্থতা

আল্লাহর রাসূল ﷺ মধ্যখানে কিছুটা সুস্থ হওয়ার ঘটনা প্রমাণিত। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন,

روى البخاري: عائِشَةَ رضى الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَآخَرَ. فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لاَ. قَالَ هُوَ عَلِيٌّ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهَا وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ " هَرِيقُوا عَلَىَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ ". قَالَتْ فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ، حَتَّى جَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ. قَالَتْ وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী ’আয়িশাহ (رضى الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স বেড়ে গেল এবং রোগ-যন্ত্রণা তীব্র আকার ধারণ করল, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে অনুমতি চাইলেন যে, তিনি যেন আমার গৃহে অসুস্থ কালীন সময় অবস্থান করতে পারেন। এরপর তাঁরা অনুমতি দিলে তিনি দু’ব্যক্তি অর্থাৎ ’আব্বাস ও আরেকজনের সাহায্যে এভাবে বেরিয়ে আসলেন যে, মাটির উপর তাঁর দু’পা হেঁচড়াতে ছিল। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি ইবনু ’আব্বাস (رضى الله عنهما) কে হাদিসটি জানালে তিনি বলেনঃ আপনি কি জানেন, আরেক ব্যক্তি- যার নাম ’আয়িশাহ উল্লেখ করেননি, তিনি কে ছিলেন? আমি উত্তর দিলামঃ না।

তিনি বললেনঃ তিনি হলেন 'আলী। 'আয়িশাহ বলেনঃ যখন তাঁর রোগ-যন্ত্রণা আরো তীব্র হল তখন তিনি বললেন, যে সব মশকের মুখ এখনো খোলা হয়নি এমন সাত মশক পানি আমার গায়ে ঢেলে দাও। আমি লোকজনের কাছে কিছু অসীয়ত করে আসার ইচ্ছে পোষণ করছি। তিনি বলেন, তখন আমরা তাঁকে তাঁর স্ত্রী হাফসা্ -এর একটি কাপড় কাচার জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসালাম। এরপর তাঁর গায়ের উপর সেই মশকগুলো থেকে পানি ঢালতে লাগলাম। অবশেষে তিনি আমাদের দিকে ইশারা দিলেন যে, তোমরা তোমাদের কাজ করেছ। তিনি বলেনঃ এরপর তিনি লোকজনের দিকে বেরিয়ে গেলেন। আর তাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং তাদের সম্মুখে খুত্বা দিলেন।[63]

الرحيق المختوم:

ويوم الأربعاء قبل خمسة أيام من الوفاة، اتقدت حرارة العلة في بدنه، فاشتد به الوجع وغمي، فقال : هريقوا علي سبع قرب من آبار شتى، حتى أخرج إلى الناس، فأعهد إليهم فأقعدوه في مخضب، وصبوا عليه الماء، حتى طفق يقول : حسبكم، حسبكم.

وعند ذلك أحس بخفة، فدخل المسجد– وهو معصوب الرأس– حتى جلس على المنبر، وخطب الناس– والناس مجتمعون حوله –فقال:

[63] বুখারী ৫৭১৪

لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد – وفي رواية قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال :لا تتخذوا قبري وثنا يعبد[64]

ওফাত প্রাপ্তির পাঁচ দিন পূর্বে বুধবার দিবস দেহের উত্তাপ আরও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে রোগযন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পায় এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তে থাকেন। এ অবস্থায় তিনি বললেন,

(هَرِيْقُوْا عَلَى سَبْعَ قِرَبٍ مِنْ آبَارٍ شَيٍّ، حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى النَّاسِ، فَأَعْهَدُ إِلَيْهِمْ)

"আমার শরীরে বিভিন্ন কূপের সাত মশক পানি ঢাল, যাতে আমি লোকজনদের নিকট গিয়ে উপদেশ দিতে পারি। এ প্রেক্ষিতে নাবী কারীম ﷺ কে একটি বড় পাত্রের মধ্যে বসিয়ে তাঁর উপর এত বেশি পরিমাণ পানি ঢালা হল যে, তিনি নিজেই ক্ষান্ত হও', ক্ষান্ত হও' বলতে থাকলেন।

সে সময় নাবী কারীম ﷺ এর রোগ যন্ত্রণা কিছুটা প্রশমিত হয় এবং তিনি মসজিদে গমন করেন। তখনো তাঁর মাথায় পট্রি বাঁধা ছিল। তিনি মিম্বরের উপর উঠে বসেন এবং ভাষণ প্রদান করেন। সাহাবীগণ আশপাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন, ইয়াহুদ ও নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক এ কারণে যে, তারা তাদের নাবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। অন্য এক রেওয়ায়াতে রয়েছে,

(قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاتِهِمْ مَسَاجِدَ)

---

[64]صفي الرحمن المباركفوري (ت ١٤٢٧هـ)، **الرحيق المختوم**، إلى الرفيق الأعلى الأسبوع الأخير، ص 427، الناشر: دار الهلال

ইহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি যে তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।[65]

البداية والنهاية

وَقَدْ خَطَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ خُطْبَةً عَظِيمَةً، بَيَّنَ فِيهَا فَضْلَ الصِّدِّيقِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الصَّحَابَةِ، مَعَ مَا كَانَ قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَنْ يَؤُمَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعِينَ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ مَعَ حُضُورِهِمْ كُلِّهِمْ، وَلَعَلَّ خُطْبَتَهُ هَذِهِ كَانَتْ عِوَضًا عَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَهُ فِي الْكِتَابِ، وَقَدِ اغْتَسَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، بَيْنَ يَدَيْ هَذِهِ الْخُطْبَةِ الْكَرِيمَةِ، فَصَبُّوا عَلَيْهِ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ، وَهَذَا مِنْ بَابِ الِاسْتِشْفَاءِ بِالسَّبْعِ، كَمَا وَرَدَتْ بِهَا الْأَحَادِيثُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

ذِكْرُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ :أَنْبَأَنَا الْحَاكِمُ، أَنْبَأَنَا الْأَصَمُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ فِي مَرَضِهِ "أَفِيضُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ مِنْ سَبْعِ آبَارٍ شَتَّى، حَتَّى أَخْرُجَ فَأَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ " فَفَعَلُوا، فَخَرَجَ فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا ذَكَرَ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ذَكَرَ أَصْحَابَ أُحُدٍ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَدَعَا لَهُمْ،

---

[65] আর রাহীকুল মাখতুম, বাংলা, পৃঃ ৫২৯ – ৫৩০, অনুবাদক আব্দুল খালেক রহমানী

ثُمَّ قَالَ " يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، إِنَّكُمْ أَصْبَحْتُمْ تَزِيدُونَ، وَالْأَنْصَارُ عَلَى هَيْئَتِهَا لَا تَزِيدُ، وَإِنَّهُمْ عَيْبَتِي الَّتِي أَوَيْتُ إِلَيْهَا، فَأَكْرِمُوا كَرِيمَهُمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ "ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " :أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَدْ خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللَّهِ "فَفَهِمَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَبَكَى، وَقَالَ :بَلْ نَحْنُ نَفْدِيكَ بِأَنْفُسِنَا وَأَبْنَائِنَا وَأَمْوَالِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " عَلَى رِسْلِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، انْظُرُوا إِلَى هَذِهِ الْأَبْوَابِ الشَّارِعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَسُدُّوهَا، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا عِنْدِي أَفْضَلَ فِي الصُّحْبَةِ مِنْهُ هَذَا مُرْسَلٌ لَهُ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ.

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ :حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ زُبَيْدِ بْنِ طُوسَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ» :خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَاصِبًا رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ تَحَدَّقَ النَّاسُ بِالْمِنْبَرِ وَاسْتَكَفُّوا، فَقَالَ :وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لِقَائِمٌ عَلَى الْحَوْضِ السَّاعَةَ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَلَمَّا قَضَى تَشَهُّدَهُ كَانَ أَوَّلَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَنِ اسْتَغْفَرَ لِلشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا بِأُحُدٍ، ثُمَّ قَالَ " :إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللَّهِ، فَاخْتَارَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ "فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ فَعَجِبْنَا لِبُكَائِهِ، وَقَالَ :بِأَبِي وَأُمِّي نَفْدِيكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَنْفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَهُ " عَلَى رِسْلِكَ[66].

---

[66] أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت ٧٧٤ هـ) ، **البداية والنهاية** ، سنة إحدى عشرة من الهجرة فصل في الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة رسول الله ﷺ ، ج8 ص38-39، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م سنة النشر: ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م عدد الأجزاء: ٢١

এ ছাড়া নবী করীম (ﷺ) তাঁর ওফাতের পাঁচ দিন আগে বৃহস্পতিবার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন যাতে তিনি সকল সাহাবীর তুলনায় (আবূ বকর) সিদ্দীক (رضي الله عنه) এর মাহাত্ম্য শ্রেষ্ঠত্ব বিবৃত করে দিয়েছিলেন। সেই সাথে রয়েছে সকল সাহাবীর উপস্থিতিতে তাঁদের সকলের ইমামত করার ব্যাপারে নবী করীম (ﷺ) এর সুস্পষ্ট নির্দেশ । বর্ণনা পরে আসছে। এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি তাঁর লিপিতে যা লিখে দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন, তাঁর এ ভাষণটি ছিল তারই বিকল্প। এ মাহান অভিভাষণের আগে নবী করীম (ﷺ) গোসল করেছিলেন। ঘরের লোকেরা এমন সাতটি মশক হতে তাঁর গায়ে পানি ঢাললেন, যেগুলোর 'মুখের বাঁধন' খোলা হয়নি। এ বিষয়টি 'সাত' সংখ্যা যোগে নিরাময় লাভ সম্পর্কিত। অন্যত্র এ বিষয় অনেক হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে। মোট কথা, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) গোসল করার পরে বের হয়ে এসে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন; তারপর তাদের সামনে ভাষণ দিলেন। আইশা (رضي الله عنها) বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীসে যেমন বলা হয়েছে।

ওফাত পূর্বকালীন নবী করীম (ﷺ) এর ভাষণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিবৃত হাদিসসমূহের আলোচনা

বায়হাকী (র) বলেন, হাকিম (র).... আইয়ুব ইবন বাশীর (رضي الله عنه) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ্ (ﷺ) তাঁর (অন্তিম) অসুস্থতা কালে বললেন, সাতটি ভিন্ন ভিন্ন কুয়োর সাত মশক হতে আমার উপরে পানি ঢেলে দাও; যাতে আমি বের হতে পারি এবং লোকদের অংগীকার নিতে ও উপদেশ দিতে পারি।" তাঁরা তা পালন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বের হয়ে এসে মিম্বরে উপবেশন করলেন। তখন আল্লাহর হাম্দ ও তাঁর ছানার পরে নবী করীম (ﷺ) প্রথম যে বিষয়টি আলোচনা করলেন তা ছিল উহুদের শহীদগণের আলোচনা তিনি

তাঁদের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করলেন এবং তাদের জন্য দু'আ করলেন। তারপর তিনি বললেন,
"হে মুহাজির জামাআত! তোমরা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছো, আর আনসারীরা তাদের স্থিতাবস্থায় রয়েছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ওরা আমার সে (সুরক্ষিত) সিন্দুক, যাতে আমি আশ্রয় নিয়েছি। তাই তাদের মধ্যকার সজ্জনদের সম্মান করবে এবং অন্যায়কারীদের মার্জনা করবে।" তারপর রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, লোক সকল! আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদের মাঝে এক বান্দাকে দুনিয়া এবং আল্লাহর কাছে যা রয়েছে এ দুয়ের মাঝে একটি বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দিলেন, সে বান্দা আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তাই ইখতিয়ার করল।" জনতার মাঝে আবূ বকর (رضي الله عنه) এ কথার গুঢ়তত্ত্ব অনুধাবন করে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, "বরং আমরা আমাদের জীবন, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও সম্পদ-সম্পত্তি আপনার জন্য উৎসর্গিত করছি।" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ধীরে আবূ বকর। (ব্যস্ত হয়ো না।).... মসজিদ মুখী এ দরযাগুলোর দিকে লক্ষ্য কর! এগুলো বন্ধ করে দেবে- আবু বকরের ঘর হতে যেটি রয়েছে সেটি বাদে। কেননা, সঙ্গী হিসাবে আমার কাছে তার চাইতে শ্রেষ্ঠ কাউকে আমি জানি না। এ হাদিসটি মুরসাল (সনদ বিযুক্ত) তবে এর অনেক শাহিদ (সমর্থক) রিওয়ায়াত রয়েছে। ওয়াকিদী (র) বলেন, ... নবী করীম (ﷺ) এর সহধর্মিনী, উম্মু সালামা رضي الله عنها) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "এক টুকরা কাপড় দিয়ে মাথায় পট্টি বেঁধে "রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বের হলেন, তিনি মিম্বরের উপর স্থির হলে উপস্থিত লোকেরা মিম্বরের চারদিক ঘিরে ফেলল এবং বেষ্টনী বানিয়ে ফেলল। তখন নবী করীম (ﷺ) বললেন, "যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! এ মুহূর্তে আমি অবশ্যই হাওয (-ই কাওছার)-এর উপরে অবস্থান করছি।" তারপর তিনি তাশাহহুদ (হামদ ও সালাত আদায় করলেন। তাশাহহুদ শেষে তিনি প্রথম যে কথাটি বললেন, তা ছিল এই যে, উহুদের শহীদদের

জন্য মাগফিরাতের দু'আ। তারপর বললেন, আল্লাহর বান্দাদের মাঝে একজন বান্দা দুনিয়া এবং আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে (এ দু'য়ে)-এর মাঝে ইখতিয়ার প্রদত্ত হয়ে সে বান্দা আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে তা পছন্দ করল।" এ কথা শুনে আবূ বকর (رضي الله عنه) কাঁদতে শুরু করলেন। আমরা তাঁর সে কান্নায় বিস্ময়বোধ করলাম। তিনি বললেন, আমার মা-বাপের কসম! আমরা আপনার জন্য উৎসর্গ করছি আমাদের পিতাদের আমাদের মাতাদের এবং আমাদের জীবন ও সম্পদসমূহ! এতে খোদ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ই ছিলেন 'ইখতিয়ারপ্রাপ্ত বান্দা এবং আবূ বকর (রা) ছিলেন আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর ব্যাপারে সর্বাধিক বিজ্ঞজন।

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তাঁকে বলতে লাগলেন ধীরে! (ব্যস্ত হয়ো না!)। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আমির (র), আবূ সাঈদ (رضي الله عنه) হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) লোকদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ একজন বান্দাকে দুনিয়া এবং তাঁর (আল্লাহর) কাছে যা রয়েছে তার মাঝে (পসন্দ ও বাছাই করার) ইখতিয়ার দিলে সে বান্দা আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা পসন্দ করল।" বর্ণনাকারী বলেন, 'এতে আবূ বকর (رضي الله عنه) কেঁদে দিলেন।" বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাঁর কান্না দেখে বিস্মিত হলাম এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তো কোনও বান্দা সম্পর্কে খবর দিচ্ছিলেন (তাতে কান্নার কি রয়েছে? পরে বুঝা গেল যে অথচ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ই ছিলেন ইখতিয়ার প্রদত্ত ব্যক্তি এবং আবূ বকর ছিলেন সে বিষয় আমাদের মাঝে সর্বাধিক বিজ্ঞ। [67]

---

[67] আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, বাংলা ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮-৩৮০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

পরিশিষ্ট – কিতাবের স্ক্রীনশট

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ১

کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟

عرض : غوث ہر زمانہ میں ہوتا ہے؟

ارشاد : بغیر غوث کے زمین وآسمان قائم نہیں رہ سکتے۔

غوث کا کشف

عرض : غوث کے مراقبے سے حالات منکشف (یعنی ظاہر) ہوتے ہیں؟

ارشاد : نہیں! بلکہ اُنہیں ہر حال یوں ہی مثلِ آئینہ **پیشِ نظر** ہے۔(اس کے بعد ارشاد فرمایا) ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں۔ غوث کا لقب ''عبداللہ'' ہوتا ہے اور وزیرِ دستِ راست (یعنی دائیں طرف کا وزیر) ''عبدالرَّب'' اور وزیرِ دستِ چپ (یعنی بائیں طرف کا وزیر) ''عبدالملک''۔ اس سلطنت میں وزیرِ دستِ چپ، وزیرِ راست سے اعلیٰ ہوتا ہے بخلاف سلطنتِ دنیا اس لئے کہ یہ سلطنتِ قلب ہے اور دل جانبِ چپ۔ غوثِ اکبر وغوثِ ہر غوث حضور سیدِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ صدیقِ اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہٖ وسلم) کے وزیرِ دستِ چپ تھے اور فاروقِ اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) وزیرِ دستِ راست۔ پھر اُمت میں سب سے پہلے درجۂ غوثیت پر امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز ہوئے اور وزارت امیر المؤمنین فاروقِ اعظم وعثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا ہوئی، اس کے بعد امیر المؤمنین فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت مرحمت ہوئی اور عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومولیٰ علی کرَّمَ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم وزیر ہوئے پھر امیر المؤمنین حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت عنایت ہوئی اور مولیٰ علی کرَّمَ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم وامام حَسَن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر ہوئے پھر مولیٰ علی (کرَّمَ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم) کو اور امامین محترمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وزیر ہوئے، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تک یہ سب حضرات مستقل غوث ہوئے۔ امام حَسَن عسکری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے بعد حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے حضرات ہوئے سب اُن کے نائب ہوئے۔ ان کے بعد سیِّدُنا غوثِ اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) مستقل غوث، حضور تنہا غوثیتِ کبریٰ کے درجہ پر فائز ہوئے۔ حضور ''غوثِ اعظم'' بھی ہیں اور ''سیِّدُ الافراد'' بھی، حضور کے بعد جتنے ہوئے اور جتنے اب ہوں گے حضرت امام مہدی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تک سب نائب حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیتِ کبریٰ عطا ہوگی۔

اَفراد کون ہیں؟

عرض : حضور ''اَفراد'' کون اصحاب ہیں؟

www.dawateislami.net

ফাজিলে বেরলভী সমাচার ২ (ইরফানে শরীয়ত)

سوال نمبر ١ ٤٥٥:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ان اقوال کے باب میں اول ایک رسالہ میں لکھا ہے کہ شب معراج میں حضرت محمد (ﷺ) کو حضرات پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے عرش معلی پر اپنے اوپر سوار کر کے پہنچایا یا کاندھا دے کر اوپر جانے کی معاونت کی یعنی یہ کام اوپر جانے کا براق اور جبرائیل علیہ السلام اور رسول کریم (ﷺ) سے انجام کو نہ پہنچا۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مہم سر انجام کو پہنچائی؟

دوسری: یہ کہ رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو پیران پیر ہوتے؟

تیسری: یہ کہ زنبیل ارواح کی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے حضرت پیران پیر نے چھین لی تھی۔

چوتھی: یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت غوث اعظم کی روح کو دودھ پلایا ہے؟

پانچویں: اکثر عوام کے عقیدہ میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں اس اقوال کا کیا حال ہے۔ مفصل بیان فرما کر اجر عظیم اور ثواب کریم پائے اور رفع نزاع بین الفریقین فرمائیں؟

الجواب:

اللھم لک الحمد فقیر غفر اللہ تعالیٰ لہ کلمات چند مجمل و سود مند گزارش کرے کہ اگرچہ فریقین میں کسی کو پسند آئیں مگر بعونہ تعالیٰ حق و انصاف ان سے متجاوز نہیں۔ **والحق ان یتبع واللہ الھادی الیٰ صراط مستقیم** یہ قول کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نبی ہوتے اگرچہ اپنے مفہوم شرطی پر صحیح و جائز الاطلاق ہے کہ بے شک مرتبہ علیہ رفیعہ حضور پرنور رضی اللہ عنہ ظل مرتبہ نبوت ہے خود حضور معلی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قدم میرے جد اکرم (ﷺ) نے اٹھایا میں نے وہی قدم رکھا سوا اقدام نبوت کے کہ ان میں غیر نبی کا حصہ نہیں۔

از نبی بر داشتن گام از تو بنہادن قدم   غیر اقدام النبوۃ سد ممشاہا الختام

اور جواز اطلاق یوں کہ خود حدیث میں امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لئے **رواہ لو کان بعدی نبی فکان عمر بن الخطاب** میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ **رواہ احمد والترمذی والحاک عن عقیقۃ بن عامر والطبرانی عن**

visit: www.YaNabi.in ...যাত-ই আ'লা হযরত সাহেব, মাওলানা মৌলভী রহম এলাহী সাহেব ব্যবস্থাপক আনজুমান এ আহলে সুন্নাত ও শিক্ষক মাদ্রাসা আহলে সুন্নাত, মাওলানা মৌলভী আমজাদ আলী

ফাজিলে বেরলভী সমাচার

বাহাস করলে তরক হবে সবচেয়ে বড় ফরজ

জাতীয় লোকদের সাথে মৌখিক আলাপ আলোচনা হওয়া যার প্রেক্ষিতে সে কিছুনা কিছু বকে যাবেই। যাতে মানুষ মনে করবে যে বড় বক্তা, প্রত্যেকটির যথাযথ উত্তর দিচ্ছে মানুষের শক্তি নেই যে, মুখ বন্ধ করার। নির্লজ্জ নাস্তিকগণ আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে ও বিরত থাকবেনা সেখানেও অনবরত বলতে থাকবে অবশেষে মুখে শীল গালা করে দেয়া হবে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি নির্দেশ হবে বলে যাও—

ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ۝

এধরনের লোকদের সাথে সর্বদা লিখিত আলোচনা হওয়া উচিত যাতে প্রতারণার ফাঁদ বন্ধ হয়ে যায়। অনেক প্রতারনা হয় ওয়াহাবী ইত্যাদির সাথে শাখা প্রশাখা নিয়ে আলোচনা করে ওয়াহাবী, মুকাল্লিদ বিরোধী ও কাদিয়ানীরা এটিই চায় যে মৌলিক বিষয়াদি নিয়ে শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে। তাদের কখনো এ সুযোগ দেয়া উচিত নয় তাদের এটি বলে দেয়া চাই, প্রথমে তোমরা ইসলামের বৃত্তে এসো নিজেদের মুসলমান হওয়া প্রমাণ করো অতঃপর শাখা প্রশাখা সংক্রান্ত মাসয়ালা নিয়ে আলোচনার অধিকার হবে।

প্রশ্ন : মুসাফাহা প্রত্যাবর্তনের সময় করতে নিষেধ করা হয়েছে?

উত্তর : না, নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ যখন পরস্পর সাক্ষাত করতেন মুসাফাহা করতেন আর যখন বিদায় নিতেন কোলাকুলি করতেন।

প্রশ্ন : কোলাকুলি এক পক্ষ থেকে না উভয় পক্ষ থেকে করে?

উত্তর : এক পক্ষ থেকেও হয়ে যাবে তবে আরবে উভয় পক্ষ থেকে করে।

প্রশ্ন : জুমা, উভয় ঈদ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর মুসাফাহা করা কিরূপ?

ফাজিলে বেরলভী সমাচার
বাহাস করলে তরক হবে সবচেয়ে বড় ফরজ

হয়েছিল আর পরিপূর্ণ তিন দিবারাত্রিও। মাওয়াযাহ্য শরীফে ধারাবাহিকভাবে কোরান তেলাওয়াত জারী ছিল।

১০। কাফনে কোন মূল্যবান বস্ত্র বা বড় চাদোয়া দেবেন না। কোন কথা যেন সুন্নাতের পরিপন্থী না হয়।

১১। ফাতেহার খাবার থেকে ধনীদেরকে দেয়া যাবে না শুধু গরীবদেরকে দেবেন। তা-ও সম্মান ও মনোরঞ্জনের সাথে। ধমক দিয়ে নয়। যাতে কোন কার্যক্রম নবীর সুন্নাতের পরিপন্থী না হয়।

১২। প্রিয়জনদের মন রক্ষার খাতিরে সম্ভব হলে খাবার থেকে কিছু তাদের কাছে পৌঁছায়ে দেবেন।

১৩। রেজা হোসাইন, হাসনাইন,রেজা ও আপনারা সবাই প্রীতি ও ঐক্যতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন। যতটুকু সম্ভব শরীয়াতের অনুসরণ পরিত্যাগ করবেন না। আর আমার দ্বীন ও মাযহাব যা আমার কিতবাদী হতে প্রকাশিত উহার উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকা প্রত্যেক ফরজ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। আল্লাহ তায়ালা শক্তিদাতা। ইহা লিপিবদ্ধের পর আ'লা হযরত কেবলা নিজেই দস্তখত করলেন।

ইমামে আহলে সুন্নাত মজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজার ইন্তেকালের মুহূর্তঃ

আলা হযরত কেবলা অছিয়ত নামা লিপিবদ্ধ করালেন অতঃপর উহাতে নিজ হাতে দস্তখত করে নিজেই আমল করলেন। অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সব কাজ ঘড়ি দেখে ঠিক সময়ে এরশাদ করতেছেন। যখন দু'টা বাজার চার মিনিট বাকী ছিল তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কয়টা বেজেছে যখন সময় বলে দেয়া হল তখন তিনি ইরশাদ করলেন একটা ঘড়ি আমার সামনে রেখে দেন। হুকুম তামীল করা হল। তারপর ইরশাদ করলেন, ছবি নামিয়ে ফেলুন এখন ছবির কোন কাজ নেই। উল্লেখ্য যে, তিনি ছবি বলতে ডাক পোষ্টের ছবি যুক্ত স্ট্যাম, ছবি ওয়ালা কার্ড, ছবি ওয়ালা টাকা পয়সার কথা বলেছেন) এমনিতে তাঁর ঘরে অন্য কিছুর ছবি ছিলনা। অতঃপর মাওলানা মুহাম্মদ হামেদ রেজা খান সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন অযু করে আসুন এবং কোরআন শরীফ নিয়ে আসুন। তিনি অযু করে এখনো আসেননি, ইতিমধ্যে মুফতীয়ে আজম হিন্দ মাওলানা মুস্তফা রেজা খান সাহেবকে বললেন কী করতেছেন, কোরানে কারীম নিয়ে সূরা ইয়াছিন শরীফ এবং সূরা রা'য়াদ শরীফ তেলাওয়াত করুন। এখন দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেয়ার মাত্র কয়েক মিনিট অবশিষ্ট। নির্দেশ মোতাবেক সূরাদ্বয় তেলাওয়াত করা হচ্ছে। আ'লা হযরত একাগ্রচিত্তে তেলাওয়াত শ্রবণ করতেছেন, আর যে আয়াতের মধ্যে সন্দেহ হচ্ছে বা শ্রবণে পরিপূর্ণ আসতেছে না কিংবা পঠনে যের-যবরের কোন পার্থক্য হচ্ছে তা তিনি নিজে তেলাওয়াত করে বলে দিলেন।

এরপর সৈয়্যদ মাহমুদ আলী সাহেব একজন মুসলমান ডাক্তার আ'লা হযরত কেবলার খুব প্রিয় হযরত মাওলানা হাসনাইন রেজা খান সাহেবের সঙ্গে আরও কিছু ভক্ত-অনুরক্ত সহ

জীবন ও কারামত-১৫৩

ফাজিলে বেরলভী সমাচার

বাহাস করলে তরক হবে সবচেয়ে বড় ফরজ

ওসায়া শরীফ

at.net

۱۶

(۱۳) ننھے میاں سلمہ کی نسبت جو خیالات حامد رضا خان کے ہیں، میں نے تحقیق
کیا سب غلط ہیں اور وہ احکام بے اصل، یہ شرعی مسئلہ سے کہتا ہوں نہ رو رعایت
سے ان کی غلط فہمی ہے، ان کی اطاعت و محبت واجب ہے، اور اُن پر اُن سے
محبت و شفقت لازم، جو اس کے خلاف کرے گا اس سے

(۱۴) رضا حسین حسنینؓ اور تم سب محبت و اتفاق سے رہو، اور حتی الامکان
اتباعِ شریعت نہ چھوڑو، اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس
پر مضبوطی سے قائم رہنا، ہر فرض سے اہم فرض ہے، اللہ توفیق دے والسلام
۲۵ صفر المظفر ۱۳۴۰ھ روز جمعہ مبارکہ ۱۲ بجکر ۲۱ منٹ پر یہ دینی وصایا قلم بند
ہوئے ۔

ফাজিলে বেরলভী সমাচার
মাথা সব সময় কাবায় সেজদায়

www.alahazrat.net

یہاں تک کہ رب عزوجل نے خود ہی باکمال محبت ارشاد فرمایا:

طٰهٰ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى

"اے چودھویں رات کے چاند ہم نے تم پر قرآن اس لئے نہ اُتارا کہ تم مشقت میں پڑو۔"

غرض نماز مرتے دم تک معاف نہیں۔ رب عزوجل فرماتا ہے:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ "اے بندے اپنے رب کی عبادت کئے جا، یہاں تک کہ تجھے موت آئے۔"

ایک صاحب صالحین سے تھے، بہت ضعیف ہوئے، پنجگانہ مسجد کی حاضری نہ چھوڑتے، ایک شب عشاء کی حاضر میں گر پڑے، چوٹ آئی۔ بعد نماز عرض کی: الٰہی اب میں بہت ضعیف ہوا بادشاہ اپنے بوڑھے غلاموں کو خدمت سے آزاد کر دیتے ہیں، مجھے آزاد فرما۔ ان کی دعا قبول ہوگئی مگر یوں کہ صبح اُٹھے، تو مجنون تھے یعنی جب تک عقل تکلیفی باقی ہے، نماز معاف نہیں۔ سچے مجاذیب بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ اگرچہ لوگ انہیں پڑھتے نہ دیکھیں۔

کسی نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے حضرت سیدی قضیب البان موصلی قدس سرہٗ کی شکایت کی کہ ان کو کبھی نماز پڑھتے نہ دیکھا، ارشاد فرمایا: اس سے کچھ نہ کہو اس کا سر ہر وقت خانہ کعبہ میں سجود میں ہے۔

عرض ٤٦ مرد کو چوٹی رکھنا جائز ہے یا نہیں بعض فقیر رکھتے ہیں۔

ارشاد حرام ہے حدیث میں فرمایا:

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَابِهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

"اللہ کی لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت رکھیں اور ایسی عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت پیدا کریں۔"

عرض ٤٧ ولد احرام کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں۔

ارشاد اگر اس سے علم و تقویٰ میں زیادہ یا اس کی مثل جماعت میں موجود ہو تو اسے امام بنانا نہ چاہئے، ہاں اگر یہ سب حاضرین سے علم و تقویٰ میں زائد ہو تو اسی کا امام بنایا جائے۔

عرض ٤٨ حضور اس میں بچہ کا کیا قصور ہے۔

ارشاد شرع کو تکثیر جماعت کا بڑا لحاظ ہے۔ امام میں کوئی ایسی بات ہو جس سے قوم کو نفرت و باعث تقلیل جماعت ہو، اس کی امامت ناپسند ہے اگرچہ اس کا قصور نہ ہو، لہٰذا جس کے بدن پر برص کے داغ بکثرت ہوں اس کی امامت مکروہ ہے۔ رغبت جماعت ہی کے لحاظ سے مستحب ہے کہ اور فضائل میں مساوات کے بعد امام خوب صورت و خوش گلو ہو (پھر فرمایا) نماز کو لوگوں نے

ফাজিলে বেরলভী সমাচার
মাথা সব সময় কাবায় সেজদায়

visit: www.YaNabi.in

নামায পড়তে দেখেন নাই। তিনি বলেন, তাকে কিছু বলোনা, তার মস্তক সর্বদা কাবা ঘরে সিজদারত।

প্রশ্ন : পুরুষের খোপা রাখা জায়েয আছে কি নাই কোন কোন ফকির খোপা রাখছে?

উত্তর : হারাম। হাদিসে আছে-

لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

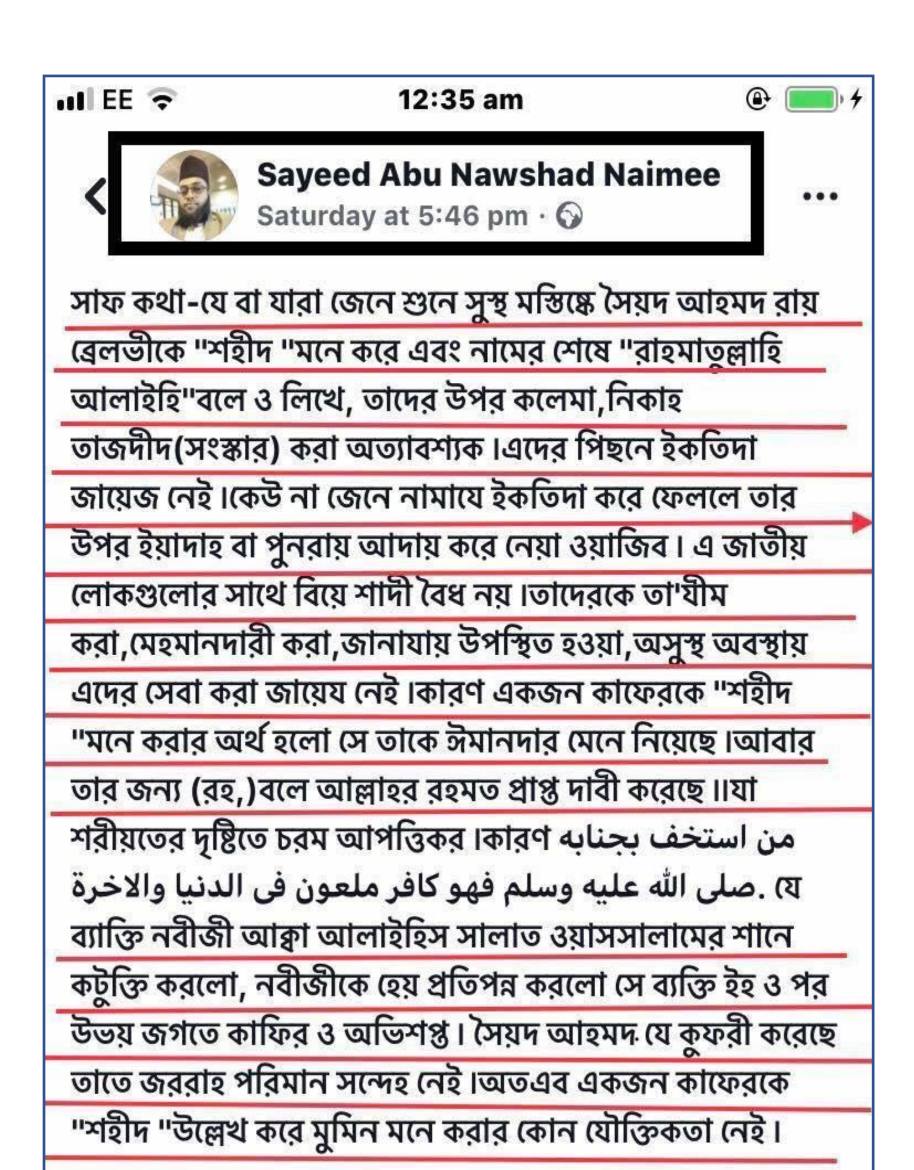
-আল্লাহর অভিশাপ এরূপ লোকদের উপর যারা মহিলাদের সাদৃশ্য রাখে এবং এমন মহিলাদের উপর যারা পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য রাখে।

প্রশ্ন : জারজ সন্তানের পীছনে নামায হবে কি হবে না?

উত্তর : যদি তার থেকে ইলম ও তাকওয়ায় অধিক যোগ্য অথবা তার সমকক্ষ জামায়াতে উপস্থিত থাকে তা হলে তাকে ইমাম বানানো উচিৎ নয়। হ্যাঁ, এ (জারজ সন্তান) উপস্থিত সকলের চাইতে ইলম ও তাকওয়ায় অধিক উপযুক্ত, যোগ্য হয় তাহলে তাকে ইমাম বানানো যাবে।

প্রশ্ন : হুযুর! তাতে বাচ্চার কি অপরাধ?

উত্তর : শরীয়তের নিকট জামায়াতের অধিক মানুষের গুরুত্ব অত্যাধিক। ইমামের মধ্যে যখন এমন কোন বিষয় থাকে যাদ্বারা সমাজ বাসীর ঘৃণা এবং জামায়াতে মানুষের স্বল্পতার কারণ হয় তখন তার ইমামতি মাকরূহ হবে। জামায়াতের প্রতি উৎসাহের কারণে মুস্তাহাব হচ্ছে যোগ্যতার মধ্যে সমান হওয়ার পর ইমামের সুকণ্ঠের অধিকারী হওয়া (অতঃপর বলেন,) নামাযকে মানুষেরা সহজ মনে করেছে সাধারণ মানুষের কথা কি বলব অনেক বড় বড় আলেম দাবীদারের নামাযও শুদ্ধ হচ্ছে না। (অতঃপর বলেন) ইবাদত কেবলমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে হওয়া উচিৎ, কখনো নিজের আমলের উপর অহংকারী হও না। কারো গোটা জীবনের সৎ কর্ম সমূহ তার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত একটি নিয়ামতের সমকক্ষ হয় না। আগেকার উম্মতদের মধ্যে একজন আল্লাহর সৎ বান্দাহ সমুদ্রের মধ্যে একটি পাহাড়ে যেখানে মানুষের চলাচল ছিল না রাত দিন আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা উক্ত পাহাড়ের উপর তার জন্য আনারের একটি বৃক্ষ জন্মান এবং একটি মিষ্টি ঝর্ণা প্রবাহ করেন। তিনি আনার খেতেন ও ঝর্ণার পানি পান করতেন অতঃপর আল্লাহর এবাদত করতেন এভাবে চারশ বছর অতিবাহিত করেন। উল্লেখ্য যে, যখন মানুষ একাকী নির্জনতায় জীবন যাপন করেন অন্য কেউ না থাকে তখন না



EE 12:35 am

Sayeed Abu Nawshad Naimee
Saturday at 5:46 pm ·

সাফ কথা-যে বা যারা জেনে শুনে সুস্থ মস্তিষ্কে সৈয়দ আহমদ রায় ব্রেলভীকে "শহীদ "মনে করে এবং নামের শেষে "রাহমাতুল্লাহি আলাইহি"বলে ও লিখে, তাদের উপর কলেমা,নিকাহ তাজদীদ(সংস্কার) করা অত্যাবশ্যক।এদের পিছনে ইকতিদা জায়েজ নেই।কেউ না জেনে নামাযে ইকতিদা করে ফেললে তার উপর ইয়াদাহ বা পুনরায় আদায় করে নেয়া ওয়াজিব। এ জাতীয় লোকগুলোর সাথে বিয়ে শাদী বৈধ নয়।তাদেরকে তা'যীম করা,মেহমানদারী করা,জানাযায় উপস্থিত হওয়া,অসুস্থ অবস্থায় এদের সেবা করা জায়েয নেই।কারণ একজন কাফেরকে "শহীদ "মনে করার অর্থ হলো সে তাকে ঈমানদার মেনে নিয়েছে।আবার তার জন্য (রহ,)বলে আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত দাবী করেছে।।যা শরীয়তের দৃষ্টিতে চরম আপত্তিকর।কারণ من استخف بجنابه صلى الله عليه وسلم فهو كافر ملعون فى الدنيا والاخرة. যে ব্যাক্তি নবীজী আক্বা আলাইহিস সালাত ওয়াসসালামের শানে কটুক্তি করলো, নবীজীকে হেয় প্রতিপন্ন করলো সে ব্যক্তি ইহ ও পর উভয় জগতে কাফির ও অভিশপ্ত। সৈয়দ আহমদ যে কুফরী করেছে তাতে জররাহ পরিমান সন্দেহ নেই।অতএব একজন কাফেরকে "শহীদ "উল্লেখ করে মুমিন মনে করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

ওহাবী দেওবন্দী মুরতাদ

شکار کرنے چلے تھے شکار ہو بیٹھے

''عمران بن حطّان رَقاشی'' اکابر علمائے مُحدِّثین سے تھا، اس کی ایک چچازاد بہن خارجیہ تھی، اس سے نکاح کرلیا۔ علمائے کرام نے سُن کر طعنہ زنی کی۔ کہا: ''میں نے تو اس لئے نکاح کرلیا ہے کہ اس کو اپنے مذہب پر لے آؤں گا۔'' ایک سال نہ گزرا تھا کہ خود خارجی ہوگیا۔ (الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ، حرف العین، ج۵، ص۲۳۳) ۔

شد غلام کہ آب جو آرد آب جو آمد و غلام ببرد

(ایک غلام نہر کا پانی لانے کو گیا نہر کا پانی بھر آیا تو غلام کو بہالے گیا۔)

ع شکار کرنے چلے تھے شکار ہو بیٹھے

یہ سب اس صورت میں ہے کہ وہ رافضی یا رافضیہ جس سے شادی کی جائے بعض اگلے رَوافض کی طرح صرف بدمذہب ہو، دائرۂ اسلام سے خارج نہ ہو۔ آجکل کے روافض تو عموماً ضروریاتِ دین کے منکر اور قطعاً مُرتد ہیں، ان کے مرد یا عورت کا کسی سے نکاح ہوسکتا ہی نہیں۔ ایسے ہی وہابی، قادیانی، دیوبندی، نیچری، چکڑالوی جُملہ (یعنی سب) مرتدین ہیں کہ ان کے مرد یا عورت کا تمام جہان میں جس سے نکاح ہوگا، مسلم ہو یا کافرِ اصلی یا مرتد، انسان ہو یا حیوان! محض باطل اور زنائے خالص ہوگا اور اولاد وَلَدُ الزِّنا۔ عالمگیریہ میں ظہیریہ سے ہے: "اَحکَامُھُم اَحکَامُ الْمُرتَدِّین" (یعنی ان کے احکام مرتدین کی مثل ہیں) (الفتاوی الھندیۃ، کتاب السیر، مطلب موجبات الکفر، ج۲، ص۲٦٤) اسی میں ہے، "لَایَجُوزُ لِلْمُرْتَدِّ اَنْ یَتَزَوَّجَ مُرْتَدَّۃً وَلَا مُسْلِمَۃً وَلَا کَافِرَۃً اَصْلِیَّۃً وَکَذٰلِکَ لَایَجُوزُ نِکَاحُ الْمُرْتَدَّۃِ مَعَ اَحَدٍ" (یعنی مرتد مرد کا نکاح مرتدہ عورت سے جائز ہے نہ مسلمان عورت سے اور نہ ہی کافرہ اصلیہ سے، اسی طرح مرتدہ عورت کا نکاح بھی کسی سے جائز نہیں۔)

(الفتاوی الھندیۃ، کتاب النکاح، الباب الثالث، القسم السابع، ج۱، ص۲۸۲)

تہذیب یا تخریب؟

عرض: حضور صلح کُل والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تہذیب کے خلاف ہے اگر کوئی اپنے پاس ملنے آئے اور اس سے نہ ملا جائے؟

ওহাবী দেওবন্দী মুরতাদ

visit: www.YaNabi.in

شد غلام کہ آب جو آرد ◊ آب جو آمد و غلام ببرد

কথিত আছে- 'শিকার করতে গিয়ে নিজেই শিকার হয়ে যায়।' এ সব ঐ অবস্থায় যে, রাফেজী পুরুষ ও রাফেজী মহিলা যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাচ্ছে তারা পূর্ববর্তী রাফেজীদের মত ইসলামের বৃত্ত থেকে বের হয়ে না গেলে। বর্তমান যুগের রাফেজীরা সাধারণত: দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়ের অস্বীকারকারী এবং নিশ্চিত ধর্মত্যাগী তাদের নারী-পুরুষ কারো সাথে বিবাহ হতে পারে না, অনুরূপ ওয়াহাবী, কাদিয়ানী, দেওবন্দী, প্রকৃতি পুজারী সবাই মুরতাদ (ধর্ম ত্যাগী) ইত্যাদির নারী ও পুরুষদের সাথে বিবাহ হতে পারে না, এদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া স্পষ্ট ব্যভিচার আলমগীরিয়্যায় জহিরিয়্যাহ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে- أحكامهم أحكام المرتدين তাতে আরো আছে-

يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُرْتَدِّ مَعَ مُسْلِمَةٍ وَلاَ كَافِرَةٍ أَصْلِيَّةٍ وَلاَ مُرْتَدَّةٍ وَكَذَا لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُرْتَدَّةِ مَعَ أَحَدٍ.

প্রশ্ন : হুযূর, পূর্ণ শান্তি কর্মীরা এ আপত্তি করছে যে, 'সভ্যতা বিরোধী হচ্ছে কেউ নিজের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে তার সাথে মিলিত না হওয়া'।

উত্তর : সভ্যতা দ্বারা যদি বস্তুবাদী সভ্যতা উদ্দেশ্য হয় তা সভ্যতা নয়, বর্বরতা, যদি ইসলামী সভ্যতা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে যাঁর থেকে আমরা সভ্যতা শিখেছি তিনিই বাঁধা দিচ্ছেন- إِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ 'তাদেরকে তোমাদের থেকে দুরে রাখ, তোমরা তাদের থেকে দুরে থাক, তারা যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করে ও ফিৎনায় নিমজ্জিত না করে।' হযরত ওমর ফারুক আজম رضي الله عنه মাগরিবের নামায পড়ত: মসজিদের বাইরে আসেন, জনৈক ব্যক্তি আওয়াজ দিল যে, কে মুসাফিরকে আহার দেবে? আমিরুল মু'মিনীন সেবককে বলেন, তাকে সঙ্গে নিয়ে এসো, সে আসল, খাবার যোগাড় করে দেন, মুসাফির খাওয়া আরম্ভ করে, তার মুখ থেকে এমন একটি শব্দ বের হয়েছিলো যা দ্বারা খারাপ আকিদার গন্ধ আসছিল। তৎক্ষণাৎ খাবার তার সামনে থেকে উঠিয়ে নেন ও তাকে বের করে দেন।

সংকলক : এ ঘটনা ২৮ রজব ১৩৩৭ হিজরি সাল শুক্রবার আসরের কাছাকাছি সময়ের। উক্ত সভায় কিছু ঐ লোকও ছিলো যারা খারাপ আকিদাপন্থীদের সাথে

মুরীদের স্ত্রী সহবাসে পীর হাজির নাজির

niya.in

অনিচ্ছায় দ্বিতীয় বার আবার দৃষ্টি পড়ল এখন দেখলেন পার্শ্বে হযরত সৈয়্যদি গাউছুল ওয়াক্ত আবদুল আজিজ দাব্বাগ নিজ পীর উপস্থিত হন এবং বলেন আহমদ জেনে শুনে। সৈয়্যদি আহমদ সজলমাসির দু'জন স্ত্রী ছিলেন। সৈয়্যদি আবদুল আজিজ দাব্বাগ বলেন, রাতে তুমি এক স্ত্রীর জাগ্রত অবস্থায় অন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছ এটি উচিৎ নয়। আরজ করি, হুযূর, সে ঐ সময় নিদ্রা যাচ্ছিল। তিনি বলেন, নিদ্রিত ছিল না, নিদ্রাবস্থায় জেনে নিয়েছিল। আরজ করি, হুযূর কিভাবে জানলেন? বলেন, যেখানে সে শায়িত ছিল সেখানে অন্য কোন পালংও ছিল? আরজ করি, হ্যাঁ, একটি পালং শূন্য ছিল। আমি তাতে শায়িত ছিলাম কোন সময় পীর মুরিদ থেকে পৃথক বা দূরে থাকেন না।

প্রশ্ন : বাচ্চাদের বায়আত কোন বয়সে হতে পারে?

উত্তর : একদিনের বাচ্চা হলেও অভিভাবকের অনুমতি দ্বারা বায়আত হতে পারে।

প্রশ্ন : চাঁদ দেখা প্রমাণে তার বার্তার উপর নির্ভরতা হয় কী হয় না?

উত্তর : আমার পুস্তিকা ازكى الاهلال দেখুন, যাতে আমি পুর্ণিমার মত উজ্জ্বল করেছি যে, চাঁদ উঠা প্রমাণে তার ও পত্রের খবর গ্রহণযোগ্য নয়। তবে গাঙ্গুহী সাহেব গ্রহণযোগ্য বলেছেন এবং নিজ জ্ঞানের বাহাদুরী দেখানোর জন্য হাস্যকর শিশু সুলভ দলিল-প্রমাণ লিপিবদ্ধ করেন যে, 'লিখা গ্রহণযোগ্য, লিখা কলম দ্বারা হোক বা দীর্ঘ বাঁশ দ্বারা হোক প্রত্যেক উপায়ে লিখা।' মনে হয় ঐ বুযর্গদের মতে তার প্রেরণকারী এ রূপ দীর্ঘ বাঁশ দ্বারা কিছু লিখে দিয়ে থাকেন।

তাদের এরূপ ফতোয়া আমার কাছে সংরক্ষিত আছে, যুক্তি সঙ্গত, বর্ণনাগতভাবে বাতিল ও প্রত্যাখ্যান যোগ্য। প্রথমত: তার বার্তায় লিখা-ই কোথায় দ্বিতীয়ত: চিঠি স্বয়ং কখন গ্রহণযোগ্য হবে। সব কিতাবে স্পষ্ট উল্লেখ আছে- الخط يشبه الخط (একটি হস্ত লেখা অপর হস্ত লেখার সাদৃশ্যময়) এবং الخط لا يعمل به (হস্ত লেখা অনুযায়ী আমল করা যায় না) তৃতীয়ত: আপনার জন্য ঐ হাজার মাইল দুর থেকে সমদীর্ঘ বাঁশ দিয়ে উক্ত বার্তা প্রেরণ কারী লিখে না যে তার লিখা আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বরং তার গুলো বাবুদের নিয়ন্ত্রণে থাকে যারা কেবলমাত্র অপরিচিত ও অধিকাংশ নাস্তিক।

প্রশ্ন : হুযূর! 'কুতুব' তারার দিকে পা দেয়া কেন নিষেধ করা হয়েছে?

মিকয়াসে হানাফিয়ত

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالےٰ عنہ نے بچے کے فوت ہونے کی آپ کو اطلاع دی تو آپ نے اَعَرَّسْتُمُ اللَّیْلَۃَ فرمایا کہ کیا تم نے جماع کیا ہے آپ کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ حضور صلے اللہ علیہ وسلم زوجین کے جنت ہونے کے وقت بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں یہ علیحدہ امر ہے کہ آپ مثل کراماً کاتبین ایسے واقعات سے اپنی نظر کو محفوظ فرمالیں۔

رسالہ

اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام

(علم کے پہاڑوں کا اعلان کہ بیشک ہندوستان دارالاسلام ہے)

www.alahazratnetwork.org

مسئلہ از بدایوں محلہ برہم پورہ مرسلہ مرزا علی بیگ صاحب ۱۲۹۸ھ

1880 م

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ان مسائل میں:

(۱) ہندوستان دار الحرب ہے یا دار الاسلام؟

(۲) اس زمانہ کے یہود و نصاریٰ کتابی ہیں یا نہیں؟

(۳) روافض وغیرہم مبتدعین کہ کفار و اخل مرتدین ہیں یا نہیں؟ جواب مفصل بدلائل عقلیہ و نقلیہ مدلل درکار ہے، بیّنوا توجروا۔

جواب سوالِ اوّل

ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ علمائے ثلثہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے مذہب پر ہندوستان دار الاسلام ہے ہرگز دار الحرب نہیں کہ دار الاسلام کے دار الحرب ہو جانے میں جو تین باتیں ہمارے امام اعظم امام الائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک درکار ہیں اُن میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں احکام شرک علانیہ جاری ہوں اور شریعتِ اسلام کے احکام و شعائر مطلقاً جاری نہ ہونے پائیں اور صاحبین کے نزدیک اسی قدر کافی ہے مگر یہ بات بحمد اللہ یہاں قطعاً موجود نہیں اہل اسلام جمعہ و عیدین و اذان و اقامت و نماز باجماعت وغیرہا شعائر شریعت بغیر مزاحمت علی الاعلان ادا کرتے ہیں۔ فرائض، نکاح، رضاع، طلاق، عدۃ، رجعت، مہر، خلع، نفقات، حضانت، نسب، ہبہ،

الحاصل ہندوستان کے دار الاسلام ہونے میں شک نہیں عجب ان سے جو تحلیل ربٰو کے لئے جس کی حرمت نصوص قاطعۂ قرآنیہ سے ثابت اور کیسی کیسی سخت وعیدیں اُس پر وارد اس ملک کو دار الحرب ٹھہرائیں اور باوجود قدرت و استطاعت ہجرت کا خیال بھی دل میں نہ لائیں گویا یہ بلاد اسی دن کے لئے دار الحرب ہوئے تھے کہ مزے سے سود کے لطف اڑائیے اور بآرام تمام وطن مالوف میں بسر فرمائیے استغفر اللہ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض (میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں، تو کیا بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ت) اللہ سبحٰنہ و تعالیٰ فرماتا ہے سود کھانے والے قیامت کو آسیب زدہ کی طرح اٹھیں گے یعنی مجنونانہ گرتے پڑتے بدحواس

www.alahazratnetwork.org

مولوی رضا علی خاں کو بیچ دونوں جہاں کے رحمت خاصہ میں اپنے
رکھ کر افعی مراتب قبولیت کو پہنچائے۔ آمین یارب العالمین"۔ [1]

شاگرد

امام العلما مولانا رضا علی خاں کے شاگردوں کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے شاگردوں کی کبھی کوئی فہرست تیار نہیں کی گئی مگر مطبوعہ وغیر مطبوعہ متعدد پرانی کتابوں میں مصنفین نے آپ کا اپنا استاد بتایا ہے۔ آپ کے ایک شاگرد مولانا محمد حسن علمی مولف خطبات علمی تھے۔ دوسرے شاگرد ملک محمد علی خاں ابن حاجی ملک محمد خاں ابن ملک سعید خاں مرتب "**تصیح الایمان رد تقویت الایمان**" بہت مشہور ہیں۔ "تصیح الایمان رد تقویت الایمان" کا مطبوعہ نسخہ نایاب ہے مگر رضا لائبریری رامپور میں قلمی نسخہ ۹۷۵۷/۳۶ م محفوظ ہے۔ آپ کے تیسرے شاگرد و مرید مولانا فخر الدین قادری سنڈیلوی تھے۔ مولانا قادری انگریزوں کے خلاف شریک جہاد ہوئے اور بریلی میں ہی شہید ہوئے۔ [2]

রিদ্বা আলী খান
১৮০৯-১৮৬৫

مجاہد جنگ آزادی

امام العلما مولانا رضا علی خاں جید عالم باعمل اور معروف مفتی وقت ہونے کے ساتھ ساتھ جلیل القدر مجاہد آزادی بھی تھے۔ آپ تمام عمر انگریز سامراجیت کے خلاف برسر پیکار رہے۔ آپ جنگ آزادی کے عظیم رہنما تھے۔ آپ کے مجاہدانہ مزاج اور کارناموں نے انگریز سامراجیت کی راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام کر دیا تھا۔ اس سلسلہ میں "ترجمان اہلسنت" لکھتا ہے:

> "جنگ آزادی کا مورخ رقم طراز ہے کہ آپ (مولانا رضا علی) جنگ آزادی کے عظیم راہنما تھے۔ عمر بھر فرنگی اقتدار کے خلاف برسر پیکار رہے۔ آپ ایک بہترین جنگجو اور بیباک سپاہی تھے۔

لارڈ ہسٹنگ آپ کے نام سے کانپتا تھا۔ جنرل ہڈسن جیسے برطانوی
جنرل نے آپ کا سر قلم کرنے کا انعام پانچ سو روپیہ مقرر کیا تھا۔ مگر
اپنے مقصد میں عمر بھر ناکام رہا۔ جب آپ نے برطانوی حکام کے
خلاف جنگ میں حصہ لیا تو انگریزوں نے آپ کے احاطہ میں
نقب زنی کر کے پچیس گھوڑے چوری کر لیے کیونکہ آپ نے اپنے
تمام گھوڑے مجاہدین آزادی کو انگریزوں کی پناہ گاہ پر شب خون
مارنے کیلئے مفت دیئے تھے۔"[1]

امام العلما نے آزادی میں عملاً خود بھی حصہ لیا اور اپنی تحریر و تقریر کے ذریعہ بھی عوام اور بالخصوص مسلمانوں کے جذبہ حریت کو بیدار کیا۔ انگریزوں کی بیخ کنی کرنے کیلئے جہاد کمیٹی بنائی گئی اس میں امام العلما رضا علی خاں سرفہرست تھے۔ علما کے فتوے، جہاد کا عوام نے زبردست اثر لیا اور مسلمان جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر میدان جہاد میں کود پڑے۔

www.alahazratnetwork.org

امام العلما کی جائیداد ضبط

امام العلما کی مجاہدانہ سرگرمیوں سے تنگ آ کر انگریز نے آپ کا سر قلم کرنے پر انعام رکھ دیا تھا مگر باوجود کوشش کے جنرل ہڈسن نہ تو آپ کو قتل کرا سکا اور نہ ہی گرفتار کرا سکا۔ جب بھی انگریز سپاہی آپ کو تلاش کرتے، آپ مسجد میں مشغول عبادت ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ انگریز سپاہیوں کو اندھا کر دیتا۔ امام العلما کبھی انگریزوں کو نظر نہ آتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی آپ حفاظت فرمائی۔ آپ کی آبائی جائیداد موضع تحصیل ملک ضلع رامپور کے نزدیک تھی۔ اس میں موضع دھنیلی بہت بڑا موضع تھا۔ انگریزوں نے جہاد کرنے کے جرم میں امام العلما کی جائیداد ضبط کر لی۔ ۵۸-۱۸۵۷ میں نواب رامپور نے انگریزوں کی مدد کی تھی اس لئے بطور انعام امام العلما کی مذکورہ جاگیر ریاست رامپور میں ضم کر دی گئی

انتظام کرتے تھے۔مولانا کے وصال کے بعد آپ کے خلف اکبر امام احمد رضا نے اس روایت کو برقرار رکھا مگر اب یہ روایت ختم ہو چکی ہے۔امام احمد رضا نے ایک بار سید شاہ سمٰعیل حسن مارہروی کی فرمائش پر مولانا نقی علی خاں بریلوی کی تصنیف "**سرور القلوب فی ذکر المحبوب**" حضرت خاتم الاکابر سید شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر پڑھی تھی۔[1]

آپ اپنے پیر و مرشد کا ذکر انتہائی عزت و احترام کے ساتھ کرتے تھے اور فرماتے تھے میرا پیر سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔

নক্বী আলী খান
১৮৩০-১৮৮০

مجاہد جنگ آزادی

مولانا نقی علی خاں بریلوی ﷫ کو ملک میں انگریزی اقتدار سے سخت نفرت تھی۔آپ نے تا حیات انگریزوں کی سخت مخالفت کی اور انگریزی اقتدار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کیلئے ہمیشہ کوشاں رہے۔وطن عزیز کو انگریزوں کے جبر و استبداد سے آزاد کرانے کیلئے آپ نے زبردست قلمی و لسانی جہاد کیا۔اس بارے میں چندہ شاہ حسینی لکھتے ہیں:

> "مولانا رضا علی خاں رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف لسانی و قلمی جہاد میں مشہور ہو چکے تھے۔انگریز مولانا کی علمی وجاہت و دبدبہ سے بہت گھبراتا تھا۔آپ کے صاحبزادے مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ بھی انگریزوں کے خلاف جہاد میں مصروف تھے۔مولانا نقی علی خاں کا ہند کے علما میں بہت اونچا مقام تھا۔انگریزوں کے خلاف آپ کی عظیم قربانیاں ہیں۔"[2]

ملک سے انگریزوں کو نکال باہر کرنے کیلئے ہند کے علما نے ایک جہاد کمیٹی بنائی۔انگریزوں

---

[1] حیات اعلیٰ حضرت مصنفہ: مولانا ظفر الدین بہاری مکتبہ رضویہ، کراچی ص 41

[2] شمس التواریخ مؤلفہ: چندہ شاہ حسینی ناشر: امجدی بک ڈپو ناگپور، ص 95

کے خلاف عملاً جہاد کا آغاز کرنے کیلئے جہاد کمیٹی نے جہاد کا فتویٰ صادر کیا۔اس جہاد کمیٹی میں امام العلما مولانا رضا علی خاں،علامہ فضل حق خیر آبادی،مفتی عنایت احمد کاکوروی،مولانا نقی علی خاں بریلوی،مولانا شاہ احمد اللہ شاہ،مولانا سید احمد مشہدی بدایونی ثم بریلوی،جنرل بخت خاں وغیرہا کے اسمائے گرامی خاص طور قابل ذکر ہیں۔[1]

مولانا نقی علی خاں انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کیلئے مجاہدین کو مناسب مقامات پر گھوڑے پہنچاتے تھے۔آپ نے اپنی انگریز مخالف تقاریر سے مسلمانوں میں جہاد کا جوش و ولولہ پیدا کیا۔بریلی کا جہاد کامیاب ہوا،انگریزوں کو مسلمانوں نے شکست دی اور بریلی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

اثر ابن عباس اور مولانا نقی علی خاں رضی اللہ عنہ

مولانا نقی علی خاں بریلوی کی حیات اور علمی وادبی کارناموں کا جائزہ لیتے وقت اس بحث کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے جس کا تعلق مسئلہ اثر ابن عباس سے ہے۔مولانا نقی علی خاں اس بحث کے قائد تھے اور انیسویں صدی کے آخر میں پورے برصغیر میں اس کے زبردست اثرات محسوس کئے گئے۔ مولانا احسن نانوتوی زمانہ قیام بریلی (1851ء تا1877ء) بریلی کالج،بریلی میں عربی،فارسی کے استاد تھے اور اپنے مطبع صدیقی بریلی سے کتب کی تصنیف واشاعت کا کام کرتے تھے۔انہیں کے ایک ساتھی مولوی امیر احمد سہوانی تھے۔1871ء میں شیخوپور ضلع بدایوں میں "مسئلہ امتناع وامکان نظیر" پر مولانا عبدالقادر بدایونی (م1901ء) اور امیر احمد سہوانی کے درمیان ایک مناظرہ ہوا۔مولوی نذیر احمد سہوانی (م1881ء) نے دونوں فریق کے مفصل حالات پر مشتمل ایک کتاب "مناظرہ احمدیہ" کے نام سے طبع کرادی۔مناظرہ میں اثر ابن عباس بھی زیر بحث آیا۔[2] مناظرہ میں جو حدیث زیر بحث آئی وہ یہ تھی:۔

---

[1] مشعل راہ مرتبہ:عبدالحکیم اشرف مطبوعہ:کراچی(پاکستان) ص126

[2] مولانا احسن نانوتوی از:پروفیسر ایوب قادری مطبوعہ کراچی پاکستان ص 85

আল-মাহাজ্জাহ

۴۴۷

سریة الی دار الحرب کل سنة مرة او مرتین وعلی الرعیة اعانته الا اذا اخذ الخراج فان لم یبعث کان کل الاثم علیه وهذا اذا غلب علی ظنه انه یکافیهم والا فلا یباح قتالهم۔[1]

ایک یا دو بار دار الحرب پر لشکر بھیجے اور رعیت پر اس کی مدد فرض ہے اگر اس نے ان سے خراج نہ لیا ہو تو سلطان اگر لشکر نہ بھیجے تو سارا گناہ اسی کے سر ہے، یہ سب اس صورت میں ہے کہ اسے غالب گمان ہو کہ طاقت میں کافروں سے کم نہ رہے گا ورنہ اُسے ان سے لڑائی کی پہل ناجائز ہے۔

خصوصاً ہندوستان میں جہاں اگر دس مسلمان ایک مشرک کو قتل کریں تو معاذ اللہ دسوں کو پھانسی ہو ایسی جگہ مسلمانوں پر جہاد فرض بتانے والا شریعت پر مفتری اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے، ہمارا مقصود اس قدر تھا کہ کریمہ ممتحنہ اگر جملہ مشرکین غیر محاربین کو عام ہے تو ضرور منسوخ ہے وہ بحمدہ تعالیٰ بروجہ احسن ثابت ہوگیا۔

ফতোয়ায়ে রেজভিয়া খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ৫২৩

۵۲۳

موانع صوریہ زائل نہ ہوں۔

مقدمہ سوم: دونوں ولایتوں کے جو فرق بیان ہوئے ان کا ملاحظہ ہر عاقل پر دو امر واضح کرے گا ایک یہ کہ ہر سلطنت کہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی اپنے ملک پر ولایت قسم اول ہوتی ہے دوسرے یہ کہ یہی ولایت مطمح نظر سلاطین ہے اسی میں منازعت ان کے نزدیک بادشاہ کی مخالفت قرار پاتی ہے، وہ یہی ولایت چاہتے ہیں کہ فوج ولشکر و تیغ و تبر کی لازم و ملزوم ہے نہ وہ کہ ہر فقیر مفلس بے زر بے پر کے لئے موسوم ہے ولایت قسم دوم کسی نامسلم سلطنت کو مقصود ہونا تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا کہ قصدًا اتباع شرع سے ناشئی ہے نامسلم کو مذہب اسلام کی کب پیروی ہے صدہا سال سے خود مسلمان بادشاہوں کا مقصد اصلی وہی ولایت عرفی ہے وہ اپنے حکم کا نفاذ چاہتے ہیں اگرچہ حکم شرعی نہ ہو جیسا کہ ہزاروں کارناموں سے واضح ہے تو کوئی نامسلم سلطنت کیونکر پابند ولایت شرعیہ ہوسکتی ہے ولایت قسم اول کہ مقصد سلاطین ہے بلاشبہہ ہندوستان میں گورنمنٹ انگلشیہ کو بلانزاع حاصل ہے جس میں کسی فریق کو خلاف نہیں اور خود گورنمنٹ کو اس قدر منظور ہے اس نے کبھی نہ کہا کہ مجھے ہر فریق کے دین و مذہب میں مداخلت ہے بلکہ اس کے خلاف ہمیشہ یہی اعلان کیا اور کرتی ہے کہ ہمیں کسی قوم کے دین و مذہب میں دست اندازی نہیں اور یقینًا ہر ایسی گورنمنٹ جسے اللہ تعالٰی عقل معاش بروجہ کمال اور ملک داری کا سلیقہ عنایت فرمائے اسے یہی شایان ہے حکام و رعایا سب جانتے ہیں کہ گورنمنٹ والیِ ملک ہے اس کا حکم یہاں نافذ ہے جو چیز وہ جسے دلائے مل جاتی ہے منع کردے رک جاتی ہے رعیت اس کا حکم مانتی اور اس کا خلاف

to endorse colonial rule by receiving its honours or using its courts of justice. They are well represented by Hajji Abid Husayn, the first chief administrator of the institution. In the 1890s he opposed the expansion of the madrasa, regarding it purely as a local school rather than an instrument for the reformation of Islam on the subcontinent and beyond, and he was supported by most of the worthies of Deoband town, government servants, municipal commissioners, those in fact who made British rule work in the locality. He does not seem to have favoured the scripturalist reforming aims of the institution, nor was he particularly enthusiastic about the reformed and purified Sufism of Hajji Imdad Allah and the founders of the madrasa. His vision was local: his Islam was as he found it in the locality.[27] He seems to have much in common with the sajjadas of Allahabad's Da'ira Shah Hajjat Allah, or those of the long-established shrines of the Punjab. The actions of one learned man, the very influential Ahmad Rada Khan (1855–1921) of Bareilly, present our conclusion yet more clearly. He was the foremost supporter of unreformed Sufism in India and sent out to the qasbahs and villages of northern India hundreds of pupils who preached the intercession of saints and other questionable Islamic practices. At the same time he supported the colonial government loudly and vigorously through World War I, and through the Khilafat Movement, when he opposed Mahatma Gandhi, alliance with the nationalist movement, and non-cooperation with the British. Adherence to local, custom-centred Islam, and opposition to internationally conscious, reformed Islam, seemed to go hand in hand with support for colonial rule.[28]

Finally there are those 'ulama and Sufis whose very willingness to tolerate British rule, for a time at least, must be construed as a form of support. Here we turn to the two great schools of northern India, those of Deoband and Farangi Mahall. The Deoband school, which was founded in 1867, grew directly out of the work of Shah Wali Allah and was the lineal descendant of the family madrasa, where reformist ideas

[27]B. Metcalf, 'The Madrasa at Deoband: A Model for Religious Education in India', *Modern Asian Studies*, XII, 1, 1978, pp. 124–33.

[28]Robinson, *Separatism*, pp. 269, 293, 325, 422; W.C. Smith, *Modern Islam in India* (London, 1946), pp. 294–5.

ইসলামী বিশ্বকোষ

১৯২৭ খৃ. হইতে তিনি আবদু'ল-হাক্ক' হা'মিদ, খালীল আদহাম প্রমুখের সঙ্গে জাতীয় পরিষদে ইস্তাম্বুলের প্রতিনিধি ছিলেন (দ্র. OM. ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৪১৬, ১৯৩১ খৃ., পৃ. ২২৭ এবং মুহ'াম্মাদ বাকী, Encyclopedie bioguaphique de Turquie, ১খ., ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৮৮)। তিনি শেষ জীবনে অসুস্থতায় ভুগিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নাওসাল-ইমিল্লী, ১খ., (১৩৩০ হি.), ২৬৫-২৬৭; (২) ইসমা'ঈল হা'বীব, তুর্ক তাজাদ্দুদ আদাবিয়্যাতী তা'রীখী, ইস্তাম্বুল ১৯২৫ খৃ., পৃ. ৫৬৭-৫৬৯; (৩) তানজীমাতদান বেরী, ১৯৪০ খৃ., পৃ. ৩৫৮-৩৬৪; (৪) 'আলী জানিব, আদাবিয়্যাত, ১৯২৯ খৃ., পৃ. ১৭১-১৭৪; (৫) ঐ লেখক, তুর্ক আদাবিয়্যাতি-এন্তোলোজিসী, ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ৯৮-১২০; (৬) বালক'রনু যাদা রিদা' মুনতাখাবাত-ই বাদাই আদাবী, ১৩২৬ হি., পৃ. ৩৪৭-৫০; (৭) Basmadjian, Essai sur l'histoire de la Litterature ottomanc, ১৯১০ খৃ., পৃ. ২১৭; (৮) হু'সায়ন জাহিদ, Kagawlarim, ১৩২৬ হি., পৃ. ২৫৯-২৯০; (৯) আহ'মাদ ইহ্‌সান, মাতবূ'আ জাতিরা লারেম, ১৯৩০ খৃ., পৃ. ৭৬; (১০) Wl. Gor-dliwskij, Ocerki po nowoy osmandkoy literaturie, মস্কো ১৯১২ খৃ., পৃ. ৭৬, ১০০; (১১) M. Hartmann, Unpolitische Briefe aus der Turkei (Der islamische Orient, ২খ.), Leipzig ১৯১০ খৃ., নির্ঘন্ট, পৃ. ২৫২; (১২) ইবনু'ল-আমীন মাহ'মূদ কামাল, Son asir turk sairleri, ৮খ. (১৯৩৯ খৃ.), ১৩৫৮-১৩৬২ হি.; (১৩) রেশাদ আকরাম কুচী, আহ'মাদ রাসিম, হা'য়াতী সেহ্‌মা শির ওয়া য়াবীসেরী, ১৯৩৮ খৃ.; (১৪) ইবরাহীম আলাউদ্-দীন গেওবসা, তুর্ক মাশহুরলেরী এনসাইক্লোপেদিসি, পৃ. ২৪; (১৫) নিহাদ সামী বানারলী রেসিমলী, তুর্ক আদবিয়াতী তারীখী, পৃ. ৩২৮-৩২৯; (১৬) এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (তুর্কী), শিরো. দ্র. (S. E. Siyavusgil কর্তৃক রচিত); (১৭) Suat Hizarci, Ahmed Rasim (Truk klasiklerizo), ১৯৫৩ খৃ.।

W. Bjorkman (E.I.²)/ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহ'মাদ রিদা' খান বেরেলবী (احمد رضا خان) ঃ 'হিযবু'ল আহ্‌নাফ' নামক সংগঠনের নেতা এবং সাধারণভাবে বেরেলবী জামা'আতের নেতা নামে বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তাঁহার ফেরকা ভারতে ও পাকিস্তানে বেরেলভী ফেরকা এবং বাংলাদেশে রেজবী গ্রুপ নামে আখ্যায়িত। তাঁহার জন্ম ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরিলী শহরে ১০ শাওয়াল, ১২৭২ হি./১৪ জুন, ১৮৫৬ খৃ.। পিতার নাম নাকী আলী খান ও পিতামহ রিদা' আলী খান, উভয়ে ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী 'আলিম ছিলেন। মাতা আমন মিয়া, পিতা আহ'মাদ মিয়া এবং পিতামহ আহ'মাদ রিদা নাম রাখেন। তিনি নিজে আবদে মুসতাফা নাম ধারণ করেন।

আহ'মাদ রিদা' খান অত্যন্ত শীর্ণদেহী, কৃষ্ণকায় এবং কর্কশভাষী ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হাসনায়ন রিদা' খান তাঁহার সম্পর্কে লিখেন, প্রথমে তিনি অত্যন্ত গৌরবর্ণের ছিলেন। কঠোর সাধনা তাঁহার গাত্রবর্ণ পরিবর্তিত করিয়া দেয়। তাঁহার চেহারার জৌলুস নষ্ট হইয়া যায় (আ'লা হযরত বেরেলাবী, পৃ. ২০; হা'য়াতে আ'লা হযরত, পৃ. ৩৫; আল-বেরলবিয়্যা, পৃ. ১৪)।

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ বাড়ীতেই মির্যা গু'লাম আহ'মাদ কাদিয়ানীর অগ্রজ মির্যা গু'লাম কা'দির বেগ-এর নিকট এবং তারপর বিভিন্ন ধরনের বিদ্যা পিতা নাকী খানের নিকট অর্জন করেন (সাওয়ানিহ' আ'লা হযরত, পৃ. ৯৮-৯৯)। সায়্যিদ আল-রাসূল শাহ-এর নিকট হাদীছ প্রভৃতি শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন ও সনদ গ্রহণ করেন (১২৯৪ হি., আনওয়ারে রিদা', পৃ. ৩৫৬)। কিন্তু এই সংক্রান্ত তাঁহার নিজের বর্ণনা হইতেছে, শাবান ১২৮৬/১৮৬৯ সালে তের বৎসর বয়সে আমার কিতাবী শিক্ষা অর্জন সমাপ্ত হয়। ঐদিন আমার উপর নামাযও ফরয হয় এবং আমি শরী'আতের বিধান পালনে মনোযোগী হই।

১২৯৪/১৮৭৮ সালে আপন পিতাসহ তিনি হযরত শাহ আলে রাসূল মাহারবী (মৃ. ১৮৮০ খৃ.)-এর নিকট গমন করিয়া কা'দিরিয়া তারীকা'য় বায়'আত গ্রহণ করেন। পীর সাহেব প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে ইজাযত বা খিলাফত দিয়া দেন। ১২৯৫ হি. প্রথমবার এবং ১৩২০ হি. দ্বিতীয়বার তিনি হজ্জ পালনের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

আল্লামা খালিদ মাহমূদ তদীয় গ্রন্থ সিরিজ মুত'লা'আয়ে বেরীলিয়াত-এর ১ম খণ্ডের শুরুতে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়া লিখেন এবং তাঁহার অনুসারিগণকে তাহা অনুসরণের তাকিদ দেন এইভাবেঃ "আমার দীন ও মাযহাব আমার গ্রন্থসমূহে বিধৃত। ইহার উপর কঠোরভাবে কায়েম থাকা অবশ্য কর্তব্য"(ওয়াসায়া শারীফ, পৃ. ৮)। এই দলের চিন্তাধারার মূল বিষয় তিনটি ঃ (১) এই দলের অনুসারিগণ ব্যতীত অবশিষ্ট মুসলমানগণ কাফির।

(২) ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্থিত প্রতিটি আন্দোলনের বিরোধিতাকরণ।

(৩) গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত প্রথাদি (রুসম ও রেওয়াজ) শার'ঈ দলীল দ্বারা সমর্থিত।

আহ'মাদ রিদা' খানের প্রধান ও প্রথম টার্গেট ছিলেন দেওবন্দী সংগ্রামী 'আলিমগণ। তিনি কুফরী ফতোয়ার অভিযান সর্বপ্রথম শুরু করেন ১৩১১ হিজরী সালে। তাঁহার সমস্ত ইশতিহার ও পুস্তিকায় লিখেন, নদওয়াতুল উলামার সবচেয়ে বড় কুফরী হইতেছে, তাঁহারা ওহাবী ও গা'য়র মুক'ল্লিদগণকেও নিজেদের সহিত মিলিত করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহারা ইসমা'ঈল শহীদ দেহলাবীকে নিজেদের শ্রেষ্ঠ নেতারূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন। অথচ তিনি অনেক কারণে তাহাদের চেয়েও বড় কাফির। তাঁহার 'সা'মু সুয়ূফিল হিন্দিয়া, আল-কাওকাবাতু'শ শিহাবিয়্যা প্রভৃতি পুস্তকে এই সব বক্তব্য রহিয়াছে (মুহ'াযারা বর মাওযূ রিদাখানিয়্যৎ পৃ. ১৩)।

নাদওয়াতুল উলামার বিরুদ্ধে আহ'মাদ রিদা' খানের এই একতরফা ফতোয়া এক দশক পর্যন্ত চলার পর তিনি দারু'ল-'উলূম দেওবন্দের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেন এবং প্রকাশ করেন তাঁহার প্রথম দেওবন্দ বিরোধী ফাতাওয়া আল - মু'তামাদ আল-মুস্তানাদ (المعتمد المستند), যাহাতে মাওলানা কাসিম নানুতবী, মাওলানা রাশীদ আহ'মাদ গাঙ্গোহী, মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী (র) প্রমুখ দেওবন্দী 'আলিম সম্পর্কে তিনি লিখিলেন ঃ

یہ ایسے کافر اکفرین جوکوئی ان کے کفر میں شك وشبہ کرے وہ بھی قطعی کافر اور جہنمی ہے۔

"ইহারা এমন চরম কাফির, যে ব্যক্তি তাহাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করিবে সেও নিশ্চিত কাফির ও জাহান্নামী" (ফাতাওয়া রিদা'বিয়া, পৃ. ৯০)।

তিনি যাঁহাদের কুফরী সম্পর্কে ফাতওয়া দিয়াছেন তাঁহাদের কয়েক-জনের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

হাদাইক বখশিশ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬ ও ৩৭



٣٦

انھیں کے واسطے شایاں ہے اَلَّذِیْنَ مَعَہٗ
طاہے نشوونما گلبن حجاز کے ساتھ
نہ چھوڑا بعدِ فنا بھی نبی کے قدموں کو
انہی چاروں خلیفہ کا صدقہ یا عُشْبُوْلِیْ

وہ جوش بحر معیت رہا کہ حد نہ کنار
رہا ہے تا دم آخر حضوری دربار
اونٹھینگے دست بدست جناب روز شمار
طفیل سید عالم رَبَّنَا عَذَابَ النَّار

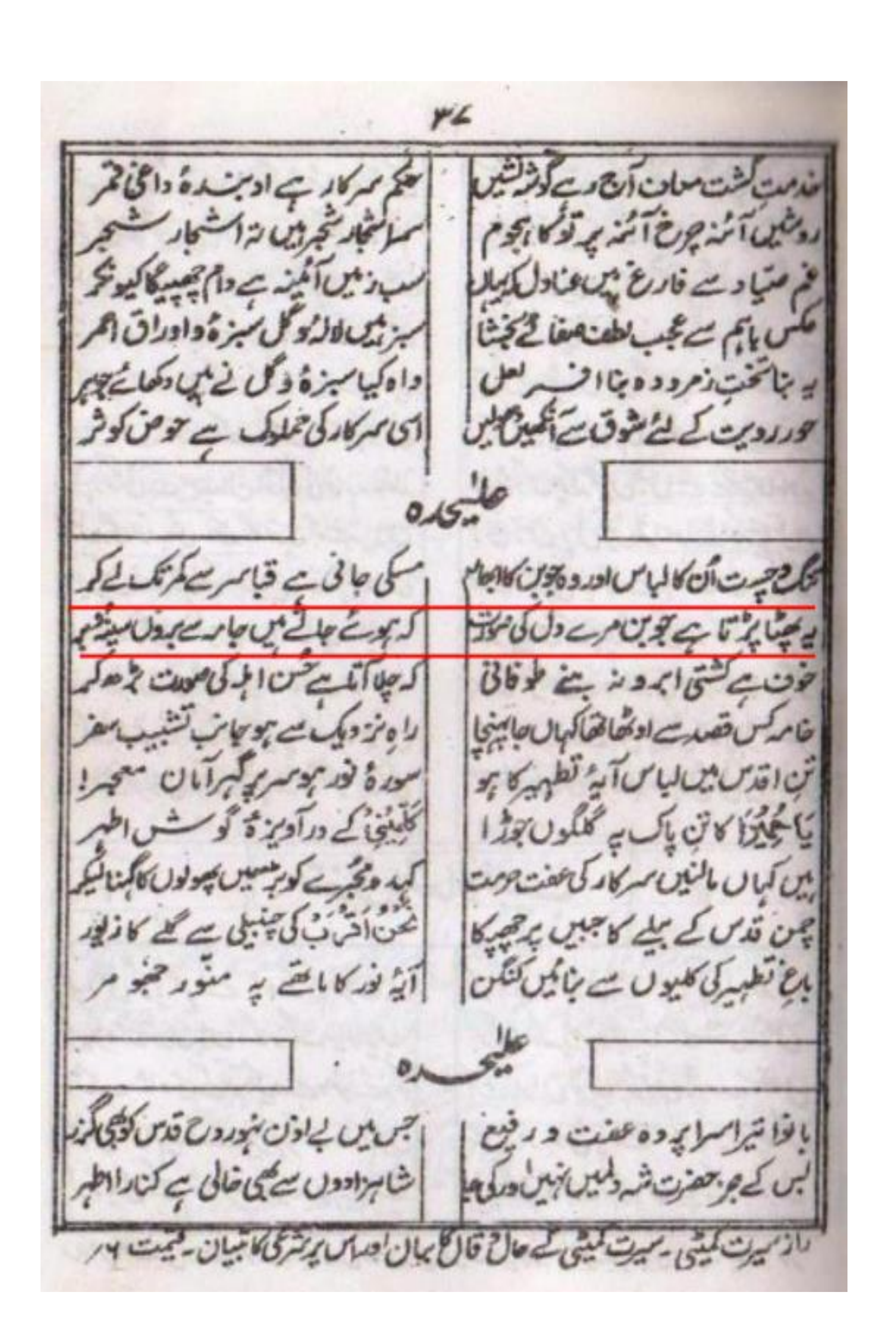
١٩	مقطع دستیاب نہ ہوا	۴۳

قصیدہ در مناقب شریفہ ام المؤمنین محبوبہ سید المرسلین حضرت سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

آج فردوس میں کس کان حیا کا ہے گزر
بخیہ تار نگہ و سوزن مژگاں سے کرے
نہ اٹھے آنکھ رہے اپنی طرف آج نگاہ
پتلی اندھا رہا تناسب ہیں فلک سے شفاف
مردم دیدہ نظر بند ہیں اب لے کے عصا
ٹھیں جو بے پردہ عنادل ہیں وسان چمن
چلمنیں چھوڑ دو پلکوں کی کھینچیں ڈالو جلد
نیل ڈھل جائے گا آنکھوں کا فلک
آنکھیں ہو جائیں گی اے ماہ جہاں دیدہ سپید
گرچہ دست ہوس دہر سے دامن ہے بری
روح معشوق ہے عشق ہی پر اب دخل نہیں
شوخ دیدہ کو رکھیں اہل چمن آنکھوں میں
خاک اڑاتی پھری آوارہ ہر دشت و چمن

حکم ہے سبزہ بیگانے کو باہر باہر
آج آنکھوں میں ہے اک بلبل بیتاب نظر
ہے یہ خود بینی خدا بینی کی جانب منجر
سات پردے ہیں نمائش کے جل ال تجھ پر
پہرہ دیدار ہے دنبالۂ سرمہ در پر
شرم سے لیتی ہیں دامان صبا اب منہ پر
کہہ دو مردم کو کر دامان نگہ لیں منہ پر
وا اگر یوں ہی رہی آج بھی چشم اختر
چشم بد دور ہوا تو بھی بہت شوخ نظر
مگر آوارہ ہرجا ہے عروس خاور
بار پائے مزے آغوش بدن میں لے کر
نرگس از بس ہے پریشاں نظری کی خوگر
اب حضوری کی ہوا سر میں ہے اے باد سحر

مبلغ وہابیہ کا گربہ۔ دیوبندی کفریات و مناظر کا عجز و سکوت۔ قیمت ۶/



۴۷

خدمتِ گشتِ صبا آج ہے گوشہ نشیں — حکمِ سرکار ہے اور بندۂ داغی قمر
روشنی آئینہ چرخ آئینہ پر تو کا ہجوم — سرِ اشجار شجر ہیں نہ اشجار شجر
غمِ صیاد سے فارغ ہیں عنادل کہ یہاں — سب زمیں آئینہ ہے دام چھپیگا کیونکر
عکس باہم سے عجب لطف صفائے بخشا — سبز ہیں لالہ و گل سبزۂ و اوراق احمر
یہ بنا تختِ زمرد وہ بنا افسرِ لعل — واہ کیا سبزۂ و گل نے ہیں دکھائے جوہر
حور رویت کے لئے شوق سے آنکھیں ملیں — اسی سرکار کی مملوک ہے حوضِ کوثر

علیحدہ

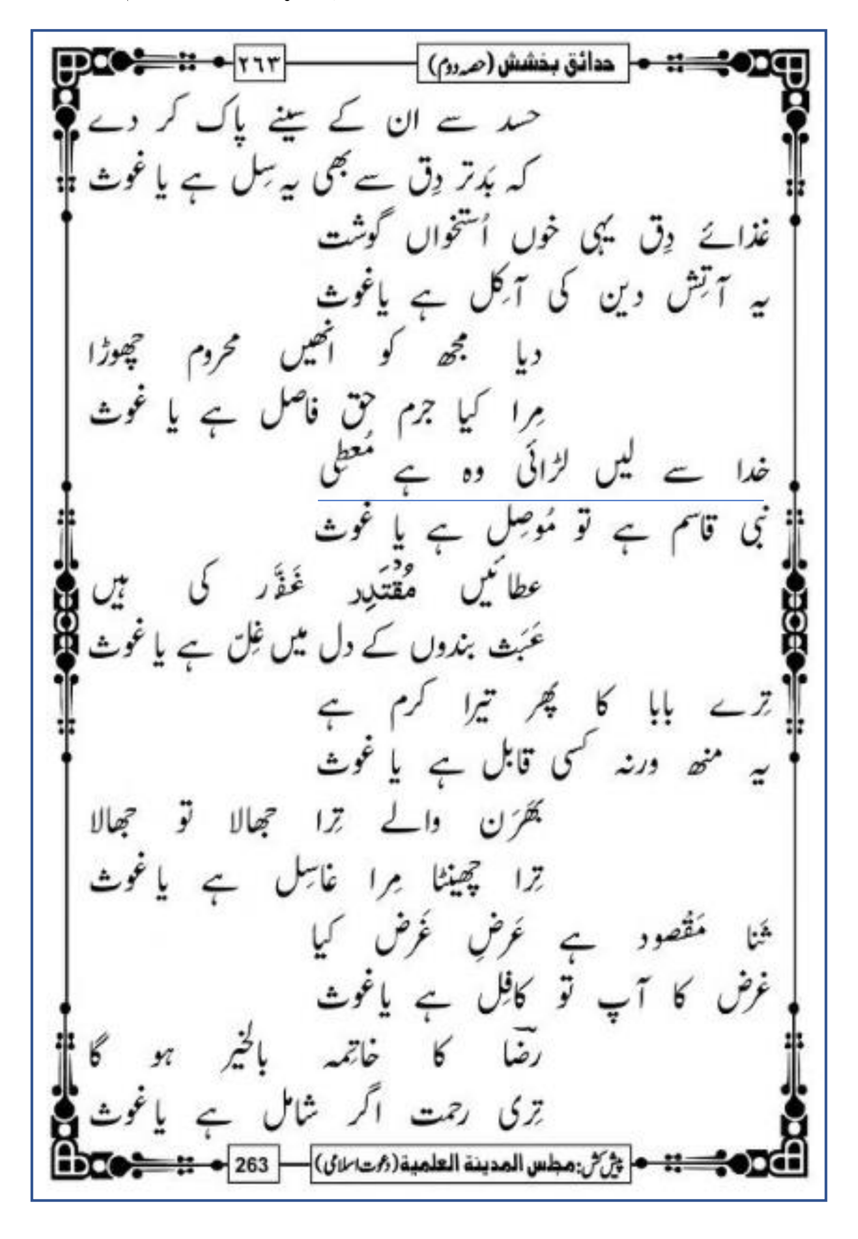
تنگ و چست اُن کا لباس اور وہ جوبن کا ابھار — مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر
یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن مرے دل کی صورت — کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے برون سینۂ و بر
خوف ہے کشتیِ ابرو نہ بنے طوفانی — کہ چلا آتا ہے حسنِ اطہر کی صورت بڑھ کر
خامہ کس قصد سے اوٹھا تھا کہاں جا پہنچا — راہِ نزدیک سے ہو جانب تشبیب سفر
تنِ اقدس میں لباس آیۂ تطہیر کا ہو — سورۂ نور ہو سر پر گہر آمان معجر!
یا محمدؐ کا تنِ پاک پہ گلگوں جوڑا — کلمۂ طیبہ کے در آویزۂ گوشِ اطہر
ہیں کہاں مالنیں سرکار کی عفت حرمت — کہہ دو مجرے کو بڑھیں پھولوں کا گہنا لیکر
چمنِ قدس کے بیلے کا جبیں پر جھپکا — نحن اقرب کی چنبیلی سے گلے کا زیور
باغِ تطہیر کی کلیوں سے بنائیں کنگن — آیۂ نور کا ماتھے پہ منور جھومر

علیحدہ

بانوا تیرا سراپردۂ عفت و رفیع — جس میں بے اذن نہ روح قدس کو بھی گزر
بس کے جز حضرتِ شہ دل میں نہیں اور کی چاہ — شاہزادوں سے بھی خالی ہے کنارِ اطہر

راز سیرت کمیٹی۔ سیرت کمیٹی کے حال و قال کا بیان اور اس پر تشریح کا بیان۔ قیمت ۶/

আল্লাহর সাথে লড়াই



حسد سے ان کے سینے پاک کر دے
کہ بدتر دِق سے بھی یہ سِل ہے یا غوث

غذائے دِق یہی خوں اُستخواں گوشت
یہ آتِش دین کی آکل ہے یاغوث

دیا مجھ کو انھیں محروم چھوڑا
مِرا کیا جرم حق فاصل ہے یا غوث

خدا سے لیں لڑائی وہ ہے مُعطی
نبی قاسم ہے تو مُوصِل ہے یا غوث

عطائیں مُقتَدِر غفّار کی ہیں
عَبَث بندوں کے دل میں غِل ہے یا غوث

ترے بابا کا پھر تیرا کرم ہے
یہ منھ ورنہ کسی قابل ہے یا غوث

بھَرَن والے ترا جھالا تو جھالا
ترا چھینٹا مِرا غاسِل ہے یاغوث

ثنا مقصود ہے عَرضِ غَرض کیا
غرض کا آپ تو کافِل ہے یاغوث

رضا کا خاتمہ بالخیر ہو گا
تری رحمت اگر شامل ہے یاغوث



Mufti Jashim Uddin Azhari

October 12 at 5:57 PM ·

জনাব, মাও মুহাম্মদ আইনুল হুদা! সালামবাদ কালাম হচ্ছে; আপনার একটি ইলমি খিয়ানত, নযরে সানি প্রসংগে।

মাওলানা সাহেব! نسيان، خطأ ও عصيان ইত্যাদি শব্দসমুহের ব্যবহার, অর্থ ও হুকুম সম্পর্কে আলিম সমাজ ভালো ভাবে জ্ঞাত। বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই।

আল্লাহর বাণী قال لاتواخذني بما نسيت আয়াতে نسيان এর ব্যাখ্যায় মুফতি ইয়ার খান নাঈমী(রহ:) লিখেছেন " শরিয়তের দৃষ্টিতে ভুলে যাওয়ার উপর গুনাহ বর্তায় না, সুতরাং আপনিও ক্ষমা করুন। "এ থেকে বুঝা গেলো যে সম্মানিত নবীগণের সামান্য ভূল-ত্রুটি হয়ে যায়"----------'------- -----(রূহ)। লেখক 'রূহ' বলতে তাফসিরে রূহুল বয়ানকে বুঝায়েছেন। যার লেখক আল্লামা ইসমাঈল হক্কী(রহ:)।

আসুন এবার সুরায়ে কাহাফের ৭৩ নং ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইসমাঈল হক্কী কি বলেছেন দেখি -

وفي الاية تصريح بان النسيان يعتري الانبيأ عليهم السلام للاشعار بان غيره تعالي معيوب غير معصوم ولكن العصيان

،يعفي غالبا فكيف بنسيان قارنه الاعتذار

মুফতি ইয়ার খান নাঈমী শুধুমাত্র ইসমাঈল হক্কীর এ ইবারতের সারমর্ম তুলে ধরেছেন। আপনি একবারের জন্যও বলেননি যে এর মূল কনসেপ্ট আল্লামা হক্কীর! কারণ আপনি ইমোশনাল! আপনার টার্গেট যদি মুফ্তি ইয়ার খান নাঈমী হয়ে থাকে; আমার বলার কিছুই নেই! তবে রূহুল বয়ানের লেখককে কিছু বলবেন কি না? এখানে আপনার কোনো ইলমি খিয়ানত হয়েছে কি না ? উল্লেখিত ইবারতের অনুবাদসহ হুকুম কাম্য ।



মৌলবি আহমাদ রেযা খান - কানযুল ঈমান, অনুবাদ মাওলানা আব্দুল মান্নানঃ শুয়াইব আলাইহিস সালাম'র মেয়ের মোহরঃ

২৭. বললো, 'আমি চাচ্ছি আমার দু'কন্যার একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে (৭০)– এ মহরের উপর যে, তুমি আট বৎসর যাবৎ আমার নিকট চাকুরী করবে (৭১); অতঃপর যদি পূর্ণ দশ বৎসর পূর্ণ করে নাও তবে তা হবে তোমার নিকট থেকেই (৭২)। এবং আমি তোমাকে কষ্টে ফেলতে চাইনা (৭৩)। অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে, তুমি আমাকে সদাচারীদের মধ্যে পাবে (৭৪)।'


قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

ইক্তেদার খান নঈমী – তান কীদাত আলা মাত্বূয়াত

حق مہر۔ اُس کی بکریاں چرانا اور یا اُس کی شرعی طور پر کسی طرح کی خدمت کرنا بھی بن سکتا ہے۔ میں نے صاحبِ مضمون سے خود پوچھا کہ کیا یہ درست ہے تو انہوں نے اِس کو درست کہتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کنزالایمان کا حوالہ دیا کہ واقعہ موسیٰ و شعیب علیہما السّلام میں۔ عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِیْ ثَمٰنِیَ حِجَجٍ آیت ۲۷ سورۃِ قصص میں اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمہ فرمایا ہے کہ میری بیٹی کے مہر میں تم آٹھ سال میری بکریوں کو چراؤ۔ میں یہ پڑھ کر پریشان بھی ہوا اور خاموش بھی۔ لہٰذا آپ اِس مسئلے کو حل فرمائیں۔

جواب :۔ یہ ترجمہ ہر اعتبار سے نامناسب ہے نہ تو قرآن مجید میں اس کی گنجائش ہے نہ یہ کسی لفظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے مہر زوجہ کے جو اصول و ضوابط ہیں یا شرائط ہیں یہ ترجمہ اُن کے بھی خلاف علاوہ ازیں فقہ حنفی کے بھی خلاف ہے جب کہ اعلحضرت خود حنفی المسلک ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پچھلی شریعتوں میں یا حضرت شعیب علیہ السّلام کی شریعت میں اس طرح مہر کا لینا دینا جائز یا مروّج تھا اس لیے کہ پھر اس کے ثبوت کے لیے کوئی دلیل چاہیئے اور اگر ایسا ہوتا تو قرآن مجید میں ضرور کوئی وضاحت ہوتی عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِیْ نہ ہوتا، نِیْ کی نسبت تو حضرت شعیب کی طرف ہے نہ کہ زوجہ کی طرف غرضکہ اس ایک ذرا سی چشم پوشی سے بہت سے سوال وارد ہو جاتے ہیں۔ مثلاً :۔ عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَ کے لفظ میں مہر کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا۔ عَلٰۤى اَنْ کا معنیٰ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس شرط پر نکاح کروں گا کہ تم اتنے عرصے میرے پاس رہو اور میری نوکری کرو (بکریاں چراؤ یا دیگر میرے کام کرو میری خدمت کرو) اور یہ خدمت

ہیں مفت نہیں لوں گا بلکہ تا عُمر اُجرت پر کام کرو، اُجرت کچھ بھی ہو سکتی ہے کم از کم رہائش خوراک بھی اجرت ہی میں شمار ہو گی ۲ مہر صرف بیوی کا حق ہوتا ہے نہ کہ سُسر کا یا دیگر گھر والوں کا ۳ جس وقت حضرت شعیب یہ بات فرما رہے ہیں اُس وقت نہ تو نکاح ہو رہا ہے اور نہ بیوی کا تعیّن ہی ہے کہ کون سی بیٹی سے نکاح ہونا ہے اور یہ خدمت گزاری آج ہی سے شروع ہے جو آٹھ سال تک رہے گی پھر نکاح اُس وقت ہو گا جس وقت یہ خدمت ختم ہو چکی ہو گی۔ بیوی کو تو اس میں سے کچھ بھی نہ ملا۔ یہ خدمت بھی بیوی کی نہ ہوئی جب کہ مہر کا قانون وضابطہ یہ ہے کہ حقِ مہر بیوی کی منگنی یعنی تعیّن کے بعد بوقت نکاح مقرر کیا جاتا ہے اور بیوی کا ہی وہ حق ہے کسی اور کا نہیں کیونکہ وہ مِلکِ بُضعہ کا بدلہ ہے۔ مہر نکاح کے بعد تو جب چاہے ہیں دیں ہو مگر نکاح سے پہلے مہر دینا واجب نہیں اگر دے بھی دیا تو وہ امانت ہو گا نکاح سے پہلے بیوی اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ یہ ہیں وہ سوالات جو اس ترجمے پر وارد ہوتے ہیں ان کے جوابات تو وہی دے سکتا ہے جس نے یہ ترجمہ اختراع کیا اعلیٰ حضرت تو اب موجود نہیں جو وضاحت فرمائیں۔ بہر کیف ہیں یہ ماننے پر تیار نہیں کہ یہ لفظ خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہو جو سراسر فقہ حنفی کے خلاف ہے بلکہ اس طرح کا مہر تو باقی ائمہ ثلاثہ کے بھی خلاف ہے۔ صاحبِ مضمون نے جو اِس ترجمے کے بل بوتے پر یہ مضمون لکھ ڈالا وہ اُن کی جلد بازی ہے اور غلط سہارا ہے بہر کیف یہ مسئلہ غلط ہے۔

سوال ۲۳ :۔ مقالاتِ کاظمی حصہ اوّل صفحہ ۲۱ پر تعارفی مضمون ہیں بعنوان

মুফতি আহমাদ ইয়ার খান নঈমী – তাফসীরে নঈমী

معلوم ہوا۔ دسواں فائدہ: عورت پر بلاوجہ بدگمانی نہ کرے بغیر تحقیق اسے برا نہ سمجھے جیسا کہ مبینۃ سے معلوم ہوا۔ گیارہواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کبھی بدشکل 'بدخلق بیوی سے اچھی اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ جس سے ماں باپ دین و دنیا میں سرخرو ہو جاتے ہیں 'جیسا کہ خیرا کثیرا سے معلوم ہوا۔ بارھواں فائدہ: نیک صالح اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے 'جسے اچھی اولاد ملی اسے دونوں جہان کی خیر مل گئی 'یہ فائدہ بھی خیرا کثیرا سے حاصل ہوا کہ اسے رب تعالیٰ نے خیر بھی فرمایا اور کثیر بھی۔ تیرھواں فائدہ: امیر آدمی کو چاہئے کہ عورت کو خادمہ بھی دے 'جبکہ وہ بڑے امیر گھرانے کی ہو کہ عاشروھن بالمعروف میں یہ بھی داخل ہے۔ (روح المعانی)

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ جبراً بیوہ عورت کا مالک و وارث بن جانا منع ہے تو چاہئے کہ عورت کی خوشی و مرضی سے اس کا ولی بن جانا درست ہو مگر رب تعالیٰ نے فرمایا کرھاً حالانکہ آزاد عورت کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا 'نہ جبراً نہ عورت کی خوشی سے۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں 'ایک یہ کہ یہاں جبراً کی قید اتفاقی ہے نہ کہ احترازی ہے 'چونکہ اہل عرب جبراً ہی مرحوم عزیز کی بیویوں کے وارث بن جاتے تھے 'اسی لئے اس کا ذکر فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دگنا تگنا سود نہ کھاؤ 'اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوایا ڈیوڑھا کھالیا کرو 'دوسرے یہ کہ ہاں واقعی اگر بیوہ عورت خود اپنے دیور وغیرہ کو اپنا والی و وارث مان لے 'اور اپنے انتظامات اس سے کرائے تو درست ہے اب بھی بعض شریف عورتیں بیوہ ہو کر بھی اپنے سسر ساس کو اپنا اختیار دے دیتی ہیں کہ وہی ان کے نکاح ثانی کا انتظام کرتے ہیں 'یہ بہت اچھا ہے۔ جس چیز سے یہاں روکا گیا ہے وہ چیز ہی کچھ اور ہے۔ دوسرا اعتراض: تمہاری تفسیر و فوائد سے معلوم ہوا کہ عورت کا مہر خود اسی کا اپنا ہے 'ماں باپ بھی نہیں لے سکتے تو حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نکاح میں اپنی دختر صفورا رضی اللہ عنہا دیں اور ان کا مہر مقرر کیا دس سال بکریاں چرانا 'اس میں لڑکی کا مہر خود نہ لینا ہے 'تمہاری تفسیر اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب: موسیٰ علیہ الصلوٰۃ کا شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانا مہر نہ تھا بلکہ شرط نکاح تھی شرط نکاح کچھ اور ہے مہر کچھ اور اس لئے انہوں نے فرمایا تھا علی ان تاجرنی ثمانی حجج: علی شرط کیلئے آتا ہے نہ کہ معاوضہ کیلئے نیز مہر مال ہوتا ہے نہ کہ خدمت 'بہرحال وہ شرط نکاح تھی۔ تیسرا اعتراض: یہاں آیت کریمہ میں فاحشۃ مبینۃ کا ذکر علیحدہ کیا اور ناپسندیدگی کا ذکر علیحدہ کہ بعد میں فرمایا فان کرھتموھن الخ ان دونوں میں فرق کیا ہے 'آیت میں تکرار معلوم ہوتی ہے۔ جواب: ان دونوں کا فرق تفسیر میں عرض کیا گیا کہ فاحشہ مبینہ میں تو عورتوں کے اپنے قصور کا ذکر ہے اور کراہیت و ناپسندیدگی سے مراد وہ صورت ہے کہ عورت کا قصور کوئی نہ ہو یوں ہی مرد کو ناپسند ہو جیسے قد یا شکل اچھی نہ ہونا 'لہٰذا آیت میں تکرار نہیں۔

تفسیر صوفیانہ: کمال تقویٰ کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنی عبادات بھی درست کرے اور معاملات بھی ٹھیک کرے 'معاملات میں بہت اہم و ضروری معاملہ اپنی بیویوں اور بیوہ عورتوں سے انصاف کرنا ہے کہ عورتیں عموماً خلق کی تنگ 'عقل کی کمزور واقع ہوتی ہیں 'عورتوں سے اچھا برتاؤ کرنے والا اور ناپسند بی بی پر صبر کرنے والا بڑا مجاہد ہے 'جو شخص بڑا عابد و زاہد ہو مگر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہو 'وہ سخت عذاب کا مستحق ہے اور جو عبادات مناسب ہی کرتا ہو مگر بال بچوں پر مہربان ہو یا ناپسند و سخت بیوی پر صبر کرتا ہو 'وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔

কানযুল ঈমান – অনুবাদ কম্পেয়ার – সমাচার ১৯ - পূজা

ক্বোরআন করীমের প্রচলিত সমস্ত অনুবাদ যদি গভীরভাবে দেখা হয়, তাহলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, অনুবাদ করার সময় অনুবাদক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি শালীনতা যথাযথভাবে বজায় রেখেছেন কিনা। নিম্নে আমি কয়েকটি 'অনুবাদ' থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করলাম আর সম্মানিত পাঠকদের প্রতি এ কথার অনুরোধ রাখলাম যেন নিজেরাই এ কথার ফয়সালা করে নেন যে, কোন্ অনুবাদটা সঠিক, আদব বা শালীনতার অধিক নিকটবর্তী, আর কোন্টার ভিত্তি বেয়াদবীর উপর স্থাপিত ও ভুল! বলাবাহুল্য, ক্বোরআন করীমের যে কোন অনুবাদ কিংবা ব্যাখ্যাকে নিম্নলিখিত তুলনামূলক পর্যালোচনার নিরিখে পর্যালোচনা করলে সেগুলোর ভ্রান্তি কিংবা বিশুদ্ধিও সুস্পষ্ট হবে।

এক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অনুবাদঃ

❒ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا – (شاہ عبدالقادر)
[আরম্ভ আল্লাহ্‌র নামে, যিনি মহান দয়ালু, অতীব করুণাময়। –শাহ আবদুল ক্বাদের]

❒ شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کے (شاہ رفیع الدین)
[আরম্ভ করছি আমি নাম সহকারে আল্লাহ্ দাতা, দয়ালুর। –শাহ রফী' উদ্দীন]

❒ شروع اللہ نہایت رحم کرنے والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے (عبدالماجد دریاآبادی دیوبندی)
[আরম্ভ আল্লাহ, অত্যন্ত দয়ালু, বারংবার দয়াকারীর নামে। –আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

❒ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. (اشرف علی تھانوی دیوبندی)
[শুরু করছি আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়; অতি দয়ালু হন। –আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী]

❒ দাতা দয়ালু ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইয়াছি। –গিরিশ চন্দ্র সেন

❒ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا – (اعلیٰحضرت)
[আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। –আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি)]

লক্ষ্যনীয় যে, আ'লা হযরত রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদক 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-এর অনুবাদ এভাবে করেছেন– 'আরম্ভ করছি আল্লাহ্‌র নামে' অথবা 'আরম্ভ আল্লাহ্‌র নাম সহকারে', 'শুরু করিতেছি আল্লাহ্‌র নামে' ইত্যাদি। সুতরাং খোদ্ অনুবাদকদের দাবী তাদের ভাষায়ই মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে। কারণ, তাঁরাতো شروع کرتا ہوں (আরম্ভ করছি) 'ক্রিয়া' দ্বারাই অনুবাদ আরম্ভ করছেন; অথচ আল্লাহ্ তা'আলার নাম দ্বারা আরম্ভ করা উচিত ছিলো, যা শুধু আ'লা হযরতের অনুবাদেই পাওয়া যায়। অন্যসব অনুবাদে এ যেন 'বিসমিল্লায় গলদ'!

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে– জনাব আশরাফ আলী থানভী সাহেব তাঁর অনুবাদের শেষ ভাগে 'ہیں' (হন) শব্দটারও সংযোজন করেছেন। (যা 'বিধেয়' সূচক পদ।) তাঁর শাগরিদ ও ভক্তগণ জবাব দেবেন কি এখানে 'ہیں' (হন) কিসের অনুবাদ?

দুই

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○

[সূরা ফাতিহা; আয়াতঃ ৪]

অনুবাদঃ

❒ ترا می پرستیم واز تو مدد می طلبیم – (شاہ ولی اللہ)
[তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট থেকে সাহায্য চাই। –শাহ ওয়ালী উল্লাহ্]

❒ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں – (فتح محمد جالندھری)
[আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনা করি। –ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী]

সাইত্রিশ

❒ تجھ ہی کو عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم۔ (شاہ رفیع الدین ومحمود الحسن دیوبندی)

[তোমারই ইবাদত করি আমরা এবং তোমারই নিকট থেকে সাহায্য চাই আমরা। -শাহ রফী' উদ্দীন ও মাহ্‌মূদুল হাসান দেওবন্দী]

❒ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں (اشرف علی تھانوی دیوبندی)

[আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্যের দরখাস্ত করিতেছি। -আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী]

❒ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ (مودودی)

[আমরা তোমারই এবাদত করি, তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। -মওদূদীকৃত তাফ্‌হীমুল ক্বোরআন]

❒ আমরা তোমাকেই মাত্র অর্চনা করিতেছি, এবং তোমার নিকটে মাত্র সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। -গিরিশ চন্দ্র সেন

❒ আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। -মা'আরেফুল ক্বোরআন

❒ আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। -আল কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

❒ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں ——— (اعلیٰ حضرت)

[আমরা (যেন) তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। -কান্‌যুল ঈমান, কৃত,আ'লা হযরত]

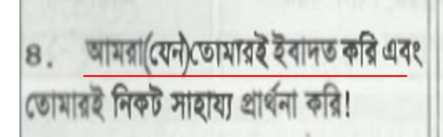
লক্ষ্যনীয় যে, সূরা ফাতিহা হচ্ছে- 'সূরাতুদ্দো'আ' (প্রার্থনা-সূরা)।

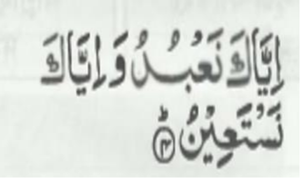
দো'আ-এর মধ্যভাগে দো'আ বা প্রার্থনাসূচক বাক্যই বলা হয়, বর্ণনাধর্মী বাক্য বলা হয় না। কিন্তু প্রথমোক্ত অনুবাদকদের অনুবাদে বর্ণনাধর্মী অর্থই প্রকাশ পায়, দো'আ বা প্রার্থনা নয়। যেমন- 'ইবাদত করি' ও 'সাহায্য চাই'; কিন্তু আ'লা হযরত (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি) 'প্রার্থনা সূচক' বচন দ্বারা অনুবাদ করেছেন।

কানযুল ঈমান উর্দু



কানযুল ঈমান বাংলা


৪. আমরা(যেন)তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি!


إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ④

সমাচার ২০ – আখেরী চাহার শম্বা

মৌলবি আহমাদ রেযা খান বেরলবী - আহকামে শরীয়ত, পৃঃ ১৭৫

www.AmarIslam.com

আহকাম-ই শরীয়ত

প্রমাণিত আছে কি না ? এর উপর আমলকারী গুনাহগার হবে, না তিরস্কারযোগ্য হবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন,প্রতিদান দেয়া হবে।

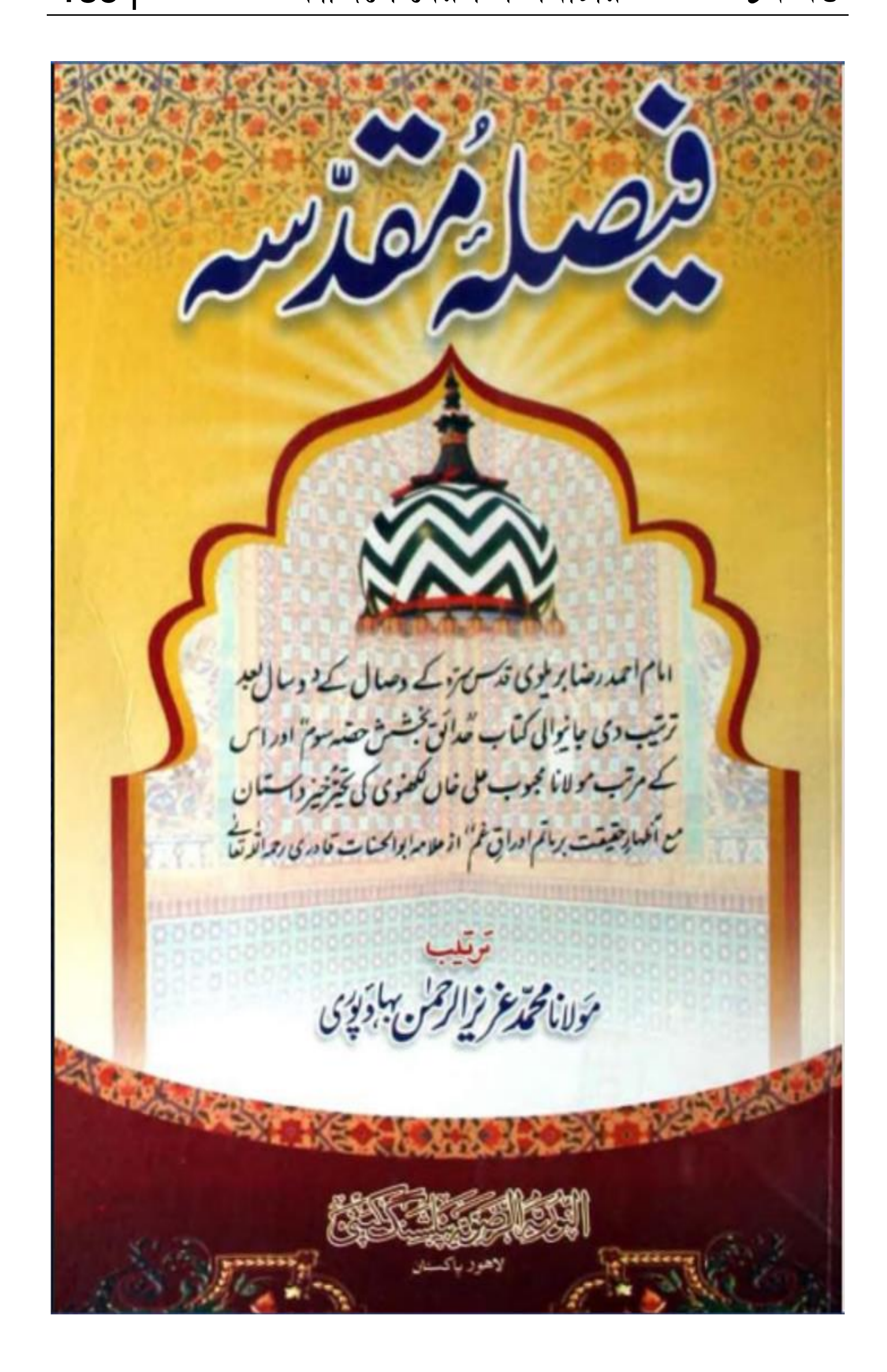
জাওয়াবঃ আখেরী চাহার শম্বার কোন ভিত্তি নেই। (হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত না হলে তাকে ভিত্তিহীন বলা হয়-অনুবাদক)। ওই দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোগ্য লাভ করার কোন প্রমাণ মিলে না বরং যে রোগে ওফাত শরীফ হয়েছে তার সূচনা সে দিন থেকে ধরা হয়। আর একটি হাদীসে মারফু এসেছে- أَخِرُ أَرْبَعَاءِ مِنَ الشَّهْرِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (এ মাসের শেষ বুধবার হচ্ছে ঘটমান অকল্যানের দিন।) আরো বর্ণিত রয়েছে হযরত সায়্যিদুনা আইয়ুব আলা নবীয়্যানা আলাইহিস সালাম ওয়াত তাসলীম ওই দিনই রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। ওই দিনকে অশুভ মনে করে মাটির বাসন-কোসন ভেঙ্গে ফেলা গুনাহ। তা সম্পদ নষ্ট করা। প্রকৃতপক্ষে এ সব কথা-বার্তা ভিত্তিহীন ও অনর্থক। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(আ'লা হযরত রহঃ আখেরী চাহার শম্বা সম্পর্কে সাধারণ লোকের মাঝে প্রচলিত কুপ্রথা ও কুধারণার বিরোধিতা করেছেন। তাও দলীলের ভিত্তিতে । তাঁর বক্তব্যে প্রচলিত বরকতময় গোসল সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য পাওয়া যায় না।-অনুবাদক)

মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঈমীঃ

ইসলামী জিন্দেগী-৪৪

ঐদিন নাকি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরোগ্যের গোসল করেছিলেন, সেটা নিছক ভুল মাত্র। সঠিক রেওয়ায়েত হচ্ছে সফরের সাতাশ তারিখ রোগাক্রান্ত হন অর্থাৎ জ্বর ও মাথার ব্যথা শুরু হয় এবং ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার পর্দার অন্তরালে চলে যান। মাঝখানে কোন আরোগ্য লাভ করেননি। কুরআনখানি, ফাতিহা যখনই করা হোক না কেন, কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু ঘরের ঘটিবাটি ভেঙ্গে ফেলা সম্পদের অপচয় হেতু হারাম। রবিউল


فیصلۂ مقدّسہ
امام احمد رضا بریلوی قدس سرہٗ کے وصال کے دو سال بعد
ترتیب دی جانیوالی کتاب "حدائق بخشش حصہ سوم" اور اس
کے مرتب مولانا محبوب علی خاں لکھنوی کی تحیّر خیز داستان
مع "اظہارِ حقیقت برماتم اوراقِ غم" از علامہ ابوالحسنات قادری رحمہ اللہ تعالیٰ
مرتّب
مولانا محمد عزیز الرحمٰن بہادرپوری
لاہور پاکستان

۹۰

اِلَّا اَنَّہٗ طَلَّقَہَا وَاِنِّیْ لَا اُطَلِّقُکِ فَقَالَتْ عَائِشَۃُ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا بِاَبِیْ اَنْتَ وَاُمِّیْ لَاَنْتَ خَیْرٌ لِّیْ مِنْ اَبِیْ زَرْعٍ لِاُمِّ زَرْعٍ۔

یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہٖ وسلم نے حضرت سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا میں تیرے لئے ایسا ہوں جیسا اُمّ زرع کے لئے ابوزرع۔ مگر یہ کہ ابوزرع نے اُمّ زرع کو طلاق دی اور بیشک میں تجھ کو طلاق نہ دوں گا۔ تو حضرت اُمّ المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی بیشک حضور میرے لئے اُس سے بہتر ہیں۔ جیسا اُمّ زرع کے لئے ابوزرع تھا۔

قصیدۂ مُبارکہ بترتیبِ صحیح

علیحدہ در ذکر عُروسانِ حجاز کہ در حدیث بخاری و ترمذی و مسلم مذکورند

یاد وہ مجمعِ رنگینِ عروسانِ حجاز
اور بیاں کر چھپائیں گی نہ حالِ شوہر

تنگ و چست اُنکا لباس اور وہ جوبن کا اُبھار
مَسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لیکر

یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن مرے دل کی صورت
کہ ہوئے جاتے ہیں جامے سے بُروں سینہ و بر

خوف ہے کشتیِ ابرو، نہ بنے طوفانی
کہ چلا آتا ہے حُسن ابلے کی صورت بڑھکر

مادرِ زرع کی شادابیِ کشتِ اُمید
برقِ خرمن وہ طلاق اور نکاحِ دیگر!

رنگِ عشرت سے کسی گل پہ نکھرتا جوبن
خارِ حسرت سے کسی پھول کا پہلو مضطر

داغِ حرماں کا کوئی چاند کا ٹکڑا سا کی
مصلحت تھی کہ توجہ نہ ہوئی اُن کی اِدھر

علیحدہ اشعارِ تشبیب

خامہ کس قصد سے اُٹھا تھا کہاں جا پہنچا
راہِ نزدیک سے ہو جانبِ تشبیب سفر